পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩০ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 30, Issue 1491, Saturday, September 24, 2022 FREE www.parichoy.com

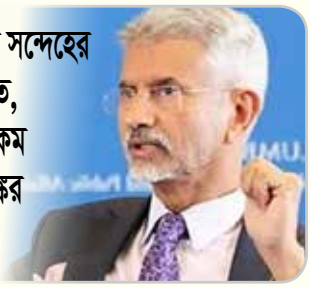

৫০ বছর যুক্তরাষ্ট্রকে সন্দেহের চোখে দেখেছে ভারত, এখন সম্পর্ক অন্যরকম - পররাষ্ট্রমন্ত্রী জয়শঙ্কর

বিস্তারিত ০৬ পাতায়

আরো আছে...

- বাংলাদেশের সামরিক সক্ষমতাকে দুর্বল ভাবা মিয়ানমারের বোকামি হবে'-৩য় পাতায়
- রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশ কেন যথেষ্ট আন্তর্জাতিক সমর্থন পাচ্ছে না -৩য় পাতায়
- হাঙ্গেরি সীমান্তে বাংলাদেশিসহ ৭০ অভিবাসী উদ্ধার-৩য় পাতায়
- সব সময় বাংলাদেশের পাশে থাকবে সৌদি আরব - রাষ্ট্রদূত আল দুহাইলান-৩য় পাতায়
- ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে নিউইয়র্কে প্রতারণার মামলা-৬ষ্ঠ পাতায়
- রাশিয়াকে কঠোর সতর্কতা বাইডেনের-৭ম পাতায়
- ইউক্রেন দেশটাই মুছে ফেলতে চায় রাশিয়া : জাতিসংঘে বাইডেন -৭ম পাতায়
- সাইপ্রাসে মানবপাচার: চক্রের সন্ধানে ব্যাব, গ্রেপ্তার ৩ - ৮ম পাতায়
- আগামী মার্চের মধ্যে পি কে হালদারকে ফেরত পাঠাবে ভারত -৮ম পাতায়
- বাংলাদেশে বিপুল মার্কিন বিনিয়োগ চাইলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-৯ম পাতায়
- বৈশ্বিক সংকটের ফলে সৃষ্ট চ্যালেঞ্জ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্বেগ-৯ম পাতায়
- রোহিঙ্গাদের জন্য আরো বাংলাদেশকে ১৭০ মিলিয়ন ডলার প্রদান যুক্তরাষ্ট্রের-৯ম পাতায়

'অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ করুন, শিশুকে খাদ্য দিন'-জাতিসংঘে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

এসোসিয়েটেড প্রেসের রিপোর্ট

বাংলাদেশের 'মিরাকল অর্থনীতি' প্রচণ্ড চাপে, দুর্নীতি-স্বজনপ্রীতিতে ক্ষোভ

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

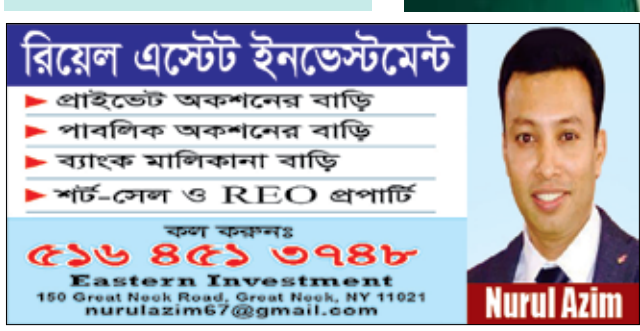

PEOPLE N TECH

A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005

EARN 100K TO 200K PER YEAR

- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by:

NYC Consumer and Worker Protection

Certified Training Institute by:

SCHEV

Proprietary School NYS Education Department Licensed Supervision

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:

info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন

parichoyny@gmail.com

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস
ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র
সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'

এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)

Immigration

(To Schedule Appointment Only)

Timothy Bompart
Attorney at Law

Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

‘অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ করুন, শিশুকে খাদ্য দিন’-জাতিসংঘে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

নিউ ইয়র্ক: বাংলাদেশেরপ্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শান্তিপূর্ণ বিশ্ব গড়তে অস্ত্র প্রতিযোগিতা ও যুদ্ধ বন্ধ করতে বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘বিশ্ব বিবেকের কাছে আমার আবেদন, অস্ত্র প্রতিযোগিতা, যুদ্ধ ও নিষেধাজ্ঞা বন্ধ করুন। শিশুকে খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও নিরাপত্তা দিন। শান্তি প্রতিষ্ঠা করুন।’ নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দফতরে সাধারণ পরিষদের ৭৭তম অধিবেশনে ২৩ সেপ্টেম্বর শুক্রবার অপরাহ্নে প্রদত্ত ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ আহ্বান জানান।

কোভিড-১৯ মহামারি প্রাদুর্ভাবের পর এই প্রথম ১৯৩টি সদস্য দেশের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানদের সশরীরে উপস্থিতির মাধ্যমে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৭তম অধিবেশন ১৩ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে সংস্থার সদর দফতরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

ত্েশখ হাসিনার ভাষণে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, শান্তি ও স্থিতিশীলতা, জলবায়ু পরিবর্তন, খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা, কোভিড-১৯ মহামারি, ফিলিস্তিন এবং অভিবাসন বিষয়ক বৈশ্বিক ও বাংলাদেশের দৃষ্টিভঙ্গি উল্লেখযোগ্যভাবে স্থান পেয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বরাবরের মতো এবারও জাতিসংঘে বাংলায় ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী তার ভাষণে বলেন, ‘যুদ্ধ বা একতরফা জবরদস্তিমূলক অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা, পাল্টা-নিষেধাজ্ঞার মতো বৈরী পন্থা কখনও কোনও জাতির মঙ্গল বয়ে আনতে পারে না। পারস্পরিক আলাপ-আলোচনাই সঙ্কট ও বিরোধ নিষ্পত্তির সর্বোত্তম উপায়। আমরা বিশ্বাস করি, সংঘাতের মূল কারণগুলো সমাধান না করে আমরা শান্তি বজায় রাখতে পারি না।’

বিশ্ববাসীর শান্তি কামনা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘আমরা ইউক্রেন ও রাশিয়ার সংঘাতের অবসান চাই। নিষেধাজ্ঞা পাল্টা নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে একটি দেশকে শান্তি দিতে গিয়ে নারী, শিশুসহ ও গোটা মানবজাতিকেই শান্তি দেওয়া *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

‘কে কি বললেন’

ফেইসবুক-টিকটকে ‘ক্লান্ত’ তরুণ প্রজন্ম, এভাবে চলতে থাকলে তারা নিজেদের ইতিহাস-ঐতিহ্যকেই একদিন ভুলে যাবে।-বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ

যদি শেখ হাসিনা ক্ষমতায় না থাকেন, বাংলাদেশ আর বাংলাদেশ থাকবে না। তিনি হেরে গেলে বাংলাদেশ হেরে যাবে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা হেরে যাবে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হেরে যাবে।’- আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের

বাংলাদেশ ২৫ মার্চকে আন্তর্জাতিক গণহত্যা দিবস ঘোষণা করতে কাজ করছে - বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেন

‘বিএনপি যখন প্রমাণ করেছে তারা স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তি, চেতনায় পাকিস্তানকে লালন করে এবং দেশকে আবার পাকিস্তান বানানোর স্বপ্ন দেখে, সুতরাং তাদের সব জায়গায় প্রতিহত করা হবে।’- আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ

হাঙ্গেরি সীমান্তে বাংলাদেশিসহ ৭০ অভিবাসী উদ্ধার

অবৈধভাবে পশ্চিম ইউরোপে প্রবেশের চেষ্টাকালে হাঙ্গেরি সীমান্ত থেকে শুক্রবার বাংলাদেশিসহ ৭০ জনের বেশি অভিবাসীকে উদ্ধার করা হয়েছে। তাদের মধ্যে ইথি ওপিয়া, সিরিয়া, শ্রীলঙ্কা এবং তুরস্কের অভিবাসীরাও রয়েছেন। তিনটি পণ্যবাহী ট্রাকে লুকিয়ে তারা *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

এসোসিয়েটেড প্রেসের রিপোর্ট

বাংলাদেশের ‘মিরাকল অর্থনীতি’ প্রচণ্ড চাপে, দুর্নীতি-স্বজনপ্রীতিতে ক্ষোভ

ঢাকা: খাদ্য কেনার জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন রেখা বেগম। তিনি ক্ষুব্ধ। হতাশ। বাংলাদেশের অনেকের মতোই তিনি সামর্থ্যরে মধ্যে চাল, ডাল এবং পিয়াজের মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র খুঁজে পেতে লড়াই করছিলেন। রাজধানী ঢাকায় ভর্তুকি মূল্যে ট্রাকে খাদ্যদ্রব্য বিক্রি করা হয়। সেখানে তিনি প্রায় দুই ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন। এ সময়ই ৬০ বছর বয়সী রেখা বেগম বলেন, আরও দুটি জায়গায় গিয়েছিলাম। তারা আমকে বলেছে, সরবরাহ নেই।

জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধির ফলে খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধিতে জনগণের মধ্যে হতাশাকে বহু মাত্রায় বাড়িয়ে দিয়েছে। এতে বাংলাদেশের মিরাকল অর্থনীতি প্রচণ্ড চাপের মধ্যে রয়েছে। বিরোধীদের তরফ থেকে জোরালো হয়েছে সমালোচনা।

কয়েক সপ্তাহে প্রতিবাদ বিক্ষোভ হয়েছে রাস্তায়। এতে সরকারের ওপর চাপ বৃদ্ধি পেয়েছে। ওদিকে দেশের অর্থনীতির রক্ষাকবচ হিসেবে আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল আইএমএফের কাছে সহায়তা চেয়েছে সরকার। এসব কথা বলা হয়েছে বার্তা সংস্থা এপির এক প্রতিবেদনে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বাংলাদেশ পরিস্থিতি শ্রীলংকার মতো ভয়াবহ নয়। কয়েক মাসের প্রতিবাদ বিক্ষোভ, অস্থিরতার পর শ্রীলংকার প্রেসিডেন্ট গোটাবাইয়া রাজাপাকসে পালিয়ে দেশত্যাগে বাধ্য হন। সেখানে এখনও খাদ্য, জ্বালানি এবং মেডিসিনের তীব্র সংকট। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের জন্য লম্বা লাইনে দাঁড়াতে হয়। বাংলাদেশের *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

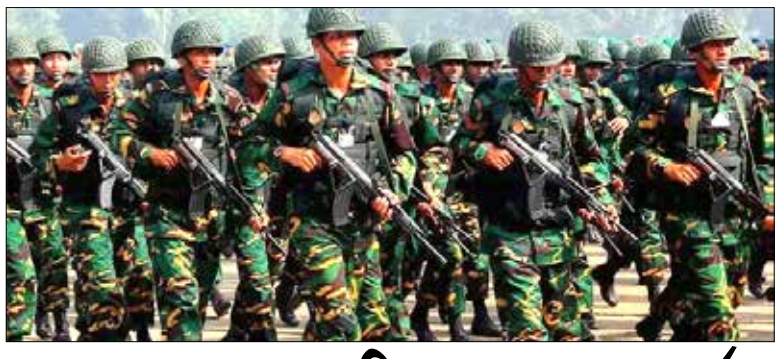

‘বাংলাদেশের সামরিক সক্ষমতাকে দুর্বল ভাবা মিয়ানমারের বোকামি হবে’

সুফিয়ান সিদ্দিক: ওবাংলাদেশের প্রতিরক্ষা সক্ষমতার অভাব নেই, তবে তারা যুদ্ধ চায় না। ওআন্তঃসীমান্ত গোলাগুলির মধ্যে একথা বলেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ মিয়ানমার বা অন্য কোনো দেশের সঙ্গে যুদ্ধ চায় না, তবে তার সামরিক বাহিনী সবসময় যে কোনো উস্কানির জবাব দিতে প্রস্তুত। ঢাকায় বর্তমান অনুপ্রবেশ নিরসনে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা জোরদার করার পর বুধবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ ও কোস্টগার্ড এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশ কেন যথেষ্ট আন্তর্জাতিক সমর্থন পাচ্ছে না

ঢাকা:মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর হাতে ব্যাপক নিপীড়নের শিকার হয়ে বাংলাদেশে প্রায় ১০ লাখ রোহিঙ্গা আশ্রয় নেওয়ার পাঁচ বছর পার হয়ে গেলেও সংকট সমাধানের কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। রোহিঙ্গাদের নিয়ে আগ্রহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে বরং ফিকে হয়ে আসছে। পর্যবেক্ষকরা বলছেন, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি এবং বাণিজ্যিক স্বার্থের কাছে ঘুরপাক খাচ্ছে রোহিঙ্গা সংকট। রোহিঙ্গাদের উচ্ছেদের কয়েক বছরের মধ্যেই মিয়ানমারে আবারও সেনা অভ্যুত্থান হয়েছে। যদিও মিয়ানমারে সেনাবাহিনী সবসময়ই *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

৫০ বছর যুক্তরাষ্ট্রকে সন্দেহের চোখে দেখেছে ভারত, এখন সম্পর্ক অন্যরকম - পররাষ্ট্রমন্ত্রী জয়শঙ্কর

নিউ ইয়র্ক: দীর্ঘ প্রায় পাঁচ দশক ধরে যুক্তরাষ্ট্রকে সন্দেহের চোখে দেখে এসেছে ভারত। যুক্তরাষ্ট্রের সামগ্রিক পররাষ্ট্রনীতি গভীর সতর্কতার সঙ্গে মূল্যায়ন করেছে দেশটি। কিন্তু, এখন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দেশটির অন্যরকম এক সম্পর্ক তৈরি হয়েছে।

ভারত তার আগের ধারণাগুলো থেকে সরে এসেছে। যুক্তরাষ্ট্র-ভারত সম্পর্ক নিয়ে এই প্রথম এতো খোলামেলাভাবে কথা বলেছেন দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এস জয়শঙ্কর। এছাড়াও তিনি জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্র-ভারত সম্পর্কের মতোই অতীতের ছায়া থেকে সরে এসে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ করতে আগ্রহী ভারত এবং চীন।

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য নিশ্চিত করে বলা হয়ঃ নিউইয়র্কেকলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি স্কুল অফ ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড পাবলিক অ্যাফেয়ার্স এ 'উদীয়মান বিশ্ব ব্যবস্থায় ভারত' শীর্ষক এক অনুষ্ঠানে কথা বলতে গিয়ে এমন কথাই জানিয়েছেন এস জয়শঙ্কর।

ওই অনুষ্ঠানে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, "যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আমাদের মনোভাব আগে একেবারে অন্যরকম ছিল।

চল্লিশের দশকের শেষের দিক থেকে যে বছর ক্লিনটন (যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন) ভারতে আসেন, প্রায় ৫০ বছর ধরে সম্পর্কটা অন্যরকম ছিল। আর, সেটা বিভিন্ন কারণে। মানে, সেটা শুধু ভারত দোষী বা যুক্তরাষ্ট্র দোষী ছিল, তেমনটা নয়। সত্য হল, অনেক সতর্কতার সঙ্গে, সন্দেহের চোখেই যুক্তরাষ্ট্রকে দেখতো ভারত।

টি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। তবে, যুক্তরাষ্ট্রের সামগ্রিক পররাষ্ট্র নীতিকেই যে গভীর সন্দেহের চোখে ভারত দেখতো, তেমন নয়। তবে, গভীর সতর্কতার সঙ্গেই দেখতো।

তৃতীয় সন্তানের বাবা-মা হচ্ছেন জাকারবার্গ-চ্যান

নিউ ইয়র্ক: ফেসবুকের সহপ্রতিষ্ঠাতা মার্ক জাকারবার্গ তৃতীয়বারের মতো বাবা হতে চলছেন। গত ২২ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার এনডিটিভি অনলাইনের প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়।জাকারবার্গ তাঁর ফেসবুক পেজে দেওয়া পোস্টে জানান, স্ত্রী প্রিসিলা চ্যান অন্তঃসত্ত্বা। তাঁদের তৃতীয় সন্তান আসছে।

জাকারবার্গ লিখেছেন, 'অনেক ভালোবাসা। এ খবর জানাতে পেরে আনন্দিত যে ম্যাক্সিমা ও আগস্ট আগামী বছর একজন বোন পাচ্ছে।'

ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে নিউইয়র্কে প্রতারণার মামলা

নিউ ইয়র্কে : নিউইয়র্কের অ্যাটর্নি জেনারেল সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে প্রতারণার মামলা করেছেন। লোন ও অন্যান্য সুবিধা পেতে ট্রাম্প তার সম্পত্তির তথ্য গোপন করেছেন এ অভিযোগে মামলা করা হয়েছে।

বুধবার (২১ সেপ্টেম্বর) ম্যানহাটনের আদালতে করা মামলায় বলা হয়েছে, ট্রাম্প অর্গানাইজেশন ২০১১-২০২১ সাল পর্যন্ত ট্রাম্পের সম্পত্তির বিবরণীতে 'অসংখ্য প্রতারণা ও মিথ্যা তথ্য প্রদান করেছে।'

তাছাড়া ট্রাম্প অর্গানাইজেশন, ট্রাম্পের ছেলে ডোনাল্ড ট্রাম্প জুনিয়র এবং এরিক ট্রাম্প এবং তার মেয়ে ইভানকা ট্রাম্পকে আসামী করা হয়েছে।

মামলার ব্যাপারে নিউ ইয়র্কের অ্যাটর্নি জেনারেল লেতিতিয়া জেমস টুইটে বলেছেন, লোন ও অন্যান্য সুবিধা পেতে ট্রাম্প তার ছেলেমেয়েদের ব্যবহার করে কয়েক বিলিয়ন ডলারের তথ্য গোপন করেছেন।

তিনি আরও লিখেছেন, নিজের জন্য বড় অর্থনৈতিক সুবিধা পেতে ট্রাম্প নিজে মিথ্যা বলেছেন। এদিকে ডোনাল্ড ট্রাম্প তার বিরুদ্ধে ওঠা তথ্য গোপন ও প্রতারণার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাছাড়া ট্রাম্প অর্গানাইজেশন বলেছে, এসব অভিযোগ ভিত্তিহীন।

ইরানের নৈতিক পুলিশের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা

ইরানের নৈতিকতা পুলিশের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। ইরানি নারীদের ওপর নির্যাতন ও দমন-পীড়নের অভিযোগে স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার (২২ সেপ্টেম্বর) ইরানের এই পুলিশের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে দেশটি।

রয়টার্স এরপ্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হিজাব আইন লঙ্ঘনের অপরাধে পুলিশের হাতে আটক ২২ বছর বয়সী এক তরুণীর মৃত্যুর প্রতিবাদে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে ইরানে। প্রতিবাদ-বিক্ষোভের বড় অংশজুড়ে রয়েছেন নারীরাই। আর এই বিক্ষোভের মধ্যেই ইরানের নৈতিকতা পুলিশের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করল ওয়াশিংটন।

সংবাদমাধ্যম বলছে, ইরানি নিরাপত্তা ও নৈতিক পুলিশের সাতজন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি বিভাগ। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে নারী, নাগরিক সমাজ এবং শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদকারীদের অধিকার লংঘনের অভিযোগ আনা হয়েছে।

মূলত ইরানের নৈতিক পুলিশ প্রধান মোহাম্মদ রোস্তামি চেশমেহ গাচি এবং তেহরানে এই বাহিনীর পরিচালক হাজ আহমেদ মিরজেইকে লক্ষ্য করে এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। ২২ বছর বয়সী ইরানি তরুণী মাশা আমিনির মৃত্যুর প্রতিবাদের পর মিরজেইকে অবশ্য সাময়িক ভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে।

২২ বছর বয়সী আমিনিকে গত ১৬ সেপ্টেম্বর হাসপাতালে মৃত ঘোষণা করা হয়। তার আগে তিন রাত ধরে তিনি তেহরানের একটি নৈতিক আটক কেন্দ্রে বন্দি ছিলেন এবং মাথায় হিজাব না পরার জন্য তার ওপর নিপীড়ন চালানো হয় বলে অভিযোগ করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় আরও যেসব ইরানি রয়েছেন তারা হচ্ছেন- ইরানের গোয়েন্দা বিভাগের মন্ত্রী ঈসমাইল খতিব, বাসিজ বাহিনীর উপ-অধিনায়ক সালার আবনুশ, আইন প্রয়োগ বাহিনীর উপ-অধিনায়ক কাসেম রেজাই, ওই বাহিনীর প্রাদেশিক বাহিনী মানুশের আমানুল্লাহি এবং ইরানি সেনার স্থলবাহিনীর কমান্ডার কিউমার্স হেইদারি।

মার্কিন ট্রেজারি বিভাগ এক বিবৃতিতে বলেছে, 'এই কর্মকর্তারা এমন সব সংগঠনের তদরকি করে যারা শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদকারীদের এবং ইরানের সুশীল সমাজের সদস্যদের, রাজনৈতিক ভিন্ন মতাবলম্বীদের এবং ইরানের বাহা'ই সম্প্রদায়ের লোকজনকে দমন করতে নিয়মিত সহিংসতা চালিয়ে থাকে।'

এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় যুক্তরাষ্ট্রে এই সকল ইরানি কর্মকর্তাদের সকল ধন-সম্পদ আটক করা হবে এবং যুক্তরাষ্ট্র ও বিদেশে তাদের সঙ্গে আর্থিক লেনেদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে।

ট্রেজারি বিভাগের ওই বিবৃতিতে আরও বলা হয়, 'এই নিষেধাজ্ঞার চূড়ান্ত লক্ষ্য শাস্তি দেওয়া নয়, বরং তাদের আচরণে ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসা'।

এছাড়া আরও কয়েক ডজন ইরানি কর্মকর্তা, প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য ব্যক্তি যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার আওতায় রয়েছেন। তাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন, পরমাণু অস্ত্র ও মানবাধিকার লংঘন বিষয়ক নানা অভিযোগ রয়েছে।

ইরানের নৈতিকতা পুলিশ যখন মাশা আমিনিকে গ্রেপ্তার করে তখন তিনি তেহরানে তার ভাইয়ের সাথে ছিলেন। হিজাব ও বোরকা না পরে বাড়ির বাইরে বের হওয়ায় অভিযোগে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাকে একটি ডিটেনশন সেন্টারে নেওয়া হয়। সেখানে নেওয়ার কিছুক্ষণ পরই তিনি পড়ে যান ও কোমায় চলে যান।

জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনার নাদা আল-নাশিফ বলেছেন, পুলিশ আমিনির মাথায় লাঠি দিয়ে আঘাত করে এবং তাকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে একটি গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা দিয়ে মাথায় আঘাত করে।

তবে পুলিশ দাবি করছে এই তরুণীকে কোনো ধরনের নির্যাতন করা হয়নি। বরং হঠাৎ হার্ট ফেইল করে তার। কিন্তু আমিনির পরিবার বলছে, তিনি একেবারে সুস্থ ছিলেন।

রয়টার্সের তথ্য অনুযায়ী, মাশা আমিনির মৃত্যুর প্রতিবাদে ইরানের অন্তত ৫০টি শহরে বিক্ষোভ চলছে। এর আগে ২০১৯ সালে জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে ব্যাপক বিক্ষোভ হয়েছিল ইরানে। রয়টার্সের তথ্যমতে, তারপর এত বড় বিক্ষোভ দেশটিতে আর হয়নি।

রাশিয়াকে কঠোর সতর্কতা বাইডেনের

ওয়াশিংটন ডিসি: ইউক্রেনের তিনটি অঞ্চল-খেরসন, লুহানস্ক এবং দনেৎস্ক গণভোটের ঘোষণা দিয়েছে। যদি এই 'লজ্জার গণভোট' দিয়ে ইউক্রেনের এসব অঞ্চল দখলের চেষ্টা করে রাশিয়া তবে তাদেরকে 'দ্রুততার সঙ্গে এবং ভয়াবহ' পরিণতি ভোগ করতে হবে। দিতে হবে চরম মূল্য।

রাশিয়াকে সতর্ক করে এ ঘোষণা দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। ২৩ সেপ্টেম্বর শুক্রবার তিনি এক বিবৃতিতে বলেছেন, (ওই তিনটি অঞ্চলে) রাশিয়ার দেয়া গণভোট লজ্জার। এটা হলো আন্তর্জাতিক আইনকে লঙ্ঘন করে শক্তি প্রয়োগ করে ইউক্রেনের জায়গা দখলের একটি মিথ্যে প্রচেষ্টা। বাইডেন বলেন, মিত্র এবং আমাদের অংশীদারদের সঙ্গে দ্রুততার সঙ্গে আরও ভয়াবহ অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করবো আমরা।

এতে রাশিয়ার অর্থনীতিকে মারাত্মক মূল্য দিতে হবে। ইউক্রেনের বাইরে ইউক্রেনের কোনো অংশকে যুক্তরাষ্ট্র কখনোই স্বীকৃতি দেবে না।

ওদিকে হোয়াইট হাউজের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারিন জ্যাঁ-পিয়েরে সাংবাদিকদের বলেছেন, রাশিয়ার বিরুদ্ধে আরও অর্থনৈতিক শাস্তির পথে অগ্রসর হতে প্রস্তুত যুক্তরাষ্ট্র। মিত্রদের সঙ্গে তারা 'লকস্টেপ' শুরু করবে।

তবে হ্যাঁ, রাশিয়া যদি ইউক্রেনের ভূখণ্ড দখলের চেষ্টা করে তাহলেই এ ঘটনা ঘটবে।

ওদিকে ক্রেমলিনের মদতে ইউক্রেনের ওই তিনটি অঞ্চলে রাশিয়ার সঙ্গে যুক্ত হওয়া ইস্যুতে গণভোটের আয়োজন চলছে। এর নিন্দা জানিয়েছে কিয়েভ এবং পশ্চিমারা।

তারা এটাকে জালিয়াতির নির্বাচন বলে অভিহিত করেছে। বলেছে, আগে থেকেই এ নির্বাচনের ফল কি হবে তা সাজিয়ে রেখেছে মস্কো। লুহানস্ক, খেরসন, রাশিয়া দখলীকৃত জাপোরিজিয়ার অংশবিশেষ এবং দনেৎস্ক অঞ্চলকে মস্কো তার দখলে নেয়ার চেষ্টা করছে গণভোটের নাম করে।

রাশিয়া এই গণভোটের ব্যবস্থা করেছে এবং তা হওয়ার কথা রয়েছে মঙ্গলবার।

এর আগে ২০১৪ সালে ইউক্রেনের ক্রাইমিয়া অঞ্চল দখল করে রাশিয়া। সেখানেও ওই কথিত গণভোট আয়োজন করা হয়। কিন্তু ক্রাইমিয়াকে রাশিয়ার অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি পশ্চিমারা।

ইউক্রেন দেশটাই মুছে ফেলতে চায় রাশিয়া - জাতিসংঘে বাইডেন

নিউ ইয়র্ক: আগ্রাসনের মাধ্যমে বিশ্বে ইউক্রেনের কোনো অস্তিত্বই রাখতে চায় না রাশিয়া। গত বুধবার (২১ সেপ্টেম্বর) নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৭তম অধিবেশনে দেওয়া ভাষণে এই মন্তব্য করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।

বাইডেন বলেন, ইউক্রেনে নতুন করে সেনা মোতায়েন এবং পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের যে হুঁশিয়ারি রুশ প্রেসিডেন্ট দিয়েছেন তা স্পষ্টভাবে জাতিসংঘ সনদের লঙ্ঘন। এ সময় পুতিনকে নির্লজ্জ বলে অভিহিত করেন বাইডেন।

দ্বিতীয় দিনের ভাষণে বাইডেন বিশ্ব সম্প্রদায়কে ইউক্রেনের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বিশ্ব নেতাদের উচিত কিয়েভকে সব ধরনের সহায়তা করা। পাশাপাশি রাশিয়াকে চাপে রাখতে হবে।

গত বুধবার (২১ সেপ্টেম্বর) জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে রুশ প্রেসিডেন্ট, ৩ লাখ রিজার্ভ সেনা সমাবেশের ডাক দেন। একই সঙ্গে হুঁশিয়ারি দেন পরমাণু অস্ত্র ব্যবহারের। তাৎক্ষণিক এর তীব্র প্রতিবাদ জানান বিশ্ব নেতারা।

এক লাখ মৌসুমি কর্মী নিয়োগ করবে টার্গেট

নিউ ইয়র্ক: এক লাখ মৌসুমি কর্মী নিয়োগ পরিকল্পনার কথা জানিয়েছে টার্গেট। ছুটির মৌসুম ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে ওয়ালমার্টের পর কর্মী নিয়োগের ঘোষণা দিল ডিপার্টমেন্ট স্টোর চেইনটি। নভেম্বরের থ্যাংকসগিভিং থেকে শুরু করে ইংরেজি নববর্ষ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে ছুটির মৌসুম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। খবর সিএনবিসি।

টার্গেট জানিয়েছে, প্রথমে বিদ্যমান কর্মীদের ছুটির শিফট সেট করার সুযোগ দেয়া হবে। এরপর নতুন কর্মী নিয়োগ দেয়া হবে। এর আগে গত ছুটির মৌসুমের জন্যও সংস্থাটি একইসংখ্যক কর্মী নিয়োগ দিয়েছিল। তারও আগে ২০২০ সালের কেনাকাটার মৌসুমে ১ লাখ ৩০ হাজার কর্মী নিয়োগ দিয়েছিল প্রতিষ্ঠানটি। নতুন মৌসুমি কর্মীদের ঘণ্টাপ্রতি ১৫ থেকে ২৪ ডলারের মধ্যে বেতন দেয়া হবে।

গত সপ্তাহে ছুটির মৌসুমের জন্য ৪০ হাজার কর্মী নিয়োগের পরিকল্পনার কথা জানিয়েছিল ওয়ালমার্ট। যদিও চলতি বছর সংস্থাটির কর্মী নিয়োগের সংখ্যা গত বছরের তুলনায় অনেক কম। গত ছুটির মৌসুমের জন্য সংস্থাটি ১ লাখ ৫০ হাজার কর্মী নিয়োগ দিয়েছিল।

গুরুত্বপূর্ণ কেনাকাটার মৌসুমের প্রস্তুতি হিসেবে সতর্কভাবে কর্মী বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে সংস্থাটি। কারণ আসন্ন মৌসুমে মূল্যস্ফীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য করার পর বিক্রি কেবল ১-৩ শতাংশ বাড়ার পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে।

ইরানিদের জন্য 'ইন্টারনেট নিষেধাজ্ঞা' শিথিল করবে যুক্তরাষ্ট্র

ওয়াশিংটন ডিসি: মাহসা আমিনির মৃত্যুর ঘটনায় উত্তাল ইরান। ২২ বছর বয়সী ওই তরুণীর মৃত্যুতে দেশটির ৫০টি শহরে বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। বিক্ষোভ দমনে নানা পদক্ষেপ নিচ্ছে ইরান সরকার।

পাল্টা পদক্ষেপ হিসেবে বিক্ষোভকারীদের প্রতি সমর্থন জানিয়ে ইরানের ওপর থেকে 'ইন্টারনেট নিষেধাজ্ঞা' শিথিল করার কথা জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র সচিব অ্যান্থনি ব্লিঙ্কেন বলেন, 'ইরানি জনগণকে যেন বিচ্ছিন্ন ও অন্ধকারে রাখা না হয় তা নিশ্চিতে আমরা সাহায্য করতে যাচ্ছি।'

তবে সফটওয়্যার নিয়ন্ত্রিত এই ইন্টারনেট নিষেধাজ্ঞা শিথিলের ফলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তি সংস্থাগুলো ইরানে তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণ করতে পারবে বলে জানিয়েছে বিবিসি।

ইরান সরকার 'নিজের জনগণকে ভয় পায়' উল্লেখ করে ইন্টারনেট বিধিনিষেধের আংশিক শিথিলকরণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ব্লিঙ্কেন বলেন, 'ইরানিদের মৌলিক অধিকারের প্রতি সম্মান জানাতেই অর্থপূর্ণ সমর্থনে এই দৃঢ় পদক্ষেপ।'

এর আগে গত ১৩ সেপ্টেম্বর মাহসা আমিনি পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে ইরানের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল কুর্দিস্তান প্রদেশ থেকে রাজধানী তেহরানে আসেন। ওই সময় 'আপত্তিকর' পোশাক পরার অভিযোগে ইরানের নীতিপুলিশ তাকে আটক করে।

পরে পুলিশি হেফাজতে তার মৃত্যু হয়। তখন ইরানের কর্তৃপক্ষ দাবি করে, আটককেন্দ্রে অবস্থানের সময় তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। তার মৃত্যুর পর ১৬ সেপ্টেম্বর ইরানের নাগরিকরা রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ করেন।

'কোভিড মহামারি শেষ', বাইডেনের দাবির সঙ্গে একমত নন বিশেষজ্ঞরা

সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ঘোষণা করেন যে কোভিড-১৯ মহামারি শেষ। তবে তিনি বেশ আগেভাগেই এমন দাবি করেছেন বলে মনে করছেন মহামারি বিশেষজ্ঞরা। প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে এমন ঘোষণা মার্কিনিদের প্রতিদিনকার জীবনে পরিবর্তন আনবে কিনা তা নিয়েও বিতর্ক রয়েছে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে। অনেকেই বলছেন, এরফলে সাধারণ মানুষ অসাবধান হয়ে উঠতে পারে এবং জনস্বাস্থ্য হুমকিতে পড়তে পারে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বাইডেন যা বলেছেন তা আর দশজন মার্কিন নাগরিকের চিন্তার মতোই। তারা শুধু দেখছেন যে, আগের তুলনায় কোভিডে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা কমে এসেছে। ফলে তারা মাস্ক পরা কমিয়ে দিয়েছেন এবং সমাবেশে আগ্রহী হয়ে উঠছেন। যদিও এখনও প্রতিদিন গড়ে ৪০০ মানুষ কোভিডে মারা যাচ্ছে।

সাইপ্রাসে মানবপাচার: চক্রের সন্ধানে র‍্যাব, গ্রেপ্তার ৩

ইউরোপে মানবপাচার ও প্রতারণার অভিযোগে বাংলাদেশের কুমিল্লা থেকে তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়ন র‍্যাব। এই চক্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে সাইপ্রাসেও।

আটককৃতরা হলেন সোহেল মজুমদার বা মো. হাবিবুর রহমান, মো. জাকির হোসেন ও কাজী আবু নোমান। রোববার রাতে জেলার সদর দক্ষিণ উপজেলার জাঙ্গালিয়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয় বলে স্থানীয় গণমাধ্যমগুলো জানিয়েছে।

র‍্যাব-১১ এর অধিনায়ক মেজর মোহাম্মদ সাকিব হোসেন জানান, ১০ সেপ্টেম্বর একজন ভুক্তভোগীর ভাইয়ের অভিযোগের প্রেক্ষিতে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। অভিযোগ অনুযায়ী, দুলাল নামের এক ব্যক্তির পরিবারকে জাকির ও নোমান বোঝান যে, তাদের মাধ্যমে সাইপ্রাস গেলে প্রচুর টাকা উপার্জন করা যাবে। তারা জানান, সোহেল বা হাবিবুর রহমান নামের তাদের একজন সাইপ্রাসে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করছেন এবং তার মাধ্যমে সাইপ্রাসে তাকে নিয়ে যাওয়া হবে। এজন্য ভিসা প্রক্রিয়ার নামে প্রথমে দুই লাখ, ফ্লাইটের জন্য পরে সাড়ে পাঁচ লাখ টাকা দেয় দুলালের পরিবার। এর আট মাস পর তাকে দুবাই নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ছয় মাস আটকে থেকে এই চক্রকে আরো চার লাখ টাকা দিয়েও সাইপ্রাসে যেতে পারেননি তিনি। এমন অবস্থায় চক্রটি তাদের কাছে আরো তিন লাখ টাকা দাবি করার পর দুলালের পরিবার র‍্যাবের কাছে অভিযোগ দায়ের করে।

ইনফোমাইগ্রেন্টসকে মেজর মোহাম্মদ সাকিব হোসেন বলেন, ‘‘শুধু সাইপ্রাসে নিয়ে যাওয়া নয়, সাইপ্রাস থেকে ইউরোপে নিয়ে যাওয়ার জন্যও এই চক্র কাজ করছে। দেশের ভিতরেও আমরা আরো কিছু তথ্য পেয়েছি। যেমন সনদ তৈরি করে দেয়ার ব্যাপারে। কেউ হয়ত শিক্ষার্থী নন, কিন্তু তার একটি সনদ তৈরি করে দেয়া হচ্ছে। সেটি কোথায় পাওয়া যাচ্ছে? এসব নকল নথি যারা তৈরি করে বা যারা পর্যটন ভিসায় দুবাই নিয়ে ফেলে রাখে তাদের আরেকটা চক্র আছে যাদের

আমরা আইনের আওতায় নিয়ে আসিনি। কিন্তু এই তথ্যগুলো বিশ্লেষণ করে আমরা দ্রুতই তাদেরকেও আইনের আওতায় নিয়ে আসব।’’

বর্তমানে তিনজনের বিরুদ্ধেই মানবপাচার আইনে মামলা হয়েছে বলে জানান মেজর সাকিব হোসেন।

অভিযোগ সাইপ্রাসেও : সাইপ্রাস ভূখণ্ডটি দুইটি অংশে বিভক্ত। একটি তুরস্ক নিয়ন্ত্রিতটার্কিশ রিপাবলিক অব নর্থ সাইপ্রাস, যা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নয়। অন্যটি ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত গ্রিক ভাষাভাষী সাইপ্রাস রিপাবলিক।

ঢাকা থেকে দুবাই, সেখান থেকে তুরস্ক নিয়ন্ত্রিত টার্কিশ রিপাবলিক অব নর্দার্ন সাইপ্রাসে বাংলাদেশিদের পাচারের অভিযোগ দীর্ঘদিনের। পাচারকারীরা এরপর তাদের অনিয়মিত উপায়ে সাইপ্রাস রিপাবলিকে পাঠিয়ে থাকেন। গত জুনে ডয়চে ভেলের দুই সংবাদকর্মী সাইপ্রাসের এই দুই অংশে গিয়ে সরেজমিন একাধিক প্রতিবেদন করেন। সেখানে অনিয়মিতভাবে আসা অনেক বাংলাদেশির কাছেই পরিচিত সোহেল মজুমদার, পাসপোর্ট অনুযায়ী যার নাম হাবিবুর রহমান বলে জানিয়েছে র‍্যাব।

ইনফোমাইগ্রেন্টসের কাছে তার হাতে প্রতারিত হওয়ার অভিযোগ করেছেন বর্তমানে সাইপ্রাসের লিমাসলে বসবাস করা বাংলাদেশের ইকবাল জামশেদ। ২০১৬ সালে তিনি আসেন নর্দার্ন সাইপ্রাসে। ইকবাল জানান, সেসময় সোহেল মজুমদার সেখানেই থাকতেন এবং অনিয়মিত বাংলাদেশিদের নিয়মিত করার জন্য চুক্তিভিত্তিক বিয়ের ব্যবস্থা করে দিতেন। ২০২১ সালে ইকবালের কাছ থেকে এজন্য পাঁচ হাজার ইউরো বা প্রায় পাঁচ লাখ টাকা নেন। তিনি বলেন, ‘‘৫০-৬০ জনের কাছ থেকে কয়েক কোটি টাকা হাতিয়ে সোহেল এক পর্যায়ে বাংলাদেশে চলে যান। এই কাজে তার আরেক ভাই শরীফ তাকে সহায়তা করতেন যিনি সাইপ্রাস রিপাবলিকে বসবাস করতেন। তিনিও কারো টাকা ফেরত না দিয়ে পর্তুগালে পালিয়ে যান।’’

এদিকে সাইপ্রাসের আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কাছেও বাংলাদেশের মো. হাবিবুর রহমানের নামে অভিযোগ রয়েছে। ২০১৯ সালের ১১ ডিসেম্বরে দেশটির ইংরেজি গণমাধ্যম সাইপ্রাস মেইলে ছবিসহ প্রকাশিত একটি খবরে বলা হয়েছে ভুয়া কাগজপত্র তৈরি, অর্থপাচার, প্রতারণাসহ তার বিরুদ্ধে আট ধরনের অভিযোগ রয়েছে।

একারণে পুলিশ তার সন্ধান করছে। ইকবাল জানান, সেসময় গ্রেপ্তার এড়াতেই নর্দার্ন সাইপ্রাসে চলে আসেন তিনি। পরে সেখান থেকে অভিবাসীদের টাকা হাতিয়ে বাংলাদেশে চলে যান।

মেজর মোহাম্মদ সাকিব হোসেনও জানান তাকে গ্রেপ্তারের পর এখন পর্যন্ত ২০-২৫ জনের কাছ থেকে তারা অভিযোগ পেয়েছেন। - সূত্র জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে

আগামী মার্চের মধ্যে পি কে হালদারকে ফেরত পাঠাবে ভারত

কলকাতা: আগামী বছর মার্চের মধ্যেই বাংলাদেশে ফেরানো হবে অর্থ পাচারকারী এন আর বি গ্লোবাল ব্যাংকের সাবেক পরিচালক প্রশান্ত কুমার (পিকে) হালদার ও তার পাঁচ সহযোগীকে।

বৃহস্পতিবার (২২ সেপ্টেম্বর)ভারতের এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) গোপন সূত্র সমকালকে এই তথ্য নিশ্চিত করেছে।

এদিন নবমবারের মতো কলকাতার নগর দায়রা আদালতের (ব্যাঙ্কশাল) সিবিআই স্পেশাল কোর্টে অভিযুক্তদের তোলা হয়। পরে পিকে হালদারসহ ছয়জনকে আরও ৫৬ দিন কারাগার রাখার নির্দেশ দিয়েছেন আদালতের বিচারক। আর এই সময় প্রয়োজন হলে ইডি তদন্তকারীরা চাইলে তাদের *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

জাতিসংঘের একটি গ্রুপ কীভাবে এত বড় ভুল করতে পারে? প্রশ্ন সজীব ওয়াজেদ জয় এর

নিউ ইয়র্ক: জাতিসংঘের দেয়া বাংলাদেশের গুম হওয়া ৭৬ জনের তালিকাকে প্রশ্নবিদ্ধ বলে দাবি করেছেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ-প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়। তিনি বলেন, জাতিসংঘের একটি গ্রুপ কীভাবে এত বড় ভুল করতে পারে? উত্তরটি সহজ, তারা শুধুমাত্র স্থানীয় বাংলাদেশ-ভিত্তিক এনজিওদের দ্বারা সরবরাহকৃত গুমের ঘটনাবলীকে তথ্য যাচাই না করেই প্রকাশ করেছে।

গত ২২ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার রাতে নিজের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে দেয়া এক পোস্টে প্রধানমন্ত্রীপুত্র জয় লিখেছেন-

বাংলাদেশেওজোর করে গুমের শিকার ৭৬ ব্যক্তির তালিকা প্রকাশ করেছে জাতিসংঘ। কিন্তু এই তালিকা প্রশ্নবিদ্ধ করছে আন্তর্জাতিক সংস্থাটির গ্রহণযোগ্যতাকে। তালিকায় থাকা ৭৬ জনের মধ্যে অনেকে বাংলাদেশে বসবাস করছে যার প্রমাণ মিলেছে। সেখানে দু'জন ভারতীয় নাগরিকের নাম আছে। আবার অনেক তালিকাভুক্ত পলাতক আসামির নাম রয়েছে এখানে। যার কারণে যেই এনজিওগুলোর ওপর নির্ভর করে জাতিসংঘের প্রতিবেদন তৈরি হয়েছে, সেই এনজিওসহ প্রশ্ন উঠছে খোদ জাতিসংঘের তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি নিয়ে।

তালিকায় ২ জন ভারতের মনিপুর রাজ্যের বিচ্ছিন্নতাবাদী, নিষিদ্ধ সংগঠন ইউনাইটেড ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট-ইউএনএলফ এর শীর্ষ নেতা। একজন সংগঠনটির চেয়ারম্যান, অপরজন মেজর পদমর্যাদার। তারা হলেন- সানায়াইমা রাজকুমার ওরফে মেঘান ও কেইথে ল্লাকপাম নবচন্দ্র ওরফে শিলহেইবা।

প্রশ্ন হলো- জাতিসংঘের একটি গ্রুপ কীভাবে এত বড় ভুল করতে পারে? উত্তরটি সহজ- তারা শুধুমাত্র স্থানীয় বাংলাদেশ-ভিত্তিক এনজিওদের দ্বারা সরবরাহকৃত গুমের ঘটনাবলীকে তথ্য যাচাই না করেই প্রকাশ করেছে।

ভারতের নতুন হাইকমিশনার প্রণয় কুমার ভার্মা ঢাকায়

ঢাকা: বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের নতুন হাইকমিশনার প্রণয় কুমার ভার্মা ঢাকায় এসে পৌঁছেছেন।

গত বুধবার (২১ সেপ্টেম্বর) রাতে তিনি ঢাকায় এসে পৌঁছেছেন বলে একটি কূটনৈতিক সূত্র নিশ্চিত করেছে। প্রেসিডেন্ট মো. আবদুল হামিদের কাছে পরিচয়পত্র পেশ করে প্রণয় কুমার ভার্মা আনুষ্ঠানিক ভাবে রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

এর আগে ভিয়েতনামে রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালন করেন প্রণয় কুমার ভার্মা। ২০১৯ সালের ২৫শে জুলাই ভিয়েতনামে রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হওয়ার আগে তি?নি ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পূর্ব এশিয়া বিভাগে নিয়োজিত ছিলেন।

তার আগে এ কূটনীতিক ভারতের পরমাণু কূটনীতিক হিসেবে অ্যাটমিক এনার্জিতে কাজ করেন। প্রণয় কুমার ভার্মা ১৯৯৪ সালে ইন্ডিয়ান ফরেন সার্ভিসে যোগ দেন। তিনি হংকং, সানফ্রানসিসকো, বেইজিং, কাঠমান্ডু ও ওয়াশিংটনে দায়িত্ব পালন করেছেন।

এর আগে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছিল, বাংলাদেশে নিযুক্ত হাইকমিশনার বিক্রম কুমার দোরাইস্বামী যুক্তরাজ্যে ভারতীয় হাইকমিশনার হিসেবে নিযুক্ত হবেন।

মালয়েশিয়ায় শিশু পর্নোগ্রাফি তৈরির অভিযোগে বাংলাদেশি শিক্ষার্থী গ্রেপ্তার

কুয়ালালামপুর: শিশু পর্নোগ্রাফি তৈরি অভিযোগে মালয়েশিয়ায় অধ্যয়নরত এক বাংলাদেশি শিক্ষার্থীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তারের ৪ দিন পর গতকাল বৃহস্পতিবার তাকে দেশটির ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হয়।

মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআইয়ের সঙ্গে এক যৌথ তদন্তের পর গত সোমবার (১৯ সেপ্টেম্বর) দেশটির নেগেরি সেম্বিলান রাজ্যের সেরেম্বান থেকে ২৪ বছর বয়সী ওই শিক্ষার্থীকে গ্রেপ্তার করে দেশটির পুলিশ।

মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাশাস্ত্রে পড়াশোনা করছিলেন ওই শিক্ষার্থী।

আদালতে ওই শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে ভিডিও ও ফটোর মাধ্যমে শিশু পর্নোগ্রাফি তৈরির অভিযোগ এবং ৮টি মোবাইল ফোন, ইউএসবি ড্রাইভ ও হার্ড ড্রাইভে শিশু পর্নোগ্রাফির ৭৪০টি ছবি রাখাসহ মোট ১২টি অভিযোগ আনা হয়।

বিচারকের সামনে অভিযোগগুলো পড়ে শোনানোর পর অভিযোগ অস্বীকারের পাশাপাশি নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করেন ওই শিক্ষার্থী।

অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, ২০২১ সালের ২৬ অক্টোবর থেকে চলতি বছরের ১৯ সেপ্টেম্বরের মধ্যে নেগেরি সেম্বিলান রাজ্যের সেরেম্বানের বুকিত রাসাহ এলাকার একটি বাড়িতে শিশু পর্নোগ্রাফি তৈরির অপরাধ সংঘটিত হয়। সেই শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলো গুরুতর উল্লেখ করে জামিন না দেওয়ার আবেদন জানান সরকারি আইনজীবী জাহিদা জাকারিয়া।

তিনি বলেন, যদি জামিন *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে বিপুল মার্কিন বিনিয়োগ চাইলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

নিউইয়র্ক: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২২ সেপ্টেম্বর মার্কিন বিনিয়োগকারীদের বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানি, জাহাজ নির্মাণ, অটোমোবাইল এবং ফার্মাসিউটিক্যালসসহ বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, বাংলাদেশ তাদের জন্য একটি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রদানের প্রস্তাব দিতে পেরে সন্তুষ্ট। তিনি বলেন, 'আমি মার্কিন বিনিয়োগকারীদের বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য শক্তি, জাহাজ নির্মাণ, অটোমোবাইল, ওষুধ, ভারী যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক সার, আইসিটি, সামুদ্রিক সম্পদ, জাহাজ নির্মাণ, চিকিৎসা সরঞ্জাম এবং কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন তৈরিতে বিনিয়োগের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে চাই।'

এখানে তাঁর অবস্থানস্থলের হোটেলে ইউএস-বাংলাদেশ বিজনেস কাউন্সিল আয়োজিত উচ্চ-স্তরের পলিসি গোলটেবিলে ভাষণদান কালে তিনি বলেন, বাংলাদেশের উদার বিনিয়োগ নীতি রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে বিদেশী বিনিয়োগ সুরক্ষা, কর অবকাশ, রয়্যালটির রেমিটেন্স, অনিয়ন্ত্রিত প্রস্থান নীতি এবং পুরোপুরি প্রস্থানের সময় লভ্যাংশ ও মূলধন নিয়ে যাওয়ার সুবিধা।

বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ১শ'টি 'বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল' (এসইজেড) এবং বেশ কয়েকটি হাই-টেক পার্ক স্থাপন করা হয়েছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশে ৬ লাখেরও বেশি ফ্রি-ল্যান্সিং আইটি পেশাদার রয়েছে, ফলে, বাংলাদেশ আইটি বিনিয়োগের জন্য সঠিক গন্তব্য।

তিনি বলেন, 'তাছাড়া, প্রতিযোগিতামূলক মজুরিতে দক্ষ মানবসম্পদ বাংলাদেশে একটি অতিরিক্ত সুবিধা। এমনকি যদি প্রয়োজন হয়, আমরা মার্কিন বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি ডেডিকেটেড 'বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের' প্রস্তাব করতে পরলে খুশী হব।'

তিনি আস্থা প্রকাশ করে বলেন, ইউএস-বাংলাদেশ বিজনেস কাউন্সিল এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আঞ্চলিক সংযোগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় অগ্রগামী এবং বাংলাদেশের কৌশলগত

অবস্থান এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক কেন্দ্র হওয়ার অভূতপূর্ব সম্ভাবনা প্রদান করেছে।'ভারত, চীন এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে বাংলাদেশ ৪ বিলিয়ন মানুষের সম্মিলিত বাজারের মাঝখানে রয়েছে,' তিনি বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ী নেতাদের সমাবেশে বলেন।

প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবন হচ্ছে দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চাবিকাঠি উল্লেখ করে তিনি বলেন, এভাবে, বাংলাদেশ দ্বিতীয় বৃহত্তম তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক, তৃতীয় বৃহত্তম সবজি উৎপাদনকারী দেশে পরিণত হয়েছে, ৪র্থ বৃহত্তম ধান উৎপাদনকারী এবং বিশ্বের ৫ম বৃহত্তম অভ্যন্তরীণ মৎস্য উৎপাদনকারী হয়েছে।

'বাংলাদেশ ধারাবাহিকভাবে তার প্রতিবেশী দেশ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বৈশ্বিক সমমনা দেশগুলোর সঙ্গে অর্থনৈতিক কূটনীতি চালিয়ে যাবে। আমরা ক্রমাগত আমাদের ভৌত, আইনি এবং আর্থিক অবকাঠামো উন্নত করছি এবং দেশে যোগাযোগ উন্নত করছি,' তিনি বলেন।

তিনি বলেন, পদ্মা বহুমুখী সেতুর সমাপ্তি অভ্যন্তরীণ এবং আঞ্চলিক সংযোগ উভয়ই উন্নত করেছে, যেখানে ঢাকা মেট্রো-রেল প্রকল্পটি ২০২২ সালের ডিসেম্বরে চালু হবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা দ্রুত অভ্যন্তরীণ গতিশীলতা যোগ করবে।

বাংলাদেশ ২০২৬ সালের মধ্যে এলডিসি মর্যাদা থেকে স্নাতক হতে চলেছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমাদের বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা এবং রপ্তানি বাস্কেট বাড়ানোর জন্য তাদের পর্যাপ্ত সহায়তা প্রয়োজন।

'আমি নিশ্চিত যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই চ্যালেঞ্জিং প্রচেষ্টায় আমাদের সবচেয়ে শক্তিশালী অংশীদার হতে পারে,' তিনি বলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ সরকার দেশে শ্রমিক অধিকার নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে। আইএলও রোডম্যাপ উদ্যোগ মোকাবেলা করার জন্য কর্মের একটি সুস্পষ্ট পরিকল্পনা এবং সময়রেখা প্রদান করে এবং শ্রম খাতে প্রতিকারের পরামর্শ দেয়।

তাঁর সরকার এই সেক্টরে ক্রমাগত উন্নতির জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে পর্যাপ্তভাবে নিযুক্ত রয়েছে। মার্কিন সরকার শ্রম ইস্যুতে ৩+৫+১ প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে প্রতিনিধিত্ব করছে, তিনি বলেন।

তদুপরি, তিনি বলেন যে ২য় উচ্চ স্তরের অর্থনৈতিক পরামর্শের ফলোআপ সিদ্ধান্ত হিসাবে একটি 'সরকার থেকে সরকা'' ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন এই দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

প্রধানমন্ত্রী ইউএস-বাংলাদেশ বিজনেস কাউন্সিলের প্রতিটি সাফল্য কামনা করেন এবং আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেন যে এটি দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সহযোগিতাকে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করবে, বলেন, 'আসুন আমরা আবারও একটি টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির *বাকি অংশ ৫৩ পৃষ্ঠায়*

রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৫ প্রস্তাব

নিউ ইয়র্ক : মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের স্বদেশে নিরাপদ প্রত্যাবাসন নিশ্চিতে এই জনগোষ্ঠীকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা দেওয়াসহ পাঁচটি পদক্ষেপ নিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

জাতিসংঘে সাধারণ পরিষদে যোগ দিতে নিউ ইয়র্ক সফররত প্রধানমন্ত্রী বৃহস্পতিবার লোটে প্যালেস হোটেলে রোহিঙ্গা সঙ্কট নিয়ে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে এই পাঁচটি প্রস্তাব তুলে ধরেন। প্রস্তাবে রয়েছে

১. রোহিঙ্গাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা প্রদান;

২. আন্তর্জাতিক আইনের প্রয়োগ এবং মিয়ানমারে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে লড়াই জোরদার করতে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে (আইসিজে) গাম্বিয়াকে সমর্থন করাসহ আন্তর্জাতিক *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

মিয়ানমারের রাখাইনের বাসিন্দা ১২ লাখ রোহিঙ্গা এখন রয়েছে বাংলাদেশে

মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিতে সম্মত ঢাকা-নমপেন

নিউ ইয়র্ক: বাণিজ্যিক সহযোগিতার ক্ষেত্র সম্প্রসারণে বাংলাদেশ ও কম্বোডিয়া মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) স্বাক্ষরে সম্মত হয়েছে। উভয় দেশের প্রধানমন্ত্রী এ ব্যাপারে সম্মত হওয়ায় এটি স্বাক্ষর হতে যাচ্ছে। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের (ইউএনজিএ) ৭৭তম অধিবেশনের ফাঁকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও কম্বোডিয়ার প্রধানমন্ত্রী হুন সেন গত বৃহস্পতিবার (২২ সেপ্টেম্বর) রাতে এক দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে এ চুক্তি করতে সম্মত হন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন ব্রিফিংকালে সাংবাদিকদের এ বিষয়ে অভিহিত করেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এফটিএর চুক্তির ব্যাপারে আগ্রহ ব্যক্ত করলে কম্বোডিয়ার প্রধানমন্ত্রী হুন সেন এই প্রস্তাবে সম্মত হন।

এই বৈঠকে বাংলাদেশ ও কম্বোডিয়ার মধ্যে দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতার *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

বৈশ্বিক সংকটের ফলে সৃষ্ট চ্যালেঞ্জ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্বেগ

নিউ ইয়র্ক: কোভিড-১৯ মহামারি এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে উন্নয়নশীল দেশগুলোর খাদ্য ও জ্বালানি সংকটের পাশাপাশি আর্থিক ও বাণিজ্যিক চ্যালেঞ্জ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের (ডব্লিউইএফ) নির্বাহী চেয়ারম্যান অধ্যাপক ক্লাউস শোয়াব সৌজন্য সাক্ষাৎ করলে প্রধারমন্ত্রী এ উদ্বেগ প্রকাশ করেন। নিউ ইয়র্কে হোটেল লোটে প্যালেসে গত ২১ সেপ্টেম্বর বুধবার সন্ধ্যায় সাক্ষাৎ করেন তারা।

বার্তা সংস্থা বাসসের প্রতিবেদনে জানানো হয়, বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার পাশাপাশি তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা এবং বাণিজ্য সম্প্রসারণে বাংলাদেশ ও ডব্লিউইএফের মধ্যে সহযোগিতা ভবিষ্যতে বাড়বে বলে আশা প্রকাশ করেন শেখ হাসিনা।

ওই সময় আগামী জানুয়ারিতে দাভোসে অনুষ্ঠেয় ডব্লিউইএফ সম্মেলনে যোগ দিতে প্রধানমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানান অধ্যাপক শোয়াব।

এ ছাড়াও জাতিসংঘ *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

এন্টি মাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স প্রতিরোধের ওপর গুরুত্বারোপ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার

নিউ ইয়র্ক: বড় ধরনের সংকটে পরিণত হওয়ার আগেই এন্টি মাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স (এএমআর) ঠেকাতে টেকসই রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও পদক্ষেপ গ্রহণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

তিনি বলেন, এএমআর এমন একটি সমস্যা যা সংকটে রূপ নিতে পারে। এর কারণে বিশ্বব্যাপী লাখ লাখ প্রাণহানি হতে পারে। এটি প্রতিরোধে আমাদের টেকসই রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এএমআর সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টির বিকল্প নেই বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী।

বৃহস্পতিবার (২২ সেপ্টেম্বর) নিউ ইয়র্কে লেক্সিংটন হোটেলে অ্যান্টি-মাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স (এএমআর) বিষয়ে প্রাতঃরাশ বৈঠকের শুরুতে প্রধানমন্ত্রী এ কথা বলেন। শেখ হাসিনা বলেন, বিশ্ব নেতৃবৃন্দের এই গ্রুপ থেকে বিষয়টিকে তুলে ধরার জন্যে কাজ চলছে, কিন্তু এটি স্পষ্ট যে এই ব্যাপারে আরও কিছু করা প্রয়োজন।

তিনি বলেন, কৌশলগত অগ্রাধিকারগুলো যথ াযথভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যে সেগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে।আমাদের একটি *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

‘অনেকেই শেখ হাসিনার চেয়ে বেশি আওয়ামী লীগার হয়ে গেছি’ -মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা মহাপরিচালক

ঢাকা: ‘আমরা অনেকেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চেয়ে বেশি আওয়ামী লীগার হয়ে গেছি। ভাই, আপনার এতো আওয়ামী লীগার হওয়া দরকার কী? আপনি আপনার কাজ সুষ্ঠুমতো করেন।’

গত ২১ সেপ্টেম্বর বুধবার মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) মহাপরিচালক অধ্যাপক নেহাল আহমেদ এ কথা বলেছেন। জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন কৌশল পরিকল্পনা কার্যক্রম বাস্তবায়নে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অংশীজনের সঙ্গে দিনব্যাপী কর্মশালায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। রাজধানীর ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ অডিটোরিয়ামে এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব মো. আবু বকর ছিদ্দীক।

মাউশি মহাপরিচালক নেহাল আহমেদ বলেন, ‘দুর্নীতির একটা ভয়ংকর চক্র সারাদেশে। সবচেয়ে ভয়ংকর কথা হলো আমরা যারা শুদ্ধাচারের কথা বলি তারাই ভয়ংকর অসৎ। ঘুষ যাতে না খায় সে জন্য নির্দেশ দিয়েছি। আমরা গৎবাঁধা কথা বলে গেছি। একটু চেঞ্জ হলে এগোতে বেশিদিন লাগবে না। আমরা অনেকেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চেয়ে বেশি আওয়ামী লীগার হয়ে গেছি।’

তিনি বলেন, ‘আমরা মুখে বলি, কিন্তু নিজে বিশ্বাস করি না। আমি বোর্ডের চেয়ারম্যান থাকাকালে অনেক চেষ্টা করেছি, ২৭টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গেছি। জায়গা নেই, জমি নেই, ২৭টি প্রতিষ্ঠান আমি বন্ধ করে এসেছি। আরও আছে। বন্ধের প্রক্রিয়া চলছে।’

মহাপরিচালক বলেন, ‘আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ব আর ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করব না তা তো হতে পারে না। আমরা সবাই চাই বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়তে। আমরা শিক্ষিত হয়েছি কিন্তু সোনার মানুষ হইনি।’

প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব মো. আবু বকর ছিদ্দীক বলেন, ‘আমরা একটা কঠিন সময়ের মধ্যে আছি। তিনজন শিক্ষক জেলে, একজন পলাতক। আমরা কাকে বিশ্বাস করব? দুর্ভাগ্য, এসব শিক্ষকদের গ্রেপ্তার না করে পারিনি।’ দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডের অধীনে চলমান এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় কেন্দ্র সচিবসহ তিন শিক্ষককে গ্রেপ্তার করা প্রসঙ্গে এ কথা বলেন সচিব। তিনি বলেন, ‘ছাত্ররা কী শিখবে? শিক্ষকদের তো আমরা শাসন করতে পারি না। আমাদের একটা জাগরণ দরকার, রেনেসাঁ দরকার।’

আবু বকর ছিদ্দীক বলেন, ‘সুশাসনের জন্য কথা বলছি। ফকির লালন বহুদিন আগে বলে গেছেনড় সত্য কাজে কেউ নয় রাজি। এটাই আমাদের সমস্যা। শুদ্ধাচার হলোড় গুড গভর্নেন্সের একটি টুল। আমরা যদি সুশাসন নিশ্চিত করতে চাই, তাহলে নিজেদের আচরণ শুদ্ধ হতে হবে। নিজেদের বিশুদ্ধ হতে হবে। এর বাইরে শুদ্ধাচারের কিছু নেই।’

শিক্ষক ও অংশীজনের উদ্দেশে সচিব বলেন, ‘যদি বিশুদ্ধ শিক্ষা না দিতে পারি, নিজেদের মনকে বিশুদ্ধ না করতে পারি, তাহলে মানসম্মত শিক্ষা দেওয়া যাবে না। আমাদের ভালো কারিকুলাম নেই, যা আছে তা কারিকুলামের মধ্যে পড়ে না। আমাদের দরকার ভালো এসেসমেন্ট সিস্টেম।’

সচিব বলেন, ‘কয়জন টিচারের কোয়ালিটি আছে? সেসিপে আছে গবেষণা কর্মকর্তা, উনাদের কি গবেষণা কোয়ালিটি আছে? রিসার্চ ম্যাথরোলজি কী জিনিস জানেন? তাহলে উনি কী গবেষণা করবেন? আমাদের ৪১ হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, এছাড়া অন্যান্য কলেজ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে। তাদের কোয়ালিটি সঠিক আছে কিনা? আমরা এখন কোয়ালিটি ফ্রেমওয়ার্ক করছি। কিন্তু বাঁশি যে বাজাবে, তাকে বাঁশি বাজানো শেখাচ্ছি না। তাকে বাঁশি লম্বা কতটুকু, বাঁশির ছিদ্র কয়টা, বাঁশি দেখতে কেমন এসব শেখাচ্ছি। বাঁশি বাজানো প্র্যাকটিস ছাড়া কেউ শিখতে পারে না। এটা কিন্তু করাচ্ছি না।’

অনুষ্ঠানে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মো. বেলায়েত হোসেন তালুকদার, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক নেহাল আহমেদসহ সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও অংশীজনরা উপস্থিত ছিলেন।

আমি একা হয়ে গেছি, আক্ষেপ নারায়ণগঞ্জের মেয়র আইভীর

নারায়ণগঞ্জ: নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের (নাসিক) মেয়র সেলিনা হায়াৎ আইভী একা হয়ে গেছেন বলে আক্ষেপ করে জানিয়েছেন, ‘আমি একা হয়ে গেছি। আমার কাউন্সিলররাও আপস করে চলে। নয়তো মামলার আসামি হয়ে যাবে।’

২০১৮ সালে নারায়ণগঞ্জে হকার ইস্যুতে ঘটে যাওয়া সংঘর্ষের ঘটনায় প্রশাসনের পক্ষ থেকে দায়ের করা মামলার বিষয় নিয়ে এমন আক্ষেপ করেন মেয়র আইভী। তিনি আরও বলেন, প্রশাসনের মামলায় রিপোর্ট দিয়েছে। সেখানে বলা হয়- এমন কোনো ঘটনা ঘটেনি। দিনদুপুরে প্রকাশ্যে মেয়রের ওপর পিস্তল উঁচিয়ে আক্রমণ। তারপরও বলে কিছু হয়নি। আপনারা সবাই চুপ। কারও সত্য বলার জোঁ নেই।

মঙ্গলবার (২০ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১টায় নগরীর বঙ্গবন্ধু সড়কের আলী আহাম্মদ চুনকা নগর পাঠাগার মিলনায়তনে নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের বাজেট ঘোষণা অনুষ্ঠানে মেয়র এসব কথা বলেন।

এদিন নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশন (নাসিক) ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৫৮৮ কোটি ৬৯ লাখ ১০ হাজার ৬৩৮ টাকার বাজেট ঘোষণা করেন মেয়র ডা. সেলিনা হায়াৎ আইভী; যা গত অর্থবছরের চেয়ে প্রায় ১০০ কোটি টাকা কম।

এদিকে নগরীজুড়ে চলমান লোডশেডিংয়ের মধ্যেই অনুষ্ঠিত বাজেট ঘোষণার মূল অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগে মেয়র বক্তব্য দেওয়া শুরু করলে বিদ্যুৎ চলে যায়। এ ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করে মেয়র আইভি বলেন, আমার কোনো অনুষ্ঠান থাকলেই বিদ্যুৎ চলে যায়। এটা বারবার কেন আমার অনুষ্ঠানেই হয় আমি জানি না।

বাজেট অনুষ্ঠানে মেয়র আইভী জানান, করোনা মহামারির কারণে গত অর্থবছরের চেয়ে চলতি অর্থবছরে একশ কোটি টাকা বাজেট কম ধরা হয়েছে।

তিনি বলেন, প্রস্তাবিত বাজেটের মোট ৫৫৯ কোটি ৪৫ লাখ ২৬ হাজার ৪৭৯ টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে। উদ্বৃত্ত *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

‘আ. লীগের রাজনীতি হাইজ্যাক করে কিছু গোষ্ঠী দেশ চালাচ্ছে’-আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী

বেগমগঞ্জ : বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন,ওআওয়ামী লীগে কোনো রাজনীতি নেই। তাদের রাজনীতি হাইজ্যাক হয়ে গেছে। তাদের রাজনীতি হাইজ্যাক করছে কিছু গোষ্ঠী, যারা এখন এই দেশকে চালাচ্ছে। আওয়ামী লীগ সরকার দেশ চালাচ্ছে না।

গত ২৩ সেপ্টেম্বর শুক্রবার বিকেলে নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে এক বিক্ষোভ সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

এ সময় আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন,ওএই সরকারের বিরুদ্ধে শিগগিরই আন্দোলনের রূপরেখা ঘোষণা করা হবে। সেই রূপরেখা অনুযায়ী আগামী নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগ সরকারকে আন্দোলনের মাধ্যমে পতন ঘটানো হবে।

কুমিল্লায় বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান বরকতউল্ল্যা বুলু ও তার স্ত্রী শামীমা বরকত লাকির ওপর সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদে বেগমগঞ্জ উপজেলা যুবদল এ বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করে।

আমির খসরু বলেন,ওআগামী নির্বাচনে জনগণের কাছে জবাবদিহিমূলক সরকার গঠন করা হবে। আন্দোলনে বিন্দুমাত্র ছাড় দেওয়া হবে না। জনগণ রাস্তায় নেমে এসেছে। তারা তাদের ভোটের অধিকার আদায় করা ছাড়া বাড়ি ফিরে যাবে না। রাজপথে আন্দোলন করেই এ সরকারের বিদায়ঘণ্টা বাজানো হবে।

ওএ সরকারের জনপ্রিয়তা কমে এসেছে উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, ওআগামী নির্বাচন নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হবে। একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করতে সরকারকে বাধ্য করা হবে।

এ সময় তিনি বরকতউল্ল্যার ওপর হামলাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

উপজেলা বিএনপির সভাপতি কামাখ্যা চন্দ্র দাসের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুর রহমান আবেদের সঞ্চালনায় সভায় আরও বক্তব্য রাখেন জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মো. শাহজাহান, বিএনপির উপদেষ্টা আবুল খায়ের ভূঁইয়া, উপদেষ্টা জয়নুল আবেদিন ফারুক, বিএনপির চট্টগ্রাম বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মাহবুবুর রহমান শামীম প্রমুখ।

আওয়ামী লীগ দেশের অস্তিত্ব নিয়ে বাজি খেলছে - জোনায়েদ সাকি

ঢাকা: গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি বলেছেন, রাষ্ট্রযন্ত্রের অপব্যবহারের মাধ্যমে আওয়ামী লীগে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য ক্রমাগত বাংলাদেশকে নিয়ে বাজি খেলছে। দেশের অস্তিত্ব নিয়ে বাজি খেলছে। আর এতে হুমকির মুখে পড়ছে আমাদের সার্বভৌমত্ব। এ থেকে রক্ষা পেতে হলে দেশের প্রতিটি রাজনৈতিক দল ও শ্রেণি-পেশার মানুষকে এর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

শুক্রবার (২৩ সেপ্টেম্বর) বিকেলে রাজধানীর শাহবাগে রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন আয়োজিত এক বিক্ষোভ সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন। সম্প্রতি কথিত ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের অভিযোগে গ্রেপ্তার প্রীতম দাশের মুক্তি ও ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাতিলের দাবিতে এ সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

জোনায়েদ সাকি বলেন, আমরা সংকটের মধ্যে আছি। আমাদের চরম দুর্ভোগের মধ্যে থাকতে হচ্ছে। সংকট যেমন নানা রকম বিপদ সামনে নিয়ে আসে, ঠিক তেমনি বিপদ থেকে মুক্ত হওয়ার সম্ভাবনাও আমাদের দেখিয়ে দেয়। আজ বাংলাদেশ এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। সামনে আমরা হয়তো আরও ভয়াবহ বিপদ কিংবা খাদের মধ্যে পড়ব, না হয় সাম্য-মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে যে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, সেই বাংলাদেশ বিনির্মাণের পথে হাঁটব।

প্রীতম দাশকে গ্রেপ্তারের সমালোচনা করে সাকি বলেন, বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট কোথায় এসে পৌঁছেছে, প্রীতম দাশের বর্তমান অবস্থা তা আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। যথাযথ প্রমাণ ও তথ্য-উপাত্ত ছাড়া প্রীতমকে গ্রেপ্তারের মাধ্যমে সরকারের অসাম্প্রদায়িক চেতনা লালনের দাবি প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ে আওয়ামী লীগের বিভিন্ন নেতার বক্তব্যের সমালোচনা করে সাকি বলেন, আন্দোলনকারীরা কখনো ষড়যন্ত্র করে না। আপনাদের ক্ষমতা থেকে নামাতে দেশের মানুষকে কোনো ষড়যন্ত্র করতে হবে না। জনগণের অভ্যুত্থানের মাধ্যমেই আপনাদের পতন হবে।

রওশন এরশাদ তার ছেলের কাছে জিম্মি - চুন্নু

ঢাকা: জাতীয় পার্টির মহাসচিব মো. মুজিবুল হক চুন্নু বলেছেন, রওশন এরশাদ পার্টির বিরুদ্ধে স্বেচ্ছায় কিছু করছেন বলে বিশ্বাস করি না। তবে, ম্যাডাম (রওশন এরশাদ) তার ছেলে ও আরও দুই-এক জনের কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছেন।

বৃহস্পতিবার (২২ সেপ্টেম্বর) বনানী জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে উপস্থিত সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন।

চুন্নু বলেন, গতকাল বেগম রওশন এরশাদের যে চিঠি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে, সে চিঠি আমরা আমলেই নিচ্ছি না।

জাতীয় পার্টির গঠনতন্ত্র ও ২০ ধারা নিয়ে মসিউর রহমান রাঙার কথা বলা স্ববিরোধী উল্লেখ করে চুন্নু আরও বলেন, হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ এই ধারা ব্যবহার করে সাবেক মহাসচিব এবিএম রুহুল আমিন হাওলাদারকে সরিয়ে মসিউর রহমান রাঙাকে মহাসচিব করেছিলেন। তখন তিনি গঠনতন্ত্রের ওই ধারার সুবিধাভোগী হন। তখন তিনি গঠনতন্ত্রের এই ধারার বিরোধীতা করেননি।

জাপা মহাসচিব বলেন, ২০১৮ সালের কাউন্সিলের আগে মসিউর রহমান রাঙা মহাসচিব ছিলেন। কাউন্সিলে যে গঠনতন্ত্র অনুমোদন হয়েছিল সেই প্রক্রিয়ায় কাউন্সিল পরবর্তী প্রায় দুই বছর তিনি মহাসচিবের দায়িত্ব পালন করেছেন। মহাসচিব থাকা অবস্থায় তো কখনও এই গঠনতন্ত্রের কোনো ধারার বিরোধীতা বা আপত্তি করেননি। জাতীয় পার্টির গঠনতন্ত্র নির্বাচন কমিশন এবং ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে জানিয়ে সাবেক এই মন্ত্রী বলেন, প্রয়োজন হলে যে কেউ দেখে নিতে পারেন।

Fly to Dhaka

এস্টোরিয়া ডিজিটাল ট্রাভেলস

শীতকালীন অফারে
সবচেয়ে কম দামে, এয়ারলাইন্সের টিকেট বুকিং চলছে

Office:
25-78 31st Street New York, NY 11102
* আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায় *
www.digitaltraveltour.com

CALL FOR BOOKING
718-721-2012
917 459 7181

বাংলাদেশের জন্য বিকল্প মুদ্রা কতটা সম্ভব?

ঢাকা: আন্তর্জাতিক লেনদেনে ডলারের ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে বিকল্প মুদ্রা নিয়ে ভাবছে বাংলাদেশ। ইউরো বিকল্প হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে। এখন চীনা মুদ্রা ইউয়ান, রাশিয়ান রুবল এবং ভারতীয় রুপি নিয়ে চিন্তা করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক এরইমধ্যে চীনা মুদ্রায় এলসি খোলার অনুমতি দিয়েছে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো বাংলাদেশ ব্যাংকে চীনা মুদ্রার ক্লিয়ারিং অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবে। তারা বিদেশে প্রতিনিধিত্বকারী শাখায়ও একাউন্ট খুলতে পারবে।

কিন্তু প্রশ্ন হলো এটা কতটা সম্ভব হবে এবং কতটা কাজে আসবে? বিশ্লেষকেরা বলছেন, বিকল্প মুদ্রা ব্যবহারে তেমন বাধা নেই। তবে এটা কতটা কাজে আসবে সেটা নিয়ে সন্দেহ আছে। যমুনা ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. নুরুল আমিন মনে করেন,চআমরা যেহেতু রপ্তানির চেয়ে আমদানি বেশি করি তাই চীনা বা ভারতীয় মুদ্রা আমাদের কাছে তো তেমন থাকবে না।" আর ব্র্যাক ব্যাংকের চেয়ারম্যান এবং সেন্টার ফর পলিসি রিচার্স ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক ড. আহসান এইচ মনসুর বলেন,চ বিকল্প মুদ্রা থেকে আমাদের তো আবার ডলারেই কনভার্ট করতে হবে। তাতে তো তেমন লাভ হবে না।"

বাংলাদেশের মোট আমদানির ৪০ শতাংশই হয় চীন এবং ভারত থেকে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য মতে, মোট রফতানির ২৬ শতাংশ এবং আমদানির সাড়ে ৩ শতাংশ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে। মোট রফতানির ৫৬ শতাংশ এবং আমদানির ৮ শতাংশ হয় ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে।

কোন দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের অবস্থা কী সেটা বিবেচনায় রেখে কাজ করছে সরকার।

মুদ্রার ওপর আস্থার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ : যমুনা ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. নুরুল আমিন বলেন ইউএস ডলারের মধ্যস্থতা থেকে বের হওয়ার জন্য বিকল্প মুদ্রা ব্যবহারে উদ্যোগ ভালো। এতে ডলার নির্ভরতা কিছুটা হলেও কমবে। কিন্তু এটা কতটা সফল হবে তা অনেকটাই

নির্ভর করছে দেশের সক্ষমতার ওপর । তিনি বলেন,চআমরা একটি আমদানি নির্ভর দেশ। ভারত থেকে আমরা আমদানি করি সাত-আট বিলিয়ন ডলারের পণ্য। কিন্তু রপ্তানি করি এক বিলিয়ন ডলারের পণ্য। চীনে রপ্তানি করি এক বিলিয়নের নীচে। কিন্তু আমদানি করি এর চেয়ে অনেক বেশি। ফলে আমাদের কাছে চীনা মুদ্রা ইউয়ান পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকবেনা। প্রচুর ভারতীয় রুপি থাকবেনা। আর গোল্ড কেন মানুষ রাখে, কারণ এটার দাম তেমন কমবে না বলে মানুষের আস্থা আছে। ডলারের ওপরও তেমনি মানুষের আস্থা আছে। এখন দুই দেশের মুদ্রার ওপরে পরস্পরের আস্থা কতটুকু তাই আসল কথা।"

ড. আহসান এইচ মনসুর বলেন,চআমি যদি চীনে রপ্তানি করে ডলার পাই। সেই ডলার দিয়ে তুলা আমদানির বিল মিটাতে পারি। তুলা আনতে হবে অ্যামেরিকা থেকে।তাহলে আমার জন্য ডলারটা লাভজনক। এখন ইউয়ান যদি ডলারে কনভার্ট করি তাহলে তো এখানে কিছুটা লোকসান হবে। আবার একই ব্যক্তি কিন্তু আমদানি ও রপ্তানি করছেন না।"

কারেন্সি বাস্কেট : বিশ্লেষকেরা জানান, বিশ্বের পাঁচটি দেশের মুদ্রা নিয়ে এখন ইন্টারন্যাশনাল কারেন্সি বাস্কেট করা হয়েছে। ইউএস ডলার, ব্রিটিশ পাউন্ড, ইউরো, জাপানি ইয়েন এবং চীনা ইউয়ান। এশিয়ান ক্লিয়ারিং সিস্টেমের(আকু) মাধ্যমে এশিয়ার দেশগুলো তাদের আমদানি রপ্তানি দায় পরিশোধ করে। সেখানে ডলার মধ্যস্থতাকারী মুদ্রা। কিন্তু সেটা থাকলেও এর অধীনেই দুই দেশ তাদের নিজস্ব মুদ্রা ব্যবহার করতে পারে। আবার চীন ক্রসবর্ডার ইন্টারব্যাংক পেমেন্ট সিস্টেম গড়ে তুলেছে। এশিয়া আর্ফ্রিকার ৩০-৩৫টি দেশ এই সিস্টেমের মধ্য দিয়ে লেন দেন করে । এটার কারেন্সি হচ্ছে চীনা ইউয়ান। কিন্তু বিশ্ব অর্থনীতি ডলারের ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে চাইলেও তা খুব ধীর গতিতে হচ্ছে বলে মনে করেন ড. আহসান এইচ মনসুর। তিনি বলেন,চএখনো ৫৯ শতাংশ রিজার্ভ হলো ইউএস ডলারে। ইউরো প্রায় ২০ ভাগ। আর সব মুদ্রা মিলিয়ে বাকি ২০ শতাংশ। ইউয়ান ২.২৫ শতাংশ। বিকল্প মুদ্রার ক্ষেত্রে ইউয়ান কিছুটা ভূমিকা রাখতে পারে। ভারতীয় রুপিও হয়তো হবে। কিন্তু রুবল সম্ভব নয়।"

যেসব দেশ তাদের দুই দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকে একাউন্ট খুলবে তারা ডলার এড়িয়ে নিজস্ব মুদ্রায় লেনদেন করতে পারে। এটা ইউয়ান, ভারতীয় রুপি, রাশিয়ান রুবল সব ক্ষেত্রেই হতে পারে। তবে যাদের রপ্তানি বেশি তাদের সুবিধা। কারণ তাদের কাছে মুদ্রা জমা থাকবে। নুরুল আমিন বলেন,চতবে বিষয়টি নির্ভর করে ওই মুদ্রার ওপর কতটা আস্থা আছে তার ওপর। কারেন্সি পাওয়া কোনো সমস্যা হয়না যদি কেন্দ্রীয় ব্যাংকে ওই কারেন্সির অ্যাকাউন্ট থাকে। কারেন্সি পাওয়ার আরো একটি পথ আছে। সেটা হলো ইন্টারন্যাশনাল কনভার্সন। পাউন্ড কে ডলারের কনভার্ট করা যায়। তবে মুদ্রার মান কত হবে সেটা যে কোনো মুদ্রার ক্যাপাসিটির ওপর নির্ভর করে। ক্রস কারেন্সি মান প্রতিদিন নির্ধারণ হয় বাজারের ওপর। এটা সাধারণ মানুষের কাজ নয়।"

লাভ কী হবে? : আহসান এইচ মনসুর বলেন,চআমাদের এইটুকু লাভ হতে পারে যে আমরা চীন ও ভারতে রপ্তানি করে তাদের যে মুদ্রা পাব তা ব্যবহার করতে পারব। তবে সেটা যদি কেউ বিক্রি করতে চান *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

ভারতীয় রুপিতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এখনো সম্ভব নয়

বাংলাদেশ ব্যাংক এখনো ঋণপত্রের (এলসি) বিপরীতে পেমেন্ট করার জন্য ভারতীয় রুপির অনুমোদন দেয়নি। ফলে ব্যবসায়ীরা বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ব্যবসার ক্ষেত্রে এখনো ভারতের মুদ্রা ব্যবহার করতে পারছেন না।

উদ্যোক্তারা জানান, যদি বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে রুপিতে বাণিজ্য শুরু হয়, তাহলে কমতে থাকা ডলারের রিজার্ভ ও এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বৈদেশিক মুদ্রা বাজারের চলমান অস্থিতিশীলতা কিছুটা হলেও কমে আসবে।

বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ২০২১ সালের আগস্টে ৪৮ বিলিয়ন ডলার থাকলেও গতকাল তা নেমে এসেছে ৩৬ দশমিক ৯৮ বিলিয়নে। আমদানি বিলের পরিমাণ রপ্তানি ও রেমিট্যান্সকে ছাড়িয়ে যাওয়ার কারণেই মূলত এই নিম্নমুখী ধারা।

গতকাল ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হার ছিল ১০২ টাকা ৫৬ পয়সা। ১ বছর আগের তুলনায় এটি ২০ শতাংশ বেশি।

ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলো জানিয়েছে, বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি ভারত থেকে আমদানি করে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ভারত থেকে শিল্প খাতের কাঁচামাল, ক্যাপিটাল মেশিনারি, তুলা, সুতা, কাপড় ও কেমিক্যাল আমদানি বাবদ ১৬ দশমিক ১৯ বিলিয়ন ডলার খরচ হয়। অপরদিকে প্রতিবেশী দেশটিতে বাংলাদেশের রপ্তানির পরিমাণ ২ বিলিয়ন ডলার।

অর্থাৎ, ২ দেশ যদি স্থানীয় মুদ্রায় বাণিজ্য শুরু করে, তাহলে মার্কিন ডলারের ওপর চাপ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমে আসবে।

২৪ আগস্ট স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া (এসবিআই) একটি প্রজ্ঞাপন দিয়ে জানায়, তারা মার্কিন ডলার ও অন্যান্য বৈদেশিক মুদ্রার পরিবর্তে টাকা ও রুপিতে এলসি খোলার অনুমতি দেবে। *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশের রিজার্ভ ৩৭ বিলিয়ন ডলারের নিচে

ঢাকা: বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ আরও কমে ৩৭ বিলিয়ন ডলারের নিচে নেমেছে। ২০২০ সালের ২৮ জুলাইয়ের পর রিজার্ভ যা সর্বনিম্ন। গত ২১ সেপ্টেম্বর দিনশেষে রিজার্ভ দাঁড়ায় ৩৬ দশমিক ৯৮ বিলিয়ন ডলারে। আগের দিন মঙ্গলবার যা ৩৭ দশমিক শূন্য ৬ বিলিয়ন ডলারের বেশি ছিল। মূলত বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম থাকায় বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিনিয়ত ডলার বিক্রির ফলে এভাবে রিজার্ভ কমছে।

জানা গেছে, আমদানি দায় পরিশোধ বাবদ গত জুলাইয়ে ৫৮৬ কোটি ডলার ব্যয় হয়েছে। এ হিসাবে বর্তমানের রিজার্ভ দিয়ে ৬ মাসের আমদানি দায় নিষ্পত্তি করা সম্ভব। অবশ্য আইএমএফের মানদণ্ড বিবেচনায় নিলে দেশের রিজার্ভ এখন ৩০ বিলিয়ন ডলারের নিচে। বিভিন্ন তহবিলে জোগান দেওয়া অর্থ বাদ দিয়ে যে রিজার্ভ আছে, তা প্রায় ৫ মাসের আমদানি দায়ের সমান।

বাংলাদেশ ব্যাংক দুটি ব্যাংকের কাছে ৬ কোটি ডলার বিক্রি করেছে। আগের দিন বিক্রি করে আরও ৭ কোটি ডলার। এ নিয়ে চলতি অর্থবছরের শুরু থেকে এ পর্যন্ত বিক্রি করেছে ৩১২ কোটি ৭৫ লাখ ডলার। গত অর্থবছর বিক্রি করে ৭৬২ কোটি ১৭ লাখ ডলার। গত ৮ সেপ্টেম্বর এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নে (আকু) ১৭৩ কোটি ডলার পরিশোধের পর রিজার্ভ নামে ৩৭ দশমিক শূন্য ৬ বিলিয়ন ডলারে। গত জুলাই মাসে আকুতে ১ দশমিক ৯৬ বিলিয়ন পরিশোধের পর রিজার্ভ ৪০ বিলিয়ন ডলারের নিচে নামে। আর গত মে মাসে ২২৪ কোটি ডলার পরিশোধের পর রিজার্ভ নামে ৪২ বিলিয়ন ডলারের নিচে।

সংশ্লিষ্টরা জানান, সাম্প্রতিক সময়ে আমদানি ব্যাপক বাড়লেও রপ্তানি ও রেমিট্যান্স সে তুলনায় বাড়ছে না। অবশ্য আমদানি ব্যয় কমানো ও রেমিট্যান্স বাড়াতে বিভিন্ন উদ্যোগ চলমান আছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে ব্যাপক উল্লম্ফন ঘটে ২০২০ সালে করোনাভাইরাসের প্রভাব শুরুর পর। ২০২০-২১ অর্থবছরে ব্যাংকিং চ্যানেলে রেকর্ড ২৪ দশমিক ৭৮ বিলিয়ন ডলারের রেমিট্যান্স আসে। আবার রপ্তানিতেও ১৫ শতাংশের বেশি *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

ইউয়ানে লেনদেন করে ডলার সংকট কাটাতে চায় বাংলাদেশ

ঢাকা: অব্যাহত ডলার সংকটের মুখে বাংলাদেশের ব্যাংকগুলোকে চীনের মুদ্রা ইউয়ানে অ্যাকাউন্ট খোলার অনুমোদন দিয়েছে দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংক। গত ১৫ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ ব্যাংকের এ সংক্রান্ত একটি সার্কুলার জারি করেছে। সাম্প্রতিক সময়ে তীব্র ডলার সংকটের কারণে বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিকল্প মুদ্রা ব্যবহারের বিষয়টি আলোচনায় আসে।

সার্কুলারে বলা হয়েছে, ব্যাংকগুলোর অথরাইজড ডিলার শাখা চীনের সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের সাথে ইউয়ান মুদ্রায় ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবে। খবর বিবিসি বাংলার।

বিশ্বের পাঁচটি দেশের মুদ্রাকে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল আ আইএমএফওহাই ভ্যালু কারেন্সি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। চীনের ইউয়ান তাদের মধ্যে অন্যতম। আইএমএফ-এর কারেন্সি বাস্কেটে ইউয়ান স্বীকৃতি পেয়েছে ২০১৬ সালে। এরপর থেকে আইএমএফ-র পর্যালোচনায় মুদ্রা হিসেবে ইউয়ান আগের চেয়ে শক্তিশালী হয়েছে।

ইউয়ানে লেনদেন-গুরুত্ব কোথায়?

চীন হচ্ছে বাংলাদেশের শীর্ষ আমদানিকারক দেশ। বাংলাদেশ প্রতিবছর চীন থেকে আমদানি করে ১৪ থেকে ১৫ বিলিয়ন ডলারের মতো। কিন্তু এর বিপরীতে বাংলাদেশে এখনও চীনে এক বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাতে পারেনি।

সাবেক ব্যাংকার এবং পর্যবেক্ষক নুরুল আমিন বলেন, ইউয়ান হচ্ছে এমন এটি মুদ্রা যেটি বাংলাদেশ এবং চীন পরস্পরের সাথে বাণিজ্যের জন্য ব্যবহার করতে পারে। ইউয়ান মুদ্রায় চীনের সাথে লেনদেনের অর্থ হচ্ছে, ডলার সংকটকে এ্যাভয়েড (পাশ কাটিয়ে) করে আপনি লেনদেন করতে পারবেন, যেটা *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশের সঙ্গে টাকা ও রুপিতে বাণিজ্য করতে ভারতের বৃহত্তম ব্যাংক স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার নির্দেশ

নয়াদিল্লী: বাংলাদেশের সঙ্গে টাকা ও রুপিতে বাণিজ্য করতে নির্দেশ দিয়েছে ভারতের বৃহত্তম ব্যাংক স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া (এসবিআই)।

গত ২৪ আগস্ট ভারতের রাষ্ট্র খাতের এ ব্যাংকটির প্রধান কার্যালয় থেকে সব শাখায় পাঠানো এ নির্দেশনায় *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

চলতি অর্থবছর বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি হবে ৬.৬%

ঢাকা:চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছর বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) প্রবৃদ্ধির প্রাক্কলন আগের তুলনায় কিছুটা কমিয়েছে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)। গতকাল বুধবার প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এডিবি বলেছে, এই অর্থবছর জিডিপি প্রবৃদ্ধি হতে পারে ৬ দশমিক ৬ শতাংশ। গত এপ্রিলে একই অর্থবছরের জন্য ৭ দশমিক ১ শতাংশ প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস দিয়েছিল সংস্থাটি। জিডিপির প্রবৃদ্ধি নিয়ে এডিবির নতুন এই প্রাক্কলন সরকারের লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে অনেক কম। সরকার চলতি অর্থবছর ৭ দশমিক ৫ শতাংশ জিডিপি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে।

অন্যদিকে চলতি অর্থবছরের জন্য মূল্যস্ফীতি বাড়বে বলে আশঙ্কা করছে এডিবি। সংস্থাটি বলছে, গড় মূল্যস্ফীতি ৬ দশমিক ৭ শতাংশ হতে পারে। গত অর্থবছরে যেটি ছিল ৬ দশমিক ২ শতাংশ। চলতি অর্থবছর মূল্যস্ফীতি ৫ দশমিক ৬ শতাংশের মধ্যে রাখার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে সরকার।

জিডিপি আগের প্রাক্কলনের চেয়ে কম করে ধরার ব্যাখ্যায় এডিবির প্রতিবেদনে বলা হয়, ধীর অভ্যন্তরীণ চাহিদা এবং উন্নত বিশ্বের প্রবৃদ্ধি কমে আসার কারণে রপ্তানির গতি কমার আশঙ্কা রয়েছে। অন্যদিক মূল্যস্ফীতি বেড়ে যাওয়ার কারণ দেশে জ্বালানি তেলের দর বাড়িয়ে সমন্বয় করা এবং বিশ্ববাজারে নিত্যপণ্যের দামে ঊর্ধমুখী প্রবণতা। এ ছাড়া উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি জেলায় বন্যায় আমনের আবাদ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার প্রভাব পড়তে পারে।

এডিবির প্রাক্কলন

- এপ্রিলে ৭.১ শতাংশ প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস দিয়েছিল সংস্থাটি
- গত অর্থবছরের চেয়ে মূল্যস্ফীতি বেশি হওয়ার আশঙ্কা

> বাংলাদেশের অর্থনীতির ৮০ শতাংশ এখন অনুকূল, ২০ শতাংশ প্রতিকূল। বর্তমান পরিস্থিতি বিভিন্ন খাতে সংস্কারের উপযুক্ত সময়
>
> কান্ট্রি ডিরেক্টর, এডিবি

বুধবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে এডিবি কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়। প্রতিবেদনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন এডিবির কান্ট্রি ডিরেক্টর এডিমন গিনটিং।

তিনি বলেন, টালমাটাল এই বিশ্ব পরিস্থিতিই বিভিন্ন খাতে সংস্কারের উপযুক্ত সময়। সংস্কার মধ্য মেয়াদে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির আরও সম্ভাবনা তৈরি করবে। সুনির্দিষ্ট করে রাজস্ব আহরণ ব্যবস্থা সংস্কারের কথাও উল্লেখ করেন তিনি।

তিনি বলেন, কর কাঠামোতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, কর আদায় ব্যবস্থা ডিজিটালাইজড করা ও করের আওতা বাড়ানো প্রয়োজন। মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। ফলে করের আওতা বাড়াতে কোনো সমস্যা নেই। করছাড় সুবিধা প্রত্যাহারেরও পরামর্শ দেন এডিমন গিনটিং।

সহজে ব্যবসা করার পরিবেশ তৈরি, সহায়ক অবকাঠামো সুবিধা নিশ্চিত করার কথাও বলেন তিনি। এ ছাড়া জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরতা কমিয়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার বাড়ানোর পরামর্শ দেন তিনি।

এক প্রশ্নের জবাবে এডিবির কান্ট্রি ডিরেক্টর বলেন, বৈদেশিক লেনদেনে ভারসাম্য নিয়ে বাংলাদেশের উদ্বেগের কোনো কারণ নেই। চলমান সংকট মোকাবিলায় সরকারের বিভিন্ন সহায়ক নীতি পদক্ষেপের সুবাদে সঠিক পথেই রয়েছে বাংলাদেশের অর্থনীতি। ভালো-মন্দের মিশেল রয়েছে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে। এই মুহূর্তে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ৮০ শতাংশ অনুকূল আর ২০ শতাংশ প্রতিকূলে রয়েছে। করোনা থেকে বেশ ভালোভাবেই পুনরুদ্ধার হয়েছে বাংলাদেশের অর্থনীতির। এ প্রসঙ্গে প্রবাসী আয়, রপ্তানি ও বেসরকারি খাতের ঋণ প্রবৃদ্ধির কথা উল্লেখ করেন তিনি।

এডিবি প্রতিবেদনে বলা হয়, চলতি অর্থবছর বাংলাদেশের সরকারি এবং বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ কমে যেতে পারে। বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ কমে আসার অনুমানের পক্ষে কারণ ব্যাখ্যায় বৈশ্বিক অনিশ্চয়তা এবং জ্বালানি সংকটের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

অন্যদিকে সরকারি বিনিয়োগ কমে আসার কারণ হিসেবে কম রাজস্ব আহরণ, উচ্চ আমদানি ব্যয় ও সরকারের কৃচ্ছসাধন নীতির কথা বলা হয়েছে প্রতিবেদনে।

ভারতে ইলিশ রপ্তানি বন্ধ চেয়ে হাইকোর্টে রিট

ভারতে ইলিশ রপ্তানি স্থায়ীভাবে বন্ধের নির্দেশনা চেয়ে হাইকোর্টে রিট দায়ের করা হয়েছে। মঙ্গলবার (২০ সেপ্টেম্বর) হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় রিটটি করেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মো. মাহমুদুল হাসান।

রিটে ভারতে কম দামে ইলিশ রপ্তানি বন্ধে বিবাদীদের নিষ্ক্রিয়তা কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না মর্মে রুল জারির আরজি জানানো হয়। এ ছাড়া রিটে পর্যটন করপোরেশনকে ইলিশ মাছ কেন্দ্রিক পর্যটনের বিকাশে কাজ করতে নির্দেশনার আবেদন জানানো হয়েছে। রিটে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব, বেসরকারি বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব, রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান, আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর এবং বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের চেয়ারম্যানকে বিবাদী করা হয়েছে।

এর আগে গত ১১ সেপ্টেম্বর ভারতে ইলিশ রপ্তানি বন্ধের নির্দেশনা চেয়ে সরকারের সংশ্লিষ্টদের প্রতি লিগ্যাল নোটিশ পাঠানো হয়েছিল। ওই নোটিশ পাঠানোর সাত দিনের মধ্যে কোনো পদক্ষেপ না নেওয়ায় রিটটি করা হয়। রিটটি শিগগিরই হাইকোর্টে শুনানির চেষ্টা করা হবে বলে জানান রিটকারী আইনজীবী মো. *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

বৈশ্বিক মন্দায়ও বাংলাদেশের অর্থনীতির অগ্রগতি অব্যাহত বলেছে এডিবি

ঢাকা: বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা সত্ত্বেও বাংলাদেশের অর্থনীতির অগ্রগতি অব্যাহত রয়েছে বলে জানিয়েছে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক (এডিবি)। দেশের অর্থনীতির হালনাগাদ তথ্য-উপাত্ত নিয়ে 'এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট আউটলুক (এডিও)'- শিরোনামের প্রতিবেদনে এ কথা বলা হয়েছে। বুধবার (২১ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে সংস্থাটির কার্যালয়ে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন এডিবির কান্ট্রি ডিরেক্টর এডিমন গিন্টিং। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) ৬.৬ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। এতে বলা হয়, বাংলাদেশে জ্বালানি তেলের দাম সমন্বয় এবং বিভিন্ন পণ্যমূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় মূল্যস্ফীতি বেড়ে দাঁড়াবে ৬ দশমিক ৭ শতাংশ। বাংলাদেশের অর্থনীতির সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে রাশিয়া-ইউক্রেনের যুদ্ধের কারণে বিশ্ব অর্থনীতির অনিশ্চয়তাকে চিহ্নিত করেছে এডিবি। এ কারণে দেশের অর্থনীতির বর্তমান অবস্থা দীর্ঘায়িত হতে পারে বলেও মনে করে এডিবি।

বাংলাদেশকে দুই বিলিয়ন ডলার বাজেট সহায়তার প্রতিশ্রুতি এডিবির

ঢাকা: চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট বাস্তবায়নে দুই বিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ সহায়তা দেওয়ার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) কান্ট্রি ডিরেক্টর এডিমন গিন্টিং। তিনি জানান, সরকারের উন্নয়ন লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে এ ঋণ দেওয়া হবে।

মঙ্গলবার (২০ সেপ্টেম্বর) সচিবালয়ে অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামালের সঙ্গে আয়োজিত বৈঠকে ঋণ সহায়তার বিষয়ে এডিবির সর্বশেষ অবস্থানের কথা জানান এডিমন গিন্টিং।

আগামী ২৬ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর সময়ের মধ্যে এডিবি বোর্ডের ৫৫তম বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হবে। ওই সভায় অংশগ্রহণের জন্য অর্থমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানাতে এ সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।

এ ছাড়া সাক্ষাতে বাংলাদেশের সঙ্গে এডিবির ঐতিহাসিক সম্পর্কের নানা দিক, বিভিন্ন প্রকল্পের ঋণ সহায়তার হালনাগাদ আলোচনা ও বাংলাদেশের অর্থনীতির নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

বাংলাদেশে উন্নয়ন সহায়তার ক্ষেত্রে এডিবি প্রধানত বিদ্যুৎ, শিক্ষা, পরিবহন, জ্বালানি, পানিসম্পদ, কৃষি, স্থানীয় সরকার, সুশাসন, আর্থিক ও বেসরকারি খাতকে প্রাধান্য দেয়।

এডিবি বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান উন্নয়ন সহযোগী। এ যাবৎ বাংলাদেশ সরকারকে ২৭.৫৫৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের ঋণ সহায়তা প্রদান করেছে সংস্থাটি।

অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে এডিবির কান্ট্রি ডিরেক্টরের দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে ২০২৩ সালে বাংলাদেশ ও এডিবির ৫০ বছর পূর্তি উদযাপনের বিষয়েও আলোচনা হয়। পাশাপাশি বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারের গৃহীত কার্যক্রমের নানা দিক নিয়েও আলোচনা হয়।

এ সময় কান্ট্রি ডিরেক্টর এডিমন গিন্টিং অর্থমন্ত্রীর কাছে বাংলাদেশের অর্থনীতি ও কোভিড-১৯ মহামারির ক্রান্তিকালে অর্থনীতির চাকা সচল রাখায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের প্রশংসা করেন।

তিনি বলেন, কোভিড-১৯ মহামারি পরিস্থিতি মোকাবিলায় বাংলাদেশ অন্যতম সেরা উদাহরণ স্থাপন করেছে।আগামীতে পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কান্ট্রি ডিরেক্টর বলেন, বাংলাদেশের সঙ্গে এডিবির দৃঢ় সম্পর্ক রয়েছে। এ মহামারি কাটিয়ে উঠতে বাংলাদেশের সামাজিক এবং *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

ব্যয় সংকোচন ও টাকার অবমূল্যায়নের প্রভাবে ডলারের হিসাবে মাথাপিছু আয় কমার শঙ্কা

গোটা বিশ্বেই জনগণের মাথাপিছু আয়কে ডলারে প্রকাশ করা হয়। গত অর্থবছর শেষে বাংলাদেশের জনগণের মাথাপিছু আয় দেখানো হয়েছিল ২ হাজার ৮২৪ মার্কিন ডলার। এক্ষেত্রে প্রতি ডলারের বিনিময় মূল্য ধরা হয়েছিল সাড়ে ৮৫ টাকা। টাকার বড় ধরনের অবমূল্যায়নের ফলে ডলারের বিনিময় হার এখন ১০৮ টাকায় গিয়ে ঠেকেছে। বর্তমান বিনিময় মূল্যকে আমলে নিলে মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ কমে প্রায় ৫৮৮ ডলার।

টাকার অবমূল্যায়নের প্রভাবে চলতি অর্থবছরেও মাথাপিছু আয় কমে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। গত অর্থবছরে মাথাপিছু আয়ে প্রবৃদ্ধি ছিল ৯ শতাংশ। চলতি অর্থবছরেও একই হারে প্রবৃদ্ধি হলে টাকার অংকে মাথাপিছু আয় ২২ হাজার টাকা বাড়তে পারে। তবে বিদ্যমান বিনিময় হার আমলে নিলে ডলারের হিসাবে মাথাপিছু আয় বাড়ার বদলে উল্টো কমে যাবে।

বাংলাদেশের জিডিপি ও মাথাপিছু আয়কে প্রথমে টাকার অংকে হিসাবায়ন করা হয়। এরপর সেটিকে বিদ্যমান বিনিময় হার আমলে নিয়ে রূপান্তর করা হয় ডলারে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্য অনুযায়ী, ২০২১-২২ অর্থবছর শেষে দেশের মোট জিডিপির আকার ছিল ৩৯ হাজার ৭৬৫ বিলিয়ন টাকা। মার্কিন মুদ্রার হিসাবে এর পরিমাণ ৪৬৫ বিলিয়ন ডলার। গত ছয় মাসে টাকার অবমূল্যায়ন হয়েছে প্রায় ২৭ শতাংশ। এ অবমূল্যায়ন আমলে নিলে বাংলাদেশের জিডিপির আকারও ডলারের হিসাবে সংকুচিত হয়েছে।

অর্থনীতিবিদরা বলছেন, টাকার অবমূল্যায়নের ফলে ডলারের হিসাবে মাথাপিছু আয়ও এ বছর কমবে। অর্থনীতি শ্লথ হয়েছে, এর প্রভাব জিডিপিতে দেখা যাবে। আমদানি কম হচ্ছে। মূলধনি যন্ত্র আমদানি কমে আসবে। বিনিয়োগও কম হবে। সব মিলিয়ে প্রবৃদ্ধির ওপর অর্থনৈতিক শ্লথতার বিরূপ প্রভাব দেখা দেবে। প্রবৃদ্ধি যদি সাড়ে ৭ শতাংশ হতো সেটা হয়তো ৪ বা ৫ শতাংশে নেমে আসবে।

পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক ড. আহসান এইচ মনসুর বণিক বার্তাকে বলেন, মুদ্রা বিনিময় হার, মুদ্রানীতি ও রাজস্বনীতিড় তিনটি যখন সংকোচনমূলক হয় তার একটা প্রভাব চাহিদার ওপর পড়ে। মুদ্রা বিনিময় হারের মাধ্যমেই চাহিদায় প্রভাব দেখা যায়। কারণ আমদানি ব্যয় অনেক বেড়ে যায়। ফলে চাহিদা শ্লথ হয়ে যায়। জিডিপি টাকার অংকে যে বৃদ্ধি হতো, সে বৃদ্ধিটা কম হবে। আর ডলারে যখন হিসাব করব তখন কমে যাবে। টাকার ২৫ শতাংশের বেশি অবমূল্যায়ন হয়েছে।

বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) হিসাব করা হয় ভোগ, বিনিয়োগ, সরকারি ব্যয়ভুতন নির্দেশকের ওপর ভিত্তি করে। অর্থনীতিবিদরা বলছেন, ভোগে এরই মধ্যে প্রভাব পড়েছে। বিনিয়োগও প্রভাবিত। বাকি থাকে সরকারি ব্যয়। সরকার নিজেই ব্যয় সংকোচনের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। আমদানিতে বিধিনিষেধের কারণে দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যও কমবে। দেশের জিডিপিতে সেবা খাতের অবদান সবচেয়ে বেশি। আমদানি কমায় সেবা খাত সংকুচিত হবে।

বৈদেশিক মুদ্রার সংকট কমাতে শিল্পে জ্বালানি রেশনিং নীতি নিয়েছে সরকার। এতে জ্বালানি ব্যবহার কমে যাচ্ছে। কমছে শিল্পোৎপাদনও। শুধু কৃষি খাতে বর্তমান পরিস্থিতির প্রভাব তেমন নেই। দেশের মোট জিডিপিতে কৃষির অবদান মাত্র ১৫ শতাংশ। বাকি ৮৫ শতাংশ অবদানই শিল্প ও সেবা খাতের। *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

দক্ষিণ এশিয়ায় মুসলিম পরিবারে মা-বাবার চেয়ে বেশি ধার্মিক সন্তান : জরিপ

দক্ষিণ এশিয়ার, বিশেষ করে মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার মুসলিম পরিবারগুলোর প্রতি তিন সন্তানের একজন মনে করেন, তারা তাদের মা-বাবার থেকে বেশি ধার্মিক। সম্প্রতি এক জরিপে এ তথ্য উঠে এসেছে।

যদিও দক্ষিণ এশিয়ায়ার দেশগুলোতে পশ্চিমা ধাঁচের ভোগবাদ দিন দিন বাড়ছে। তা সত্ত্বেও মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার মুসলিম পরিবারের অনেক সন্তান মনে করেন, তাদের বয়সে তাদের মা-বাবা এতটা ধর্ম বিশ্বাস রাখতেন না।

গত ২১ সেপ্টেম্বর বুধবার 'নিউ মুসলিম কনজ্যুমার' পরিচালিত জরিপের বরাত দিয়ে এক প্রতিবেদনে এ কথা জানিয়েছে কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আলজাজিরা।

ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার এক হাজার ভোক্তার সাক্ষাৎকারের ওপর ভিত্তি করে রিপোর্টটি তৈরি করেছে নিউ মুসলিম কনজ্যুমার। জরিপে অংশগ্রহণকারীরা ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা, ব্যক্তিগত খরচ, ফ্যাশন, ব্যাংকিং, পড়ালেখার পাশাপাশি নিজ ধর্ম বিশ্বাসকেও গুরুত্বের সঙ্গে দেখছেন। ইসলাম ধর্মের বিশ্বাস অনুযায়ী মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস তাদের।

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর ৯১ শতাংশ মুসলিমই সৃষ্টিকর্তার প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস রাখেন। ওই দেশ দুটির ২৫ কোটি মুসলমানের মধ্যে ৪৫ শতাংশ মনে করেন, তারা তাদের মা-বাবার চেয়ে বেশি ধার্মিক। বিপরীতে মাত্র ২১ শতাংশ মনে করেন, মা-বাবার চেয়ে তারা কম ধার্মিক। ৩৪ শতাংশ মনে করেন, সম্পদ খুবই গুরুত্বপূর্ণ; ২৮ শতাংশ তাদের আবেগকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন এবং ১২ শতাংশ খ্যাতিকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন।

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে ধর্মীয় বিশ্বাসের পাশাপাশি বেড়ে চলেছে পশ্চিমা ধাঁচের জীবনযাপন। ধর্ম বিশ্বাস এবং চাহিদার সঙ্গে মিলিয়ে শালীন ফ্যাশন, ফিটনেস থেকে শুরু করে মুসলিম ডেটিং অ্যাপস, হালাল ভ্রমণ চালু করা হয়েছে। এটিকে মুসলিম-প্রভাবিত উপভোক্তাবাদ বা ইসলাম ধর্মের বিধিনিষেধের সঙ্গে মিলিয়ে পশ্চিমা জীবনধারার মেলবন্ধ বলা যেতে পারে।

ওয়ান্ডারম্যান থম্পসন ইন্টেলিজেন্সের এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের ডিরেক্টর চেন মে ইয়ে বলেন, 'মুসলিম গ্রাহকরা কেনাকাটার ক্ষেত্রে হারাম-হালালের বিষয়টি খুব বেশি মেনে চলেন। তা তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসে প্রভাব ফেলছে এবং ক্রমেই তা বেড়ে চলেছে।

তিনি বলেন, মুসলমান ভোক্তারা কোনো জিনিস কেনার সময় হালাল, অর্থাৎ ইসলাম ধর্মে এটির অনুমতি আছে কিনা, সে বিষয়ে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। জরিপে অংশ নেওয়াদের ৯১ শতাংশ জানান, অর্থিক মূল্য বা গুণমান বিচারের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পণ্যটি হালাল কিনা।

আর্থিক লেনদেনের বা বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও হারাম-হালালের বিষয়টি প্রাধান্য দেওয়া হয়। ৬০ শতাংশের বেশি মানুষ জানিয়েছেন, তারা ইসলামী শরিয়া আইন অনুযায়ী ব্যাংকিং ব্যবস্থা পছন্দ করেন।

পর্যাপ্ত হালাল খাবার পাওয়া যায় এমন স্থানই ভ্রমণের জন্য বেছে নেন বলে জানিয়েছেন ৭৭ শতাংশ।

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে পরিবারের প্রধান হচ্ছেন পুরুষ। জরিপে দেখা গেছে, নারী উপার্জনকারীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কম। ৪২ শতাংশ নারীর বিপরীতে পরিবারে প্রধান উপার্জনকারী পুরুষের সংখ্যা ৭০ শতাংশ।

ধর্ম বিশ্বাস প্রভাব ফেলেছে ভার্চুয়াল দুনিয়াতেও। প্রযুক্তির উৎকর্ষ দিন দিন যেখানে বেড়েই চলেছে, সেখানে মুসলিমের জন্য আলাদা ভার্চুয়াল স্পেস চেয়েছেন জরিপের অংশ নেওয়াদের ৮৫ শতাংশ। আর ৭৮ শতাংশ জানান, নেট দুনিয়ায় তারা ধর্মীয় কনটেন্ট দেখতে আগ্রহী। ৫৯ শতাংশ মনে করেন, ইসলাম ধর্মের মূল শিক্ষার সঙ্গে ভার্চুয়াল দুনিয়া সংগতিপূর্ণ নয়।

হিজাববিরোধী বিক্ষোভে উত্তাল ইরান, নিহত ৯

ইরানে পুলিশের হেফাজতে মাহসা আমিনি নামের এক তরুণীর মৃত্যুর পর হিজাব এবং দেশটির 'নৈতিকতাবিষয়ক' পুলিশের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে এ পর্যন্ত কমপক্ষে ৯ জন নিহত হয়েছেন।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোতে পোস্ট করা ভিডিওতে পুলিশের গাড়িতে অগ্নিসংযোগ, পাল্টাপাল্টি ধাওয়া, গুলির শব্দ ও মেয়েদের হিজাবে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার দৃশ্য দেখা গেছে। বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে দেশটির ১৫টি শহরে পুলিশের সংঘর্ষ হয়েছে।

আস্তে আস্তে তীব্র হওয়া এ বিক্ষোভে সামনের কাতারে রয়েছেন ইরানের নারীরা। এর আগে গত মঙ্গলবার দেশটির সারি শহরে নারীরা আগুন দিয়ে তাদের হিজাব জ্বালিয়ে দেন।

কুর্দি নারী মাহসা আমিনিকে গত ১৩ সেপ্টেম্বর তেহরানের পুলিশ গ্রেপ্তার করে। পুলিশ হেফাজতে নেওয়ার দুই ঘণ্টা পর অ্যাম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে নেওয়া হয় তাকে। তিন দিন কোমায় থাকার পর গত ১৬ সেপ্টেম্বর মারা যান ২২ বছর বয়সী আমিনি। তবে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়, হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন তিনি। ইরানের দক্ষিণাঞ্চল থেকে তেহরানে ঘুরতে আসা মাহসাকে একটি মেট্রোস্টেশন থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তিনি সঠিকভাবে হিজাব পরেননি। এমনকি তার শরীরের অন্যান্য অংশেও ভালোভাবে ঢাকেননি।

জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনার নাদা আল-নাশিফ জানান, পুলিশ আমিনির মাথায় লাঠি দিয়ে আঘাত করলে তার মাথা গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লেগে ফেটে যায়।

নারীর পোশাকের স্বাধীনতার দাবিতে চলমান বিক্ষোভে নারীদের পাশাপাশি পুরুষরাও যোগ দিয়েছেন।খবর বিবিসির।

ফিলিস্তিনের গাজায় জমি চাষ করতে গিয়ে আবিষ্কার বাইজেন্টাইন আমলের দৃষ্টিনন্দন মেঝে

ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকার একটি খামারের নিচে বাইজেন্টাইন আমলের মোজাইকের মেঝে আবিষ্কার হয়েছে। উত্তরাঞ্চলীয় জাবালিয়ায় নিজের জমি চাষের সময় ওই মেঝে আবিষ্কার করেন বলে গত শুক্রবার জানিয়েছেন খামারের মালিক সালমান আল-নাবাহিন।

খ্রিষ্টীয় পঞ্চম থেকে সপ্তম শতাব্দীতে তৈরি ওই মোজাইক বাইজেন্টাইন আমলের স্বাক্ষর বহন করে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে গাজায় বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। গত জানুয়ারিতে গাজা উপত্যকার উত্তরে জাবালিয়াতে পঞ্চম শতাব্দীর একটি গির্জার ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। গির্জাটি পুনরুদ্ধার করতে তিন বছর সময় লাগে।

বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের শাসনামল ছিল খ্রিষ্টীয় পঞ্চম থেকে সপ্তম শতাব্দী। বর্তমানের গ্রিস, ইতালি ও তুরস্ক এবং মধ্য আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের কিছু অংশ নিয়ে ছিল এ সম্রাজ্য। ভৌগোলিক দিক থেকে বাইজান্টিয়ামের অবস্থান ছিল বসফরাস প্রণালির ইউরোপীয় অংশে। ষষ্ঠ শতকে সম্রাট প্রথম জাস্টিনিয়ান আমলে সাম্রাজ্য বিশাল বিস্তৃতি লাভ করলেও ১১ শতকের মধ্যভাগে সেলজুক তুর্কি ও নর্মানদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এবং বহিরাগত শত্রুর আক্রমণ ক্রমশ তা ছোট হতে থাকে। সুন্দর কারুকাজের ওই মেঝের দৈর্ঘ্য ৫ হাজার ৪০০ বর্গফুট। মেঝেতে ১৭টি পশু ও পাখির ছবি চিত্রিত রয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিক দুর্লভ এই নিদর্শনটি অক্ষত অবস্থায় রয়েছে। এখনো চকচক করছে মেঝেটি, মোজাইকে খুব দামি উপাদান ব্যবহার করা হয়েছে বলে ধারণা সালমান আল-নাবাহিনের। মেঝেটির সন্ধান পাওয়ার পর তিনি ছেলের সহায়তায় ছয় মাস ধরে খনন কাজ শেষে সেটি পুনরুদ্ধার করেন।

ফ্রেঞ্চ বাইবেল অ্যান্ড আর্কিওলজিক্যাল স্কুল অব জেরুজালেমের প্রত্নতাত্ত্বিক রেনে এল্টার বার্তা সংস্থা এপিকে বলেন, 'ডিজাইনের গুণমান, গ্রাফিকস এবং জটিল জ্যামিতিক নকশায় করা এই মোজাইকটি সবচেয়ে সুন্দর।

মদিনায় স্বর্ণ ও তামার খনির সন্ধান

মদিনা: সৌদি আরবের মদিনা অঞ্চলে সোনার খনি ও তামার সন্ধান পাওয়া গেছে। ঘোষণা দিয়ে এ খবর জানিয়েছে সৌদি কর্তৃপক্ষ। সৌদি সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, মদিনা অঞ্চলের অন্তত চারটি স্থানে সোনা ও তামার খনি আবিষ্কার হয়েছে।

সৌদি ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা (এসজিএস) ও সার্ভে অ্যান্ড মিনারেল এক্সপ্লোরেশন সেন্টার জানিয়েছে, সোনার খনির অবস্থান মদিনা অঞ্চলের উম্মাল-বারাক হেজাজের ঢাল আবাল-রাহার সীমানার মধ্যে।

সৌদি প্রেস এজেন্সির বরাত দিয়ে গালফ নিউজ জানিয়েছে, মদিনার ওয়াদি আল-ফারা অঞ্চলের আল-মাদিক এলাকার চারটি স্থানে তামার খনি আবিষ্কৃত হয়েছে। এটি সেখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা খনিজ চ্যালকোসাইট থেকে বিশেষ তামা উৎপাদনে সহায়ক হবে। নতুন এসব খনি আবিষ্কারের ফলে সৌদি আরবে বিনিয়োগের গতি আরও ত্বরান্বিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। মদিনা অঞ্চলে অবস্থিত উম্মাল-দামার মাইনিং সাইটের লাইসেন্স পেতে ১৩টি সৌদি এবং বিদেশি কোম্পানি জোর তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে।

গত মাসে শিল্প ও *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

মরু শহর দুবাইয়ে বিশ্বের উচ্চতম হোটেল সিয়েল টাওয়ার

দুবাইয়ের জিফুরা হোটেল ২০১৮ সালে পৃথিবীর উচ্চতম হোটেল হিসেবে গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে নাম লিখিয়েছিল। কিন্তু সেই বিশেষণ বেশিদিন ধরে রাখা যাচ্ছে না। কারণ অনেকেই জানেন। আবারো বলি, সেই বছরে মরু শহরটিতে যুক্ত হয় আরেকটি নাম। সিয়েল টাওয়ার।

জিফুরাকে হটিয়ে বিশ্বের উচ্চতম হোটেল হতে যাওয়া সিয়েল টাওয়ারের উচ্চতা ১ হাজার ২০০ ফুট। যার উপরের অংশে উলম্বভাবে দুটি টাওয়ার উঠে গেছে, যা দেখতে মাঝ আকাশে ঝুলে থাকা দরজা মনে হয়। এ টাওয়ারের ৮২টির বেশি তলায় থাকছে সহস্রাধিক কক্ষ, যার মধ্যে ১৫০টি বিলাসবহুল স্যুট। এর আভ্যন্তরীণ সাজসজ্জায় জাপানি ট্র্যাডিশন ওয়াবি-সাবি থেকে অনুপ্রাণিত। যা কমনীয়তা ও নন্দনতত্ত্বকে গুরুত্ব দেয়।

দুবাইয়ের মারিনায় ২০১৮ সালে শুরু হয় সিয়েল টাওয়ারের নির্মাণ। শুরু থেকেই সবার নজরে আছে উচ্চাভিলাষী প্রজেক্টটি। ডেভেলপার হিসেবে পরের বছরই তিনটি পুরস্কার নিজেদের ঝুলিতে তুলেছে দ্য ফার্স্ট গ্রুপ। শ্রেষ্ঠ আন্তর্জাতিক হোটেল স্থাপত্য, শ্রেষ্ঠ আরব হোটেল স্থাপত্য এবং শ্রেষ্ঠ আকাশছোঁয়া আরব স্থাপত্য পুরস্কার। এখানেই শেষ নাই, পরে যোগ হয় ইন্টারন্যাশনাল প্রোপার্টি অ্যাওয়ার্ড। পুরস্কারদাতা বলছেন, সিয়েল আধুনিক স্থাপত্যের জন্য বিস্ময় হয়ে থাকবে।

বোঝাই যাচ্ছে, সামনের দিনগুলোতে দুবাইয়ের অন্যতম আকর্ষণ হতে যাচ্ছে সিয়েল টাওয়ার। এর অবস্থান একদম শহরের প্রাণকেন্দ্রে। দুবাইয়ের যেকোনো এলাকা থেকে খুব দ্রুত পৌঁছা যায়। দুবাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও আল-মাকতুম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর- উভয় থেকেই দুরত্ব মাত্র ৩০ মিনিট।

প্রচলিত হোটেল *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

সিরিয়া উপকূলে নৌকা ডুবে অন্তত ৭৩ অভিবাসীর মৃত্যু

সিরিয়া উপকূলে অভিবাসীদের একটি নৌকা ডুবে অন্তত ৭৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। সিরিয়ার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে শুক্রবার এই মৃতের সংখ্যা নিশ্চিত করা হয়। লেবানন থেকে অভিবাসী ভর্তি ওই নৌকাটি ছেড়েছিল বলে জানা গেছে। লেবানন থেকে ছেড়ে আসা নৌকাগুলোতে সাম্প্রতিক সময়ে এমন বড় দুর্ঘটনা আর ঘটেনি।

খবরে জানানো হয়, ২০১৯ সাল থেকেই অর্থনৈতিক সংকটে ভুগছে লেবানন। ফলে বাধ্য হয়ে দেশ ছাড়ছেন বাসিন্দারা। বৈধ উপায়ে যারা যেতে পারছেন না, তারা অবৈধ উপায়ে সাগর পথে ইউরোপে প্রবেশের চেষ্টা করছেন। ফলে দিন দিন লেবানন থেকে অভিবাসীদের যাত্রা বেড়েই চলেছে। লেবানিজদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে সিরিয়ান ও ফিলিস্তিনিরাও। এমনই একটি অভিবাসী ভর্তি নৌকা বৃহস্পতিবার (২২ সেপ্টেম্বর) সিরিয়ার উপকূলে ডুবে গেছে। এতে প্রায় ১৫০ যাত্রী ছিল বলে জানা গেছে। তারা লেবানন ও সিরিয়ার নাগরিক।

সিরিয়ার স্বাস্থ্যমন্ত্রী হাসান আল-ঘাবাশ এক বিবৃতিতে শুক্রবার জানিয়েছেন, নৌকায় থাকা ৭৩ জন মারা গেছেন। অন্তত ২০ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। যারা বেঁচে

গেছেন তাদের মধ্যে পাঁচ লেবানিজ আছে বলে জানা গেছে। তাদেরকে সিরিয়ার শহর টারটুস থেকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলছে। সমুদ্র তীরবর্তী টারটুস থেকে কাছেই নৌকাডুবির ঘটনাটি ঘটে। আর জাহাজটি ছেড়ে আসে লেবাননের ত্রিপলি বন্দর থেকে।

সিরিয়ার পরিবহণ মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়েছে, তারা তাদের সবথেকে বড় উদ্ধার অভিযানগুলোর একটি পরিচালনা করছে। তবে উচু ঢেউয়ের কারণে তাদের কাজ ব্যহত হচ্ছে। এর আগেও লেবানন থেকে আসা অনেক অভিবাসী ভর্তি নৌকা দুর্ঘটনায় ডুবে গেছে। তবে তাতে এবারের মতো এত বেশি মানুষের মৃত্যু হয়নি।

গত ১৩ই সেপ্টেম্বর তুরস্কের উপকূলে এমন এক নৌকাডুবিতে ৬ অভিবাসী মারা যান। তারা সাগরপথে ইউরোপের ইতালি যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। ওই নৌকায় থাকা আরও ৭৩ জনকে উদ্ধার করা হয়। লেবাননের ত্রিপোলি বন্দর থেকেই বেশিরভাগ অভিবাসী নৌকা ছেড়ে যায়। এটিই দেশটির সবথেকে দরিদ্র অঞ্চল। আর এসব নৌকার প্রধান লক্ষ্য থাকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য দেশ সাইপ্রাস। - খবর আরব নিউজ।

রাশিয়াকে সতর্ক করলেন জাতিসংঘ মহাসচিব

নিউ ইয়র্ক: ইউক্রেন ইস্যুতে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের রাশিয়ার হুশিয়ারির বিষয়ে সতর্ক করলেন জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস। তিনি বলেন, পারমাণবিক সংঘাত নিয়ে আলোচনা একেবারে অগ্রহণযোগ্য। একই সঙ্গে তিনি ইউক্রেনীয় ভূখণ্ডকে একীভূত করতে তথাকথিত গণভোটের বিষয়ে রাশিয়াকে সতর্ক করেছেন। বৃহস্পতিবার (২২ সেপ্টেম্বর) নিরাপত্তা পরিষদের এক বৈঠকে তিনি এ সব কথা বলেন। এসময় বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি উপস্থিত থাকলেও ছিলেন না রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী। খবর বিবিসি ও দ্য গার্ডিয়ান।

নিরাপত্তা পরিষদের মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে গুতেরেস বলেছেন, স্থানীয় সময় শুক্রবার থেকে রাশিয়া নিয়ন্ত্রিত ইউক্রেনের দোনেস্ক, লুহানস্ক, খেরসন, জাপোরিঝিয়া ও মাইকোলাইভের একাংশে গণভোট আয়োজন করবে মস্কোপন্থীরা। তথাকথিত গণভোটের পরিকল্পনা নিয়ে তিনি উদ্বিগ্ন। এ বৈঠকে রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভও বক্তব্য দেবেন। কিন্তু গুতেরেসের মন্তব্যের সময় তিনি চেম্বারে উপস্থিত ছিলেন না। গুতেরেস বলেন, একটি রাষ্ট্রের ভূখণ্ড আরেকটি রাষ্ট্র কর্তৃক একীভূত করা জাতিসংঘে চার্টার ও *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

বিশ্বের ৭ জন ধনী ব্যক্তি কীভাবে তাদের সম্পদ তৈরি করেছেন

ব্লুমবার্গ বিলিয়নিয়ার্স ইনডেক্স হলো বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তিদের তাদের মোট সম্পদের ভিত্তিতে একটি র‍্যাঙ্কিং, যা প্রতিদিন ট্রেডিং দিনের শেষে আপডেট করা হয়। ইনডেক্স অনুসারে এখানে বিশ্বের সাতজন ধনী ব্যক্তি এবং তাদের সম্পদের কথা রইলো।

ইলন মাস্ক - সম্পদ ২৬২ বিলিয়ন : বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি ইলন মাস্ক সর্বদা আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন। তবে তার সম্পদের জন্য নয়, তার খামখেয়ালিপনার জন্য। মাস্ক -এর যাত্রা শুরু হয়েছিল তরঢ়২ দিয়ে। ১৫,০০০ ডলারে মাস্ক এবং তার ভাই ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত সফটওয়্যার ফার্মটি ৩৪১ মিলিয়ন ডলারে কমপ্যাকের কাছে বিক্রি করে দেন। এরপর তিনি ঢ.পড়স শুরু করেন, একটি ফিনটেক উদ্যোগ, যা পরে ঈড়হভরহরঃু-এর সাথে একত্রিত হয়ে চধুচধষ নামে পরিচিত হয়। পেমেন্ট প্ল্যাটফর্মে ১১.৭ শতাংশ শেয়ারের জন্য মাস্ক এখন তার ফ্ল্যাগশিপ ব্র্যান্ড - ঝড়ধপবঢ, ঞবংষধ এবং ঝড়ষধৎঈরঃু-তে বিনিয়োগ করতে সক্ষম হয়েছেন। ২০২০ সালে টেসলার স্টক ভ্যালুতে ৭৪০ শতাংশ বৃদ্ধির পর মাস্ক ২০২১ সালে বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি হয়ে ওঠেন। সম্প্রতি মাস্ক টুইটার ইনকর্পোরেটেডের সঙ্গে একটি বিতর্কিত টেকওভার বিডের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছেন। যেখানে তিনি ৪৩ বিলিয়ন ডলারে মাইক্রো-মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম কেনার প্রস্তাব করেছিলেন। জুন মাসে, মাস্ক ঘোষণা করেছিলেন যে, তিনি এই চুক্তি থেকে সরে আসছেন-এই উদ্ধৃতি দিয়ে যে, টুইটার স্প্যামবট অ্যাকাউন্টের ডেটা ভাগ করতে অস্বীকার করেছে। টুইটার মাস্ককে চুক্তিটি অনুসরণ করতে বাধ্য করার অভিপ্রায়ে তার বিরুদ্ধে মামলা করেছে। অক্টোবরে মামলাটির বিচার হবে।

গৌতম আদানি - সম্পদ ১৪৪ বিলিয়ন ডলার : পৃথিবীর শীর্ষ দশটি ধনী মানুষের মধ্যে তালিকায় নন-টেক উদ্যোক্তাদের মধ্যে একজন গৌতম আদানি। কয়েক মাসের মধ্যে, শক্তির চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় আদানির ভাগ্য প্রসন্ন হয় এবং বিনিয়োগকারীরা তার ব্যবসায় ভিড় জমাতে শুরু করে। ফেব্রুয়ারিতে তিনি এশিয়ার সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি হন। আদানি, যিনি ব্লুমবার্গ বিলিয়নিয়ার্স ইনডেক্সে ১৪ নম্বর হিসাবে বছর শুরু করেছিলেন, তার মোট সম্পদের মূল্য এখন দ্বিগুণেরও বেশি হয়েছে। ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিনি দুই বিলিয়ন ব্যবধানে বেজোসকে ছাড়িয়ে দ্বিতীয় অবস্থানে পৌঁছেছেন।আদানির সাম্রাজ্য প্রথম ১৯৮০-এর দশকে প্লাস্টিক আমদানির ব্যবসা থেকে বেড়ে ওঠে এবং বন্দর কার্যক্রম থেকে শুরু করে বিশ্ব বাণিজ্যে প্রসারিত হয়। বিমানবন্দর পরিচালনা, কয়লা খনি থেকে শুরু করে সিটি গ্যাস নেটওয়ার্ক এর সাথেও জুড়ে গেছে তার ব্যবসা।সেপ্টেম্বরে আদানি গ্রুপের সম্মিলিত বাজার মূলধন *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

ফিলিস্তিন ইস্যুতে দুই রাষ্ট্র সমাধান সমর্থন ইসরায়েলের

নিউ ইয়র্ক: কয়েক দশক ধরে চলা ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘাত অবসানে দুই রাষ্ট্রভিত্তিক সমাধান সমর্থনের বিষয়ে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী ইয়ার লাপিদি। একই সঙ্গে ইরানের পারমাণবিক বোমা নির্মাণ বন্ধ করতে যা কিছু করা দরকার' ইসরায়েল তার সবকিছু করবে বলে পুনরাবৃত্তি করেছেন তিনি। স্বৃহস্পতিবার (২২ সেপ্টেম্বর) জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৭তম অধিবেশনে দেয়া ভাষণে তিনি একথা বলেন। খবর রয়টার্স।

ফিলিস্তিন ইস্যুতে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বলেন, দুই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় বিদ্যমান কিছু প্রতিবন্ধকতা থাকার সত্ত্বেও দুই জনগণের জন্য দুইটি রাষ্ট্রের ভিত্তিতে ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে একটি চুক্তি, ইসরায়েলের নিরাপত্তা, অর্থনীতি ও আমাদের শিশুদের ভবিষ্যতের জন্য সঠিক হবে। তিনি বলেন, এমন এক চুক্তি (দুই রাষ্ট্র বাস্তবায়নে সম্ভাব্য চুক্তি) যা শান্তিপূর্ণ ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবে, যে রাষ্ট্র ইসরায়েলকে হুমকি দেবে না। বেশ কয়েক বছরের মধ্যে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে এ প্রথম *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

৩ সন্তান পুরোপুরি দৃষ্টিশক্তি হারানোর আগে বিশ্ব ঘুরিয়ে দেখাতে চান বাবা-মা

সবারই ভ্রমণের পিছনে আলাদা আলাদা উদ্দেশ্য থাকে। কেউ একঘেয়েমি কাটানোর জন্য প্রতিদিনের ব্যস্ততা থেকে অব্যাহতি নিয়ে কোনও পছন্দের জায়গায় ছুটে যান। কেউ আবার এডভেঞ্চারের আশায় বেড়িয়ে পড়েন ব্যাগ পত্র গুছিয়ে। তবে সম্পূর্ণ এক ভিন্ন কারণে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ শুরু করেছে কানাডার এক পরিবার। কানাডিয়ান দম্পতি সেবাসটিয়ান পেল্লেটিয়ার ও এডিথ লেমায়। তাঁদের চার সন্তান। তাদের মধ্যে তিনজন চোখের বিরল রোগের শিকার। সিএনএন রিপোর্ট করেছে যে সেবাস্তিয়ান এবং এডিথের তিনজন শিশু, যাদের বয়স ১২, ৭ এবং ৫ বছর, তাদের রেটিনাইটিস পিগমেন্টোসা রয়েছে। এটি একটি বিরল চোখের রোগ যা রেটিনার কোষগুলির ক্রমান্বয়ে অবক্ষয় ঘটায়, শেষে দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করে। লেমায়ের মতে, বর্তমানে এই রোগের কোনো প্রতিকার নেই। *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

মেয়েদের ফুটবলে স্বপ্নজয় ও এক অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের প্রতিচ্ছবি

সুমনা গুপ্তা

অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়ে সবাইকে চমকে দিয়েছে বাংলার বাঘিনীরা। বিশ্ব দরবারে উড়িয়েছে লাল-সবুজের বিজয় নিশান। অসীম বিক্রমে বজায় রেখেছে মাতৃভূমির সম্মান।

বঙ্গবন্ধু তার অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশকে যেভাবে দেখতে চেয়েছিলেন, সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে নারী ফুটবল দলটি যেন তারই প্রতিনিধিত্ব করেছে। এই দলটি বাংলাদেশের মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের প্রতিনিধিত্ব করে। বাংলাদেশ যে এই বহুত্বকেই লালন করে, এই দলটি যেন তারই এক প্রতিচ্ছবি।

আবার, যে নারীকে পদে পদে হতে হয় নানা বৈষম্যের শিকার, সেই নারীই অদম্য প্রচেষ্টায় বাংলাদেশকে জিতিয়ে এনেছে। এটা আমাদেরকে আবার ভাবতে শেখায় যে নারীকে অবদমিত করে নয়, বরং দ্বার খুলে পূর্ণ স্বাধীনতা দিলে সেও হতে পারে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র।

মনে পড়ছে বেশ বছর আগের একটি ঘটনার কথা। একজন নারী ফুটবলারকে বাসের মধ্যে হেনস্থা করা হয়েছিল শুধু হাফপ্যান্ট পরে ফুটবল খেলার অপরাধে। আবার, এক নারী ফুটবলারের বাবাকে পেটানো হয়েছিল এই অপরাধে যে তার মেয়ে হাফপ্যান্ট পরে ফুটবল খেলে।

প্রশ্ন জাগে, বেগম রোকেয়া যে অবরোধবাসিনীদের মুক্তির কথা বলেছেন এতগুলো বছর আগে, নারীকে সূর্যস্পর্শা হওয়ার অপরাধে আজও বেড়ি পরতে হয় পদে পদে। যে নারীরা বিজয় ছিনিয়ে এনেছে দেশের জন্য, দেশকে দিয়েছে সম্মান বা পতাকাকে দিয়েছে উচ্চতাড়তাদের এই সফলতার পেছনেও যে কত রক্তচক্ষু বা কত অপমানের ইতিহাস জড়িত, তা সহজেই অনুমান করা যায়। যদি সত্যিকার অর্থেই আমরা যে একটা সভ্য সমাজে বসবাস করার কথা নিজেরা স্বীকার করি, তাহলে সেখানে মানুষের পোশাক নির্ধারণ বা স্বাচ্ছন্দ্যময় পোশাক পরার স্বাধীনতা থাকা উচিৎ। অন্যথায়, সেটা স্বাধীনতার নামে অবদমিত করে রাখা হয়।

লিঙ্গবৈষম্য দূরীকরণ এবং প্রথাগত ধারণাকে ভেঙে ফেলা এখনো সম্ভব হয়নি। বাস্তবতা হলো, একজন নারী বা কিশোরী খেলোয়াড়কে নানা ধরনের বৈষম্য ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে এগিয়ে যেতে হয়। একইসঙ্গে খেলাধুলাকে কেন্দ্র করে একজন খেলোয়াড়, রেফারি, ধারাভাষ্যকার, এমনকি ক্রীড়া সাংবাদিক লিঙ্গবৈষম্যের শিকার হন। নারী ও পুরুষ ফুটবলারদের বেতনেও রয়েছে বৈষম্য। নারী ফুটবলাররা যে টাকা বেতন পান, তা দিয়ে নিজের পরিচর্যা করা, নিজেকে ফিট রাখা বা খেলা চালিয়ে যাওয়াই কষ্টকর। জীবনধারণ করা তো অনেক দূরের ব্যাপার। ক্রীড়াঙ্গনে নারী-পুরুষের আয়ের এই বিশাল বৈষম্য বন্ধ করতে হবে। নারী খেলোয়াড়রা যাতে মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারেন, সেটা নিশ্চিত করতে হবে।

নারীদের অর্জনের মূল্যায়ন খুবই জরুরি। তখনই তারা সামনে এগিয়ে যেতে আরও উৎসাহিত হবেন। খেলাধুলার এই ক্ষেত্রে লিঙ্গবৈষম্য করা উচিত না।

এ ছাড়া, সামাজিকভাবে লিঙ্গবৈষম্য, সমালোচনা ও সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রেও বৈষম্যের শিকার হন নারী খেলোয়াড়রা। ক্রীড়া ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের ভেদাভেদ খুবই দুঃখজনক। এটি নারীর ক্ষমতায়নের অন্তরায়। নারী খেলোয়াড়দের প্রতি তাই রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ বাড়াতে হবে।

আন্তর্জাতিক ফুটবল রেফারি জয়া চাকমা তার এক সাক্ষাতকারে বলেছিলেন,'নারী খেলোয়াড়রা ঠিকভাবে প্রশিক্ষণও পান না। জাতীয় পর্যায়ে যখন খেলার বিষয় আসে, তখন পৃষ্ঠপোষক পাওয়া যায় না। সরকারি বা বেসরকারিভাবে যে আর্থিক সহযোগিতা দরকার, তা পাওয়া যায় না।'

আজ একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও মেয়েদের পোশাকের দোহাই দিয়ে খেলার জগৎ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হচ্ছে বা নানাভাবে সমালোচনা করা হচ্ছে। আমরা অনেকেই জানি না, উপযুক্ত পোশাক পরেও যেকোনো খেলায় অংশগ্রহণ ও ভালো ফলাফল করা সম্ভব। ইদানীং মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে নারীরা বিভিন্ন খেলায় সাফল্যের সঙ্গে অংশ নিচ্ছেন। কাজেই, পোশাক নয়, আমাদের চিন্তার জগতের পরিবর্তন দরকার।

কিছু মানুষ ধর্মান্ধতার বুলি আওরিয়ে সাধারণ মানুষের মন নিয়ে নানা খেলা খেলে নিজেদের ফায়দা লুটতে। এই অগ্নিকন্যারা দেশের জন্য সম্মান নিয়ে এলো। কিছু মতলববাজ কুচক্রীরা এখানেও ধর্মান্ধ কুসংস্কার তুলে ধরার চেষ্টা করতে পিছপা হবে না। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নারীর ক্ষমতায়ন ও সমতায়নে বিশ্বাসী ছিলেন। খেলাধুলায় নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে ১৯৭২ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। আমার দেখা নয় চীন বইটিতে বঙ্গবন্ধু বলেছেন,'নয়াচীনের উন্নতির প্রধান কারণ পুরুষ ও মহিলা আজ সমানভাবে এগিয়ে এসেছে দেশের কাজে। সমানভাবে সাড়া দিয়েছে জাতি গঠনমূলক কাজে। তাই জাতি আজ এগিয়ে চলেছে উন্নতির দিকে।' নয়াচীন সরকারের বিভিন্ন বড় বড় পদে নারীদের অবস্থান বঙ্গবন্ধুকে উজ্জীবিত করেছিল। আর তাই, বাংলাদেশেও তিনি নারীকে সেই সম্মানজনক জায়গাটি দিয়েছিলেন। তার এক পুত্রবধূ ছিলেন বিখ্যাত ক্রীড়াবিদ।

মেয়েদের জন্য বিভিন্ন লীগ চালু করা, কৃতী খেলোয়াড়দের বিদেশে টুর্নামেন্টে খেলার সুযোগ করে দেওয়া, নানা ধরনের অর্থনৈতিক প্রণোদনার ব্যবস্থা করা এবং মেয়েদের উন্নতির জন্য বাফুফের অর্থ বরাদ্দ বাড়ানো দরকার। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোক্তাদেরও এ রকম আয়োজনে উৎসাহিত করা উচিত। তাহলে মেয়েদের মধ্যেও আন্তর্জাতিক পেশাদার মানের খেলোয়াড় তৈরি হবে। তখন দক্ষিণ এশিয়া ছাপিয়ে আমাদের ফুটবল কন্যারা আরও বড় আসরে খেলার চিন্তা করতে পারবেন। আমরা আশা করব, খেলাধুলায় মেয়েদের উৎসাহ ও সাফল্য দেখে এ নিয়ে বিস্তারিত পরিকল্পনা এবং প্রয়োজনীয় বাজেট সংস্থান আজ সময়ের দাবি।

পরিশেষে বলতে চাই, আধুনিক সমাজে নারী-পুরুষ সকলেরই মৌলিক অধিকার এক ও অভিন্ন। তাই, বাংলাদেশের বাঘিনীরা যে বিজয় তিলক আমাদের পরিয়ে দিলো, তার যথাযথ মূল্যায়ন জরুরি। বেতন-ভাতাসহ সব বিষয়ে নারী হিসেবে নয়, একজন খেলোয়াড় হিসেবে স্বীকৃতির দাবিদার তারা। সব বাঁধার বিন্ধ্যাচল ভেঙে নারী এগিয়ে যাক তার আপন মহিমায়।

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুলের ভাষাতেই বলি,'কোনোকালে একা হয়নিকো জয়ী পুরুষের তরবারি, প্রেরণা দিয়াছে শক্তি দিয়াছে বিজয়লক্ষ্মী নারী।'

বিশ্ব দরবারে স্বদেশের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখা এই বীর বাঘিনীদের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে জানাই অভিবাদন। - সুমনা গুপ্তা, শিক্ষক, ইংরেজি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষক ও কলাম লেখক । দ্য ডেইলি স্টারের সৌজন্যে

অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ বিনির্মাণ সম্ভব?

সৈয়দ আব্দুল্লাহ আল মামুন চৌধুরী

বাংলাদেশের বর্তমান মানবসমাজ সেই আদিম কৌম সমাজ থেকে সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ও পরাধীনতার যুগ পেরিয়ে একটি সামাজিক যুদ্ধ বা জনযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন হয়েছে। আমরা শোষকের বিরুদ্ধে লড়াই করে একটি মুক্ত সমাজ গঠন করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু এরূপ একটি মুক্ত সমাজ গঠন করতে যে দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক প্রশিক্ষণ প্রয়োজন; তা স্বাধীনতা-পরবর্তী রাজনৈতিক নেতারা সার্থকভাবে শুরু করতে পারেননি। একটি লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী সময়ে বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণির মধ্যে ঐক্য হয়েছিল বটে, কিন্তু সবার সামগ্রিক অভীষ্ট লক্ষ্য এক ছিল না। পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোর মধ্যে সে ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদানও সম্ভব হয়নি। ফলে শত শত বছরের অধীনতামূলক মিত্রতার মনস্তাত্ত্বিক অবশেষ এবং বিনষ্ট সম্প্রীতির কুপ্রভাব থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পারিনি। বর্তমান বাঙালি সমাজ এই ক্ষতই বহন করে চলেছে।

একটি সাম্প্রদায়িক উন্মাদনার মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষ বিভক্ত হওয়ায় পাকিস্তানে জনমনে সাম্প্রদায়িক মনোভাবের রেশ রয়ে গিয়েছিল। পূর্ববাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণও তাদের এক প্রজন্ম আগের স্মৃতি অর্থাৎ হিন্দু জমিদার ও এদের পাইক-পেয়াদার নির্মম অত্যাচারের কথা ভুলে যায়নি। এই দুঃসহ স্মৃতিকে পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করে পাকিস্তানের ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলো জনগণকে সাম্প্রদায়িক মনোভাবে আচ্ছন্ন করে তাদের স্বার্থ হাসিল করতে তৎপর ছিল। এর বিপরীতে প্রগতিশীলদের এক দল সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন নিয়ে কাজ করে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় নিষেধাজ্ঞা ও নিগ্রহের শিকার হয়ে এরা প্রকাশ্য ও নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে সক্ষম হয়নি। তা ছাড়া সমাজতান্ত্রিক আদর্শের বৈশ্বিক মেরুকরণ তাদের দ্বিধাবিভক্ত করে ফেলে। এর প্রভাব ছিল স্পষ্ট ও সুদূরপ্রসারী। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে তাই এরা নিয়মতান্ত্রিকভাবে অগ্রসর হওয়ার পরিবর্তে উগ্রবাদকে বেছে নেয়।

প্রগতিশীলদের অপর অংশ, যারা মূলধারা বলে পরিচিত, তাদের নেতৃত্ব দেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি ছিলেন নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রবক্তা। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর থেকে তিনি একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে কাজ করতে সক্ষম হন। ১৯৬৬ সালে ৬ দফা দেওয়ার মাধ্যমে তিনি তাঁর অবস্থান স্পষ্ট করেন এবং মাত্র ৫০ দিনে ৩২টি জনসভা করে ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে গড়ে ওঠা জাতীয়তাবাদী জনতাকে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হন। পূর্ববাংলার মানুষ তাঁর মধ্যেই তাদের লক্ষ্য হাসিলের নেতৃত্ব দেখতে পায়।

প্রগতিশীলদের মূলধারার সঙ্গে সমাজতন্ত্রীদের সব গ্রুপেরই যোগাযোগ ও রাজনৈতিক আদান-প্রদান ছিল। রাষ্ট্রকে স্বাধীন করার ব্যাপারেও ছিল মতৈক্য। কিন্তু চূড়ান্ত লক্ষ্য এক ছিল না। সম্ভবত চূড়ান্ত লক্ষ্য নিয়ে কোনো সমঝোতাও হয়নি। এ জন্য দেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই মূলধারার জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে সমাজতন্ত্রীদের দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। তারা নানা ব্যক্তিস্বার্থে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পারস্পরিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। এরই সুযোগ গ্রহণ করে সাম্প্রদায়িক ও স্বাধীনতাবিরোধী গোষ্ঠী। প্রগতিশীলদের অন্তর্দ্বন্দ্ব পরিত্যক্ত সাম্প্রদায়িক ও স্বাধীনতাবিরোধী গোষ্ঠীকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে দেয়। ফলে স্বাধীনতার সুফল ছিনতাই হয়ে যায়। রাষ্ট্রটি আবার শোষক শ্রেণির হাতে গিয়ে পড়ে। বিগত ৫০ বছরে এই শ্রেণিটি এতটাই পরিপুষ্ট হয়েছে যে, রাষ্ট্রকে আর তাদের হাতের মুঠো থেকে বের করা যাচ্ছে না। একটি শক্তিশালী সমাজবিপ্লব ভিন্ন সেটি সম্ভবও নয়।

বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা কী? এ দেশে একটি শ্রেণি বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫) পরবর্তী হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণুতার উত্তরাধিকার বহন করে চলেছে। ১৯১৬ সালের লক্ষ্ণৌ চুক্তি, ১৯২৩ সালের বেঙ্গল প্যাক্ট, ১৯৪৬ সালের বসু-সোহরাওয়ার্দী প্রস্তাব, ১৯৪৮-৫২র ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৮-৬৮ পর্যন্ত আইয়ুবীয় নিষ্পেষণ, ১৯৭১ সালের গণহত্যা এদের বোধোদয় ঘটাতে পারেনি। অপর শ্রেণিটি ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী সমাজ নির্মাণে আগ্রহী; কিন্তু পুঁজিবাদী মনোভাব থেকে বেরিয়ে আসতে পারছে না। বিগত ৫০ বছরে বিভিন্ন রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের মধ্য দিয়ে উভয় শ্রেণিই তাদের ঘোষিত আদর্শিক অবস্থান থেকে সরে এসেছে এবং পুঁজিবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

জনগণ প্রকৃত সংগ্রামের লক্ষ্য নিয়েই অংশ নিয়েছিল; কিন্তু প্রতিবারই প্রতারিত হয়েছে। প্রতিবারই দেখা গেছে, সংগ্রামের ফসল উঠেছে কায়েমি স্বার্থবাদীদের ঘরে। আমাদের জাতীয় সংসদের দিকে দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে। প্রতিটি দলই নির্বাচনে তাদের বেশিরভাগ প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দিয়েছে কালো টাকার মালিকদের; তৃণমূল কর্মীদের কেউ মূল্যায়ন করেনি। সুতরাং বাংলাদেশের রাজনীতি ও সমাজের প্রধান রোগটি হলো- পুঁজিবাদী আদর্শের কাছে আত্মসমর্পণ। সাম্প্রদায়িকতা, নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতা প্রভৃতি ওই রোগের উপসর্গ। সাম্যবাদী আদর্শের প্রসার ভিন্ন এসব উপসর্গ থেকে আশু মুক্তির সম্ভাবনা নেই।

পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় সবকিছুই পণ্য, আর সব সম্পর্কই নির্ণীত হয় লাভ-ক্ষতির নিরিখে। এখানে নীতি-নৈতিকতা, ধর্ম-সংস্কৃতি, প্রেম-ভালোবাসা এমনকি জাতীয়তাবাদেরও কোনো স্থান নেই। পুঁজিবাদীদের কোনো দেশ নেই; এদের কোনো দেশপ্রেমও নেই। এদের ধর্ম হলো অর্থ। এরা অর্থের পূজারি। দেশীয় পুঁজিবাদীরা বিশ্বপুঁজিবাদের স্থানীয় এজেন্ট। এরা এদের পুঁজির নিশ্চয়তার জন্য সমাজ-সংস্কৃতি-রাজনীতিকে এমনভাবে কলুষিত করে যে, সমাজে নেতৃত্ব ক্রয়ক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। রাষ্ট্রীয় আইনের বাধ্যবাধকতার কারণে এরা এদের উপার্জনের একটি অংশ সামাজিক খাতে ব্যয় করে বটে, তা দিয়ে সামাজিক পরিবর্তন সম্ভব নয়। এরা রাষ্ট্রের সম্পদের ওপর জনগণের মালিকানাতত্ত্বে বিশ্বাস করে না। আজকের বাংলাদেশে যে নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়; মাদকের ছড়াছড়ি; নারীর প্রতি সহিংসতা; সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস; দুর্নীতি ও কালো টাকার দৌরাত্ম্য- সবকিছুর মূলে রয়েছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা থেকে সরে গিয়ে পুঁজিবাদের কাছে আত্মসমর্পণ।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ছিল শোষণমুক্ত, অসাম্প্রদায়িক সাম্যবাদী সমাজ নির্মাণ; যে সমাজে রাষ্ট্র হবে ধর্মনিরপেক্ষ। রাষ্ট্র নিশ্চয়তা দেবে সমাজের উৎপাদিত সম্পদের সুষম বণ্টনের। নিশ্চয়তা দেবে প্রত্যেক নাগরিকের মৌলিক চাহিদা পূরণ ও মানবাধিকারের। স্বাধীনতা সংগ্রামীরা এমন রাষ্ট্র নির্মাণের স্বপ্ন দেখেই অকাতরে জীবন দিয়েছিল। এমন রাষ্ট্র নির্মাণের জন্য চাই একটি প্রবল সমাজ বিপ্লব। পুঁজিবাদকে হয়তো নির্মূল করা সম্ভব নয়, তবে এর লাগাম টেনে ধরে সাম্যবাদী সমাজ নির্মাণ খুবই সম্ভব। সেই কাজটি করতে পারে বাংলাদেশের তরুণ সমাজ। ড. সৈয়দ আব্দুল্লাহ আল মামুন চৌধুরী: সভাপতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। দৈনিক সমকাল এর সৌজন্যে

বারী সুপার মার্কেট
BARI SUPERMARKET
1412 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462
Tel: 347-810-0087, 646-427-4867
পার্টি হলে বুকিং নেওয়া হচ্ছে
HALAL حلال FOOD
WE ACCEPT EBT
আমরা ইবিটি ও ফুড স্ট্যাম্প গ্রহণ করি
ria Money Transfer
Munmun Hasina Bari
Chairman
Bari Supermarket
আপনজনদের সেবা করে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিন
বারী হোম কেয়ার
BARI HOME CARE
Passion of Seniros of NY Inc.
Your Health Our Care
চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশি ঘণ্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন
কাজ করার জন্য কোন ট্রেনিং বা সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই
মাসিক ৮০০ ডলার বাড়ী ভাড়ার সুযোগ।
মাসিক ১৭০ ডলার OTC কার্ড এর সুযোগ (CenterLight MLTC)
ফ্রি মোবাইল ও আই প্যাড এর সুযোগ।
Jackson Heights Office:
37-16 73rd St, 4th Fl.
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100
Jamaica Office:
169-06 hillside Ave,
2nd Fl.
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163
Bronx Office:
2113 Starling Ave.
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel: 718-319-1000
Buffalo Office
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973
Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901
Ozone Park Office:
33 101 Ave,
Brooklyn, NY 11208
Tel: 718-942-5554
Brooklyn Office:
509 Mcdonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-240-6588
Cell: 347-777-7200
Buffalo Office:
59 Walden Ave.
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711
Asef Bari (Tutul)
C.E.O.
CALL US TODAY:
718-898-7100, 631-428-1901
Fax: 646-630-9581
info@barihomecare.com
www.barihomecare.com

পদে পদে দোষ ‘মেয়েমানুষ’ কবে মানুষের মর্যাদা পাবে

শামীমা নাসরিন

সমাজের টিপ্পনীকে পাশে রেখে যারা নিরঙ্কুশ সমর্থন দিয়েছেন তাদের জন্য কাপ জিততে চেয়েছেন বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের খেলোয়াড় সানজিদা আক্তার। চেয়েছেন অনুজদের বন্ধুর পথ কিছুটা হলেও সহজ করে দিতে।

সাফ উইমেনস চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠার পর সানজিদা ফেসবুকে এই স্ট্যাটাস দিয়েছিলেন। কাপ জিততে পেরেছেন সানজিদারা। প্রথমবারের মত নারী সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপাএসেছে বাংলাদেশে।

কিন্তু সমাজের যে টিপ্পনীর কথা ওই মেয়েরা বলেছে বা যে বন্ধুর পথ আগামী দিনে কিছুটা সহজ হওয়ার আশা তারা মনে লালন করছে তার কতটুকু পূরণ হবে?

শুধু এই মেয়েগুলোই যে বাধার পাহাড় ঠেলে খেলার মাঠে পৌঁছেছে তা তো নয়। বরং বাংলাদেশের প্রতিটি মেয়েকে এগিয়ে যেতে এই বাধার পাহাড় ঠেলতে হয়। তা সে সমাজের যে স্তরের মানুষই হোক না কেনো।

মেয়েদের প্রথম বাধা আসে তার নিজ পরিবার থেকেই। এই ২১ শতকে এসেও বাংলাদেশের বেশিরভাগ পরিবার ছেলে সন্তানের আশা করে। প্রথমটি মেয়ে হলে তাও মানা যায়। তারপর একটা ছেলে চাই চাই। বংশ রক্ষা করতে হবে যে। যেন কোন রাজবংশ!আমার পরিবারের কথাই বলি। আমরা পরপর চার বোন, আমি সবার বড়। একটি ছেলে সন্তানের জন্য ঈশ্বরের কাছে বাবা-মার আকুতি আমি নিজ চোখে দেখেছি। আশেপাশের লোকজন, বন্ধু-স্বজনেরা নিয়মিত বাবা-মা কে শোনাতো তাদের কোনো ছেলে নেই, তাদের কী হবে। ভবিষ্যতে কে তাদের দেখবে!

বাবার মৃত্যুর পর সমাজ আরো বেশি করে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে আমি মেয়ে। তাই অনেক কিছু আমি করতে পারবো না! সেই অনেক কিছুর মধ্যে একটার গল্প বলি। বাবা মারা যাওয়ার পর আমাদের একটি জমিতে সীমানা প্রাচীর তুলতে গেলে আশেপাশের কিছু লোক বাধা দিলেন। বিরোধ মেটাতে দৃশ্যপটে হাজির হলেন স্থানীয় কমিশনার। আমাদের ডাকা হলে গেলাম আমি আর মা। তিনি দুই নারীকে দেখে মুখের উপর বলে দিলেন ‘মেয়েমানুষের’ সঙ্গে তিনি কথা বলবেন না, পুরুষ কাউকে ডাকুন।

ততদিনে আমি স্নাতকোত্তর পরীক্ষা দিয়ে ফেলেছি। তাই নিজেকে উচ্চশিক্ষিত বলে দাবি করতেই পারি। আমার মাও বিচক্ষণ মানুষ। কিন্তু যেহেতু আমরা ‘মানুষ নই মেয়েমানুষ মাত্র’ তাই তিনি আমাদের কথা বলার যোগ্যই মনে করেননি।

আমরা তাকে বললাম, কথা বললে আমাদের সঙ্গেই বলতে হবে। কারণ, তখন আমাদের পরিবারে একমাত্র ‘পুরুষ’ আমার ছয় বছরের ভাই। কমিশনার সাহেব হুকুম জারি করলেন চাচাদের কাউকে ডাকুন। আমরা জেদ ধরে বসে থাকলাম, জমি যেহেতু আমাদের। কথা বললে আমাদের সঙ্গেই বলতে হবে। এই জেদের কারণে কম ভুগতে হয়নি। দুই বছর রীতিমত যুদ্ধ করে ওই জমিতে সীমানা প্রাচীর দিতে পেরেছি।

শুধুমাত্র নারী হওয়ার কারণে এই ধরনের ভোগান্তি প্রতিটি নারীকেই প্রতিনিয়ত সহ্য করতে হয়।

পরিবারে, সমাজে, রাস্তাঘাটে, গণপরিবহনে, কর্মক্ষেত্রে নারীকে প্রতিনিয়ত হেনস্তা হতে হয়, অপমানিত হতে হয়, যৌন নিপীড়নের শিকার হতে হয়, লড়াই করতে হয়। এই লড়াইয়ে জিতে, বাধার পাহাড় ঠেলে খুব কম নারীই পারেন নিজের লক্ষ্যে পৌঁছাতে। যেমনটা পেরেছেন সাবিনা-কৃষ্ণা-মণিকা-মারিয়া-সানজিদারা।

যেমনটা পেরেছে বিউটি খাতুন। আমাদের গ্রামেরই মেয়ে। ওর এসএসসি পরীক্ষার রেজাল্টের দিন আমরা গ্রামের বাড়িতে ছিলাম। ওর বাবা ওকে আর মিষ্টির প্যাকেট হাতে নিয়ে আমার মাকে সালাম করতে আসে। বলে, ভাবি অনেক পড়ছে এবার

বিউটির জন্য একটা ভালো ছেলে খুঁজে দেন। বিয়ে দিব। আম্মা সঙ্গে সঙ্গে বলেন, কেনো বিয়ে দেবে? আরেকটু পড়ুক। বিউটির আরো দুইভাই লেখাপড়া করে। তিনজনের পড়ার খরচ ওর বাবার পক্ষে চালানো সম্ভব নয়। তাই মেয়ের লেখাপড়ার ইতি টানার সিদ্ধান্ত। অথচ দুই ভাইয়ের তুলনায় বিউটির লেখাপড়ায় আগ্রহ বেশি। ওই রাতে বিউটি আবার এসেছিল আমাদের বাড়িতে। কেঁদেকেটে চোখ ফুলিয়ে বলেছিল, আব্বাকে একটু বলেন। আমি পড়তে চাই।

পড়তে গিয়ে ওকে গ্রাম ছাড়তে হয়েছে। আম্মা ওকে আমাদের শহরের বাসায় নিয়ে যায়। নিজের পড়ার খরচ নিজেই যোগাড়ের চেষ্টায় টিউশনি করেছে, ছোটখাটো কাজ করেছে। থাকা-খাওয়া দেয়া ছাড়া আম্মা খুব একটা সাহায্য করতে পারেন নাই। তার মেয়েরাই তখন পড়ছে।

বিউটির বাবা বেশ কয়েকবার এসেছিল ওকে নিয়ে যেতে। ও যায় নাই। এইচএসসির পর ঢাকায় পড়তে চায়। কিন্তু কেউ সাহায্য করেনি। নিজেই পত্রিকা ঘেঁটে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিনাপয়সায় ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারিতে পড়ার ব্যবস্থা করে। থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছিল। আত্মীয়-স্বজন, পাড়াপ্রতিবেশী সবার টিপ্পনি উপেক্ষা করে ও ঢাকায় চলে যায়। তিন বছরের কোর্স শেষ করে নিজের চেষ্টায় চাকরি যোগাড় করে। চাকরি করতে একাই চলে যায় কক্সবাজার। এখন বিউটি সরকারি চাকরি করে। মিডওয়াইফ পোস্টে চাকরিও পেয়েছে নিজের যোগ্যতাতেই। নিজের চাকরির টাকায় বাবাকে পাকাবাড়ি বানাতে অনেকখানি সাহায্য করেছে। বিয়ে করেছে, সন্তান হয়েছে। গ্রামের সবাই এখন বিউটিকে ভালোবাসে।

ওর ছেলেকে দেখতে গিয়েছিলাম ওদের বাড়িতে। আনন্দে ঝলমল করছে ওর মুখ। বলেছে, ‘‘আপা খুব ভালো আছি। যদি আমার মেয়ে হয় ওকে আমার মত কষ্ট করতে দেব না।’’

বিউটি চাইলেই কী ওর মেয়ের বেড়ে ওঠার পথ প্রতিবন্ধকতা মুক্ত করতে পারবে? সমাজ কী সেটা হতে দেব? আমরা কী সেটা হতে দেব?

সাফ জয়ী জাতীয় নারী ফুটবল দলের আটজনই ময়মনসিংহের ধোবাউড়ার অজপাড়া কলসিন্দুর এর মেয়ে। ওরা যখন খুব ছোট তখন কলসিন্দুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাবেক সহকারী শিক্ষক মোহাম্মদ মফিজ উদ্দিনের হাত ধরে ওরা মাঠে নেমেছিল। তাদের মাঠে আনার গল্প করতে গিয়ে এই শিক্ষক বলেন, ওদের তখন হাফপ্যান্ট পরার বয়স। তারপরও পরিবার থেকে খেলতে দিতে চায়নি। গ্রামের লোকজনও অনেক কটু কথা বলেছে। অনুশীলনের পর ওদের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থাও ছিল না।

মেয়ে ফুটবল খেললে পুরো পরিবার দোজখে যাবে বলে দিনের পর দিন ভয় দেখানো হয়েছে জাতীয় দলের স্ট্রাইকার রংপুরের মেয়ে সিরাত জাহান স্বপ্নার পরিবারকে। এখন সবাই ওদের প্রশংসা করছে। কলসিন্দুর আরো অনেক মেয়ে এখন ফুটবল খেলছে। পরিবার থেকেও আগের মত বাধা নেই। কিন্তু কলসিন্দুর বাইরের বাংলাদেশের পরিস্থিতি এখনো বলতে গেলে আগের মতই আছে। গ্রামে এখনো কিশোরী মেয়েকে দ্রুত বিয়ে দিতে চেষ্টা করে বেশিরভাগ পরিবার।

শহরে যদিও পরিস্থিতি খানিকটা পাল্টেছে। শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে মেয়েরা এখন ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে পুরুষদের তুলনায় নারীদের অংশগ্রহণ এখনো খুবই নগণ্য। এখনো ভাবা হয় বিয়ে নারীর জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য। বিয়ের পর সে সংসার ও সন্তান পালনে অধিক মনযোগ দেবে। তাই বিয়ের আগে অনেক নারী চাকরি বা ব্যবসা করলেও বিয়ের পর দুইদিক সামাল দিতে না পেরে নারীকে ক্যারিয়ার বিসর্জন দিতে হয়। যে অল্প কয়েকজন দুইদিকে ভারসাম্য রেখে চলতে চান, তাদেরও প্রতিনিয়ত শুনতে হয় কটু কথা। পরিবার থেকে বলে, তুমি ঠিকমত সংসার করছো না। সন্তানদের সময় দিচ্ছো না। ওদিকে, কর্মক্ষেত্র থেকেও দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। সব দায় *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

অন্যদের কেন নীচে নামিয়ে আনন্দ পাই

এইচ বি রিতা

একটা সময় মা-দাদিদের মুখে শুনতাম-ব্যবহারে বংশের পরিচয়। ছোট ছিলাম, তাই এই ধারণাটার বিপক্ষে পা রেখেছি সব সময়। বাস্তবতা ছেড়ে আবেগ নিয়ে খেলতে খেলতে ভেবেছি, ‘‘বংশ পরিচয় কী, ব্যবহার কী? মানুষ-ই হলো সত্য।চ যদিও এখনো পর্যন্ত মানুষ হবার সম্পূর্ণ সংজ্ঞাটাও জানতে পারিনি। তবে, সময়ের সাথে জানতে পেরেছি,ও মানুষ সত্যের মূলেও যা যা নৈতিক, মানবিক, সামাজিক গুণাবলী থেকে যায়, তার মধ্যেই সম্পৃক্ত রয়েছে মানব মন ও আচরণ। আজ মনস্তত্ত্ববিদরাও মন কীভাবে কাজ করে সে সম্পর্কে তাদের তত্ত্বগুলি পরীক্ষা করার জন্য মানুষের আচরণকে-ই মূল তথ্য হিসাবে গ্রহণ করেন।

আমাদের রোজকার চলতি পথে প্রায়শই আমরা এমন সব ব্যক্তিদের সাথে পরিচিত হই, যারা দখলদারিত্ব করতে পছন্দ করেন, অন্যকে নীচে নামাতে আনন্দবোধ করেন। এই সব কাজগুলো কখনো কখনো ছোট শিশুদের থেকে শুরু করে পরিণত বয়স্কদের দ্বারাও ঘটে।

আমরা অনেকেই আশেপাশের মানুষগুলোর সাথে চলতে গিয়ে তাদের উপর নিজের দখলদারিত্ব আরোপ করতে পছন্দ করি। সেটা করতে সক্ষম না হলেই আমাদের মেজাজ, আচরণের ধরণ বদলে যায়। আমরা অনেক সময় ব্যক্তির বিপক্ষে নানান সমালোচনা, নেতিবাচক তথ্যের মাধ্যমে তাকে খারাপ হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করতে চাই, অন্যদের কাছে নীচে নামানোর চেষ্টা করি। এই কাজগুলো করতে মূলত অপরপক্ষ থেকে নির্ধারিত কোন ঘটনা প্রবাহের দরকার হয় না, এগুলো আমাদের পছন্দ ও দখলের বাইরে চলে যাওয়া কোন কিছুর প্রতি আমাদের অগ্রহনযোগ্যতা ও রাগের প্রতিক্রীয়া।

যখন কেউ আপনাকে নিচে ফেলতে চেষ্টা করবে, তখন এর পিছনে একটি উদ্দেশ্য, কারণ বা লক্ষ্য থাকবে যা ব্যক্তিটি অর্জন করতে চায়। এই ক্ষেত্রে তারা অবমাননাকর মন্তব্য অবলম্বন করবে, অন্য ব্যক্তি বা তাদের প্রচেষ্টাকে উপেক্ষা করবে বা অভদ্র এবং প্যাসিভ আক্রমনাত্মক মন্তব্য করবে। অন্যদের কম গুরুত্ব দেয়া, হতাশ বা ছোট করা- তাদের সুখ ও আনন্দ দেয়।

কেন কেউ কেউ অন্যদের নীচে নামিয়ে নিজেরা ভাল বোধ করেন? এই ধরনের আচরণের জন্য মনোবিজ্ঞানের গবেষণায় বিভিন্ন কারণ রয়েছে। যেমন- আত্মসম্মানের অভাব, নিজেকে অন্যের কাছে হুমকি বা অনিরাপদ অনুভব করা, কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য, অন্যদের কাছে নিজেকে সর্বাবস্থায় গ্রহণযোগ্য করার প্রবণতা, নিজেকে উচ্চতর বা সেরা কিছু ভাবতে পছন্দ করা....ইত্যাদি।

কাউকে অন্যদের কাছে নীচে নামিয়ে নিজেকে উচ্চরর ভাবার কারণগুলি ব্যাখ্যা করার আগে আসুন জেনে নেই মনোবিজ্ঞান কী এবং এটি কীভাবে এই ধরনের আচরণকে ব্যাখ্যা করে!

মনোবিজ্ঞান হল মানুষের মন এবং আচরণের বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন। বিশেষ করে মনের উন্নয়ন, সামাজিক, জ্ঞানীয় এবং আবেগগত প্রক্রিয়ার মতো ক্ষেত্রগুলির ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞান খেলাধুলা, সরাসরি শিক্ষা এবং ক্লিনিকাল অ্যাপ্লিকেশন সম্পর্কিত বিষয়গুলিও অধ্যয়ন করে। মনোবিজ্ঞানের লক্ষ্যই হলো প্রথমে পর্যবেক্ষণের মতো পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে মানুষের আচরণ বর্ণনা করা। মনোবিজ্ঞান অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক কারণগুলির কথা মাথায় রেখেই মানুষের আচরণ ব্যাখ্যা করতে চায় যা আচরণগত ফলাফল নির্ধারণে একটি বড় ভূমিকা পালন করে।

মনোবিজ্ঞানের এই পদ্ধতি-শৃঙ্খলা আমাদের সচেতন এবং অচেতন মনকেও পরীক্ষা করে। সচেতন মন এমন সব কিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে যা আমরা জানি। আর অচেতন মন আমাদের অভ্যন্তরীণ এবং অজানা বা অবাস্তব প্রেরণা, আকাঙ্ক্ষা, অনুভূতি এবং

চিন্তাভাবনাগুলিকে ধারণ করে। অর্থাৎ, সচেতন মন হলো আমাদের জাগ্রত চেতনা, আর অচেতন মন হলো জাগ্রত চেতনার বাইরের কিছু।

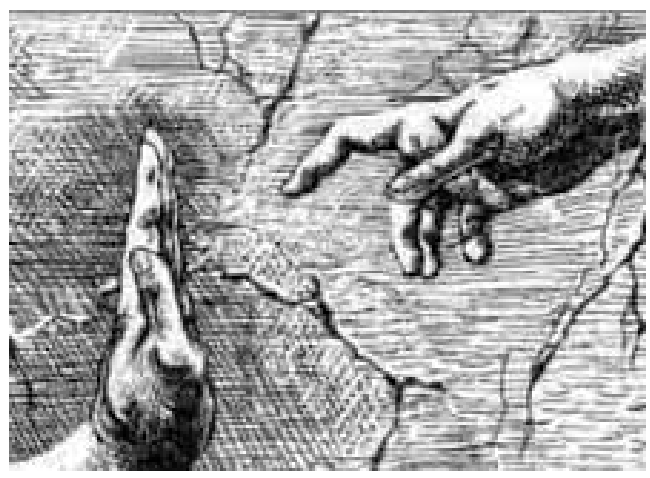

মনোবিজ্ঞানে শুধুমাত্র আচরণ নয়, বরং চিন্তা ও আবেগের ক্ষেত্রেও অনেক ফোকাস দেওয়া হয়। মনোবিজ্ঞানের শাখাগুলি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে যে আমাদের আবেগগুলি যদিও বিভিন্ন তত্ত্ব ব্যবহার করে, তবুও আবেগগুলিকে শারীরবৃত্তীয় ঘটনাগুলির একটি সিরিজ হিসাবে বর্ণনা করা হয়, যা একটি নির্দিষ্ট প্রসঙ্গে ঘটে। জ্ঞানীয় থেরাপির মতো অনেক চিকিৎসাই মানুষের চিন্তাভাবনাগুলোকে বোঝা এবং গঠনের উপর ভিত্তি করে করে থাকে। যখন আচরণকে আরও উন্নত করার জন্য চিত্র আকারে উপস্থাপন করা হয়, তখন এই ধরনের চিকিৎসা জ্ঞানীয় আচরণগত থেরাপির অধীনে আসে।

এবার দেখা যাক মানুষ কীভাবে অন্যকে নীচে নামায়-

অন্যকে অপমান করা, অপদস্ত করার কাজটি হলো মূলত- যখন কেউ কোন ব্যক্তির কাজ, অনুভূতি, অর্জন বা চিন্তাকে তুচ্ছ বা ছোট মনে করে। ব্যক্তিরা এক্ষেত্রে অন্যকে ছোট করবে এবং গুরুত্ব দিবে না। এটি কারো আত্মসম্মানের উপর খুব বড় প্রভাব ফেলতে পারে এবং তাদের নিজেদের প্রচেষ্টা বা কৃতিত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারে।

অন্যকে ছোট করার অনেক উপায় রয়েছে। ধরুন, আপনি একটি দুর্লভ কাজ করতে সক্ষম হয়েছেন। এখন কোন ব্যক্তি হয়তো আপনার কৃতিত্ব সম্পর্কে মন্তব্য করতে পারে যে, এটি কোন বড় ব্যাপার নয়। আপনার দ্বারা সম্পন্ন করা কাজের সাফল্যের কৃতিত্ব হয়তো তিনি অন্য কাউকে দিতে পারেন। কিংবা বলতে পারেন যে, এটি ঘটনাক্রমে হয়েছিল। অন্যরা কীভাবে আপনাকে ছোট করতে পারে তার আরো একটি দুর্দান্ত উদাহরণ হলো-আপনার অনুভূতিগুলিকে খারিজ করা। তারা এমন কিছু করবে যা আপনাকে আঘাত করবে বা অন্যদেরকে আপনার সংবেদনশীল স্থানগুলি বেছে নিতে উৎসাহিত করবে, যা আপনাকে আহত করতে পারে। এবং অবশেষে বলবে যে, আমি তো মজা করেছি।

কেন মানুষ অন্যদের নীচে নামিয়ে নিজেরা ভাল বোধ করেন?

অনেকেই নিজেদের স্ব-সম্মানের অভাবের কারণে অন্যদের নীচে নামাতে পছন্দ করেন। ব্যক্তিরা যখন নিজেদের সেরা হিসাবে উপস্থাপন করতে কঠোর পরিশ্রম ও চেষ্টার পরও ব্যর্থ হোন, তখন তারা একটি সহজ পদ্ধতি অবলম্বন করেন। এই পদ্ধতিটি-ই হলো অন্য ব্যক্তিকে টেনে নীচে নামানো। তারা অন্যদের মানসিকভাবে দুর্বল বা দুঃখী বোধ করানোর চেষ্টা করেন - ঠিক যেমনটা তারা নিজেরা অনুভব করেন। বিষয়টা এমন যেনো- আমি যা পাইনি তা তুমি কেন পাবে?

অনেকক্ষেত্রে এই কাজটা করেই তারা নিজেদের আত্মসম্মান বৃদ্ধি করেন। কীভাবে? কারণ তারা ইতিমধ্যেই টার্গেটেবল কাউকে জনসমাজে বা অন্যদের কাছে ছোট করতে সক্ষম হয়েছেন যাতে করে ব্যক্তির জীবন বা কাজের মান হ্রাস পেয়েছে। আর তাই অন্যকে ছোট করা ব্যক্তি মনে করছেন যে, এখন আমি সবার কাছে ভালো একটা স্তরে আছি। এই ভালো স্তরে থাকার বিষয়টা মূলত ব্যক্তির অর্জন নয়, বরং অন্যকে এক ধাপ নিচে নামাতে পারার কারণে বোধ করা।

অনেক সময় কোন ব্যক্তি যখন নিজেকে অন্যের মেধা ও সাফল্যের কাছে হুমকিস্বরুপ উপলব্ধি করবেন, তখন তিনি অন্যকে ছোট করার কাজটা করতে চাইবেন। কোন ব্যক্তির দক্ষতা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, আন্তঃব্যক্তিক দক্ষতা, শরীর বা চেহারা, এমনকি কর্মজীবনে সাফল্য- এই বিষয়গুলোও কারো জন্য নিজ অস্তিত্ব রক্ষায় হুমকি বলে মনে হতে পারে। আর তাই তারা সেই ব্যক্তিকে নিকৃষ্ট বোধ করাতে যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন যাতে তারা নিজেরা নিরাপদবোধ করতে পারেন। *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার

Earn by taking care of your Parents, Father in Law,
Mother in Law, Friends, Neighbor, Love ones and get paid weekly.

We Pay Highest Payment

No training is necessary and we do not charge any fee.

Call Today:

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	87-54 168th Street, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	859 Fillmore Ave
Jackson Heights, NY 11372	Jamaica, NY 11432	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14212
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549

লালন আমাদের কেন প্রয়োজন?

আনিসুর রহমান

আমাদের রাজনীতি হবে, সেইসঙ্গে অন্য অনেক নীতিও থাকবে। তবে সেইসব নীতিতে লালনকে উপেক্ষা করলে আমরা আর আমরা থাকি না। আমাদের আত্মপরিচয়ের প্রয়োজনে, আমাদের অস্তিত্বের নিশানায় লালনের বড় প্রয়োজন।

জীবন দুনিয়ার বড় পাঠশালা। সেই পাঠশালার শিক্ষার্থী ধরাধামের সকলে। তবে কাল জয় করে এই পাঠশালার পাঠ বিরল কিছু মানুষকে মনীষীর আসনে বসায়। আমাদের লালন ফকির ছিলেন এরকম একজন বিরল মানুষ। যিনি মনীষী, দার্শনিক আর কবি। তার জীবনের বহুল পঠিত ও বোধগম্য গল্পটা আমরা প্রায় সকলেই কম আর বেশি জানি। যাকে তীর্থযাত্রায় সঙ্গীরা মৃত ভেবে নদীতে ভেলায় ভাসিয়ে দিয়েছিল। শেষে সেই মৃত ঘোষিত লালন ভাসতে ভাসতে ভাটি পারের এক তীরে ভিড়েছিল। হিন্দু মায়ের পুত এক মুসলমানের সেবাযত্নে সুস্থ হয়ে বেঁচে উঠেছিল। মৃত ঘোষিত সেই লালন বেঁচেছিলেন ১১৭ বছর। সারাজীবনে তিনি বেঁচেছিলেন 'না হিন্দু', 'না মুসলমান' মায়ের পুত হিসেবে। তিনি বেঁচে থাকলেন একজন 'মানুষ মা'য়ের পুত বা মানবসন্তান হিসেবে।

ঋতুর পালাবদলের মতো গাছের পাতা ঝরে, পাতা ধরে, ফুল ঝরে আর ফুল ফোটে। ধরে ফল। সেই ফল হয় পরিপক্ক। লালনের জীবন ছিল বৃক্ষসম। তিনি স্থির ছিলেন মননে, চলনে ছিলেন গতিশীল এবং পরিশীলিত। জীবনের সকল অনুষঙ্গের সহজিয়া অবলম্বন আর দর্শন দেখিয়ে দিয়ে গেছেন নিজের কথা ও জীবনাচরণে।

লালনকে একজন আধুনিক বাঙালি মানসের ধর্মনিরপেক্ষ সহজিয়া বাউল মনীষী হিসেবে আমরা আমাদের চেনা প্রয়োজন। যদি পারি, তবে সেই চেনা-জানা থেকে বোঝাপড়ার জায়গায় ভণ্ডামি ব্যতিরেকে, দেখানোপনা পোশাকি ফ্যাশন সর্বস্ব লালনপ্রীতি পরিত্যাগ করা সম্ভব হবে। যদি আমাদের কথা ও কাজে, সমাজ ও রাজনীতিতে, সঙ্কট ও সম্ভাবনায় লালন দর্শনের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারি, তাহলে আজকে দুর্নীতিতে নিমজ্জমান রাজনীতি প্রশাসন, পঁচা-নর্দমাময় ভেঙে পড়া ভোগবাদী সমাজ রূপান্তর, ধর্মের নামে ভেদাভেদ, ব্যবসা আর দুইনম্বরি, সংস্কৃতির মোড়লদের কর্পোরেট ঠিকাদারি থেকে দেশ ও দেশের মানুষকে রক্ষা করা সম্ভব।

আজ থেকে অর্ধশত বছর আগে ফরিদা পারভিনের কণ্ঠে লালন সঙ্গীত শুনে বঙ্গবন্ধু আপ্লুত হয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিলেন, "এই লালনকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে"। সেই বাঁচিয়ে রাখার প্রত্যয়ের মধ্যে কোনোরকম রাজনীতি বা বাকসর্বস্বতার প্রকাশ ছিল না। এটা ছিল জাতির পিতার ভেতরের তাগিদ এবং গভীর অভিনিবেশের প্রকাশ। এই বাঁচিয়ে রাখার অর্থ ছিল জনজীবনে মানুষের প্রয়োজন ও বাঙালির মানবিক সমাজ ও রাষ্ট্র নির্মাণের তাগিদ থেকে।

বঙ্গবন্ধু রবীন্দ্রনাথের যে গানকে আজ থেকে সত্তর বছর আগে স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে ভেবে রেখেছিলেন, সেই গানের কথা রবীন্দ্রনাথ লালনের বাউল ভাবধারায় প্রভাবিত হয়েই রচনা করেছিলেন। আর এর সুর তিনি পেয়েছিলেন লালনের গানের সুর করা মহান সুরকার গগন হরকরা থেকে। এখানেই মহামনীষীদের চিন্তার জায়গার যোগসূত্রগুলো মিলে যায়। লালন-গগন হরকরা-রবীন্দ্রনাথ-বঙ্গবন্ধু বিশ্বচরাচরের বাঙালির এ এক চিরন্তন মানবিক অক্ষ।

এখন প্রশ্ন, বাঙালি জাতি হিসেবে আমরা কি সেই অক্ষে আছে নাকি অক্ষ বা কক্ষচ্যুত হয়েছি? আমার প্রশ্ন আমি দিয়ে রাখলাম। যার যার মনের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের নিজ নিজ উত্তর মিলিয়ে নিতে পারি। এর জন্যে আমাদের সংবিধান-আইন-আদালত-গণমাধ্যম কোনোকিছুই ঘাঁটাঘাঁটির দরকার পড়বে না।

এবার নজর বুলিয়ে নিতে পারি, লালনকে লালন বা ধারণ করার জন্যে, লালনের জীবনদর্শন আমাদের জনগোষ্ঠীর জীবনদর্শনের কোন জায়গায় দৃশ্যমান? লালন সঙ্গীত শুনলেই আর লালনের গানের সমঝদার আর বক্তৃতা বিবৃতিতে লালনকে

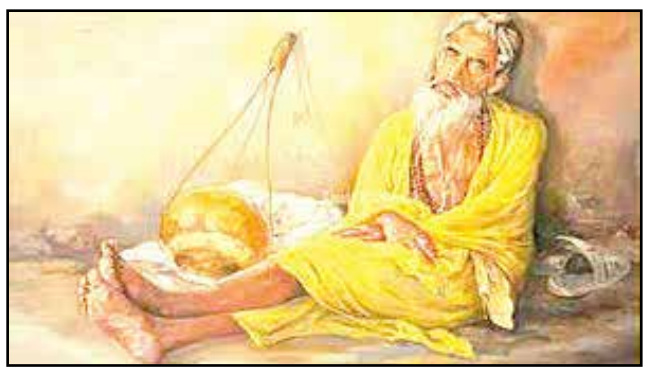

উদ্ধৃত করলেই লালনকে ধারণ করা বোঝায় না। লালন দর্শন কারো ভেতরে থাকলে ঘুষ খাওয়া অত সহজ নয়, ধর্মীয় ভেদাভেদ কাজ করার কথা নয়। ফেইসবুকে ধোঁয়া তুলে বৌদ্ধ মন্দির বা হিন্দুদের পূজা মণ্ডপে হামলে পড়ার কারণ থাকতে পারে না। ধর্মীয় উন্মাদনা আর সম্পদ দখলের ভোগবাদী ভোজবাজি এতটা কুৎসিত রূপ নেবার কথা না।

কয়েক বছর আগে একজন নিম্নমানের ভাস্কর ঢাকার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সামনে লালনের ভাস্কর্য নির্মাণ করেছিলেন। মৌলবাদী গোষ্ঠীর চাপে এবং দাপটে কর্তৃপক্ষ ভাস্কর্য সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিল। এখানে বলে নিতে চাই, লালনের ভাস্কর্য নির্মাণ করলেই লালন প্রেমিক হয়ে যায় না কেউ। আদতে এই ভাস্কর্যের পেছনেও নিদারুণ ধান্দাবাজি আর রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি কাজ করেছিল। কর্তৃপক্ষের সামনে অবারিত সুযোগ খোলা ছিল উন্মুক্ত ঘোষণার মাধ্যমে লালনের মানসম্মত ভাস্কর্য নির্মাণ করে উপযুক্ত স্থানে স্থাপন করার। এরকম পদক্ষেপ যুগোপযোগী দৃষ্টান্ত হতে পারতো। কর্তৃপক্ষ সেই দিকটায় অগ্রসর হয়নি। যাতে করে মৌলবাদী গোষ্ঠীই জয়যুক্ত হয়েছে। এই জয় যেমন দৃশ্যমান, তেমনি অদৃশ্যমান প্রশাসন ও সমাজের অন্তরে এবং অন্দরে। আমরা স্বীকার করি বা না করি, মাঠের বক্তৃতায় যতই অসাম্প্রদায়িক হাঁকডাক করুন, তাতে কাজের কাজ হচ্ছে না।

এরকম অবস্থায় লালন থাকলে তিনি কি করতেন? কিংবা বঙ্গবন্ধু সারাজীবন অহিংস রাজনীতির পথে থাকলেও সহিংসতার মুখে উনি কি বার্তা দিতেন, কিভাবে দিতেন? এই প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে আমি একটা কথা বলে নিতে চাই। লালন এবং বঙ্গবন্ধু উভয়েই ছিলেন কথা ও কাজে বিশ্বাসী। উনাদের প্রকাশ ছিল সরাসরি রাখঢাক বা চালাকি থেকে মুক্ত। লালন যেমন ছিলেন কঠিন জীবনদর্শনের সহজিয়া পথের পথিক আর বঙ্গবন্ধু ছিলেন কঠিন পথের সহজিয়া রাজনৈতিক নেতা। দেশের মানুষ সহজেই তার কথা ও কাজের ওপর ভরসা রাখতেন। লালনের পথও এমন ভরসার সন্ধান করে।

এখন লালন এবং বঙ্গবন্ধুর জীবনের কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করতে চাই। একবার কুষ্টিয়ার ঠাকুর জমিদারেরা কাঙাল হরিনাথ সম্পাদিত 'কৃষক বার্তা' পত্রিকায় জমিদারদের প্রজা শোষণের খবরে ক্ষুব্ধ হয়ে এর সম্পাদক হরিনাথকে শায়েস্তা করার জন্যে গুন্ডা ভাড়া করে এনে তার ওপর আক্রমণ করেছিল। লালন এই খবর পেয়ে তার নিজের দলবল নিয়ে গিয়ে জমিদারদের গুন্ডাদের পাকড়াও করে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং কাঙাল হরিনাথকে বিপদের হাত থেকে উদ্ধার করেছিলেন।

কথিত আছে, পাকিস্তান আমলে একবার ঢাকার ফুলবাড়িয়ার আওয়ামী লীগ অফিসে রাতের বেলায় হামলা হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু এই খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে রাতের বেলায় দলীয় অফিসে ছুটে গিয়েছিলেন। এরপরের ঘটনা সাতই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ। সেখানে সহিংসতা মোকাবিলার মোক্ষম বার্তা তিনি দিয়েছিলেন ঠিক ঠিক। তাহলে আজকের স্বাধীন বাংলাদেশে আমরা যতটা পকেট ভরার পরহেজগার বক্তৃতা করি আদতে কিন্তু ততটা আমরা সঙ্গত সঙ্কট মোকাবিলার পথে হাঁটি না।

এই কুৎসিত সত্যের কুফল ভোগ আমাদের করতেই হবে, যেমনটা ভোগ করছে বার্মা, আফগানিস্তান, পাকিস্তান এবং মধ্যপ্রাচ্য। মুক্তি আমাদের হতে পারে, যদি আমরা কফিনের শেষ পেরেক ঠোকার আগেই প্রাণের সন্ধান পেয়ে যাই। সেই সুযোগ আমরা কি পাবো? এই প্রশ্নের উত্তরের জন্যও আমাদের আশ্রয় খুঁজতে হবে লালন আর বঙ্গবন্ধুর জীবনদর্শনেই।

আমরা দিনের বেলায় ক্যামেরার সামনে নেতা হবার প্রক্রিয়ায় গলা ফাটিয়ে বলতে পারি,একাত্তুরের হাতিয়ার গর্জে উঠুক আরেকবার. কিন্তু রাতের অন্ধকারে যখন বৌদ্ধ পল্লীতে, আদিবাসী গ্রামে পাহাড়ে সমতলে, হিন্দু পূজা মণ্ডপে ধর্মীয় স্লোগান ব্যবহার করে একদল দুশমন হামলে পড়ে, একটিবারের জন্যেও কোনো একটি জায়গায় কার্যকর কোনো প্রতিরোধ গড়ে উঠলো না কেনো? একাত্তরের হাতিয়ার গর্জে তোলার একজন মানুষও কেন বেড়িয়ে আসলো না? *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার চেয়ে কি পোশাক বিতর্ক জরুরি?

কাকন রেজা

দেশ যখন চরম ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে, তখন একদল মেতেছেন পোশাক নিয়ে। গত এক যুগ ধরেই দেখে আসছি এই ডাইভার্শন প্রক্রিয়া। যখনই কোনো জাতীয় সমস্যা, যা মানুষের মৌলিক অধিকারের সাথে সম্পর্কযুক্ত তা নিয়ে কথা ওঠে, তখনই এই ডাইভার্শন টুলগুলো সক্রিয় করা হয়। ধান ভানতে চলে শিবের গীত।

সামাজিকমাধ্যম থেকে গণমাধ্যম সবখানেই চলে এই ভূতের কেত্তন। শরীর ঢাকা না শরীর উন্মুক্ত, যেন এই প্রশ্নের মধ্যেই রয়েছে আমাদের অস্তিত্ব সংকট। এর সমাধান হলেই আর কোনো সমস্যা থাকবে না। মানুষ তার জান ও জবানের স্বাধীনতা পাবে। পেট ভরে ভাত পাবে। সরকারি হাসপাতালে মিলবে চিকিৎসা। বাচ্চাদের শিক্ষা জীবন নিশ্চিত হবে। পাওয়া যাবে কাজের ন্যায্য মজুরি। সুতরাং প্রশ্নটা সঙ্গতই উঠে আসে, মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার চেয়ে কি পোশাক বিতর্ক জরুরি?

এই যে বাবা-মা নিজের জান কয়লা করে বাচ্চাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান, সেই বাচ্চারা কি চিন্তা করেন তাদের বাবা-মার সেই পরিশ্রমের কথা। যে টাকায় খেয়ে-পরে শরীর ঢাকা বা উন্মুক্ত করার প্রশ্নে আকুল তারা, সেই খরচ জোগাতে বাবা-মার কী করতে হয় তাকি জানে তারা? একটা রাষ্ট্র গড়ে উঠার কতগুলো ধাপ থাকে তারা জানে কি? তারা কি জানে অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষা-চিকিৎসা নিশ্চিত হবার পর অন্য বিষয়গুলো উঠে আসে? না, তারা জানে না। তারা আছে নিজেদের সংস্কৃতিবান পরিচয়ের মোহে। তাদের বাবা-মার কী হলো, তাতে তাদের কিচ্ছু যায় আসে না। কৃষক কিংবা দিনমজুর পিতা নিজেদের একবেলার আহার কমিয়ে তাদের খরচ জোগাচ্ছে সে খবর তাদের জানা নেই। তারা জানে না চাল-ডাল-তেলের হালহকিকত। তাদের মা ছেঁড়া কাপড়ে শরীর ঢাকার কসরত করছেন তা তাদের অজানা। কারন তাদের টাকা পাঠানো তো কমেনি। বাবা-মা এক বেলা কম খেয়ে হলেও তাদের টাকার জোগান দিচ্ছেন। বাবা কাজের জায়গা থেকে খরচ বাঁচাতে হেঁটে বাড়ি ফিরছেন। এই বাবা-মাদের জন্য মায়া হয়। কদিন আগেই চা-শ্রমিকদের একশ বিশ টাকার বিপর্যস্ত জীবনের যে আলাপ হলো, তাও তাদের বোধের গভীরে আঘাত করতে পারেনি।

নিজেদের অতীত ইতিহাস না জেনে, সংস্কৃতি না জেনেই সংস্কৃতিবান হওয়ার চেষ্টা যে কতবড় মূর্খতা, তা বোঝার ক্ষমতাও তাদের নেই। এই উপমহাদেশের পোশাক বৈচিত্র্য নিয়েও তাদের কোনো ধারণা নেই। ওই যে 'কর্তায় কইছে' অবস্থা আর কী। এরা মূলত অশুভ কাল্টের অধীন হয়ে পড়েছে। তাদের গুরুরা যা বলবেন, তাই সত্য। এর বাইরে কিছু নেই। অথচ এসব গুরুদের দৌড় কতটা তা যদি সত্যিই তারা বুঝতেন তাহলে গুরুদেবদের মুখ লুকাতে বনে যেতে হতো।

একটু জানিয়ে রাখি, এই যে সারা শরীর ঢেকে রাখার সংস্কৃতি, তা আরব থেকে আসেনি। এ দেশেই ছিলো। অসূর্যম্পশ্যা শব্দটি আরবের নয়। ঘুঙট অর্থাৎ মাথা মুখ ঢেকে রাখার সংস্কৃতি চলে আসছে এ মহাদেশে ইসলামের জন্মের আগে থেকেই। সারা শরীর ঢেকে রাখাও তাই। চুনারি বা দোপাট্টার প্রচলন হয়েছে এ উপমহাদেশে মুসলমানরা আসার আগেই। যারা এসবে অযথা ইসলাম তথা ধর্মকে টেনে আনেন তারা ইতিহাস ঘেটে দেখুন, নিজেরাই ঘেটে যাবেন।

এই যে যারা সংস্কৃতি নিয়ে মেতেছেন তারা সংস্কৃতির মূল উৎপত্তিটাই জানেন না। জানেন না সংস্কার থেকেই সংস্কৃতি। এই উপমহাদেশের প্রথম বস্ত্র হলো নেংটি। সেই নেংটি যুগ থেকে আজকে আমাদের এই অবস্থান। নেংটা থেকে সভ্য হওয়া তথা পোশাকের যে বিবর্তন তা মূলত সংস্কার। যারা সংস্কৃতি নিয়ে এত মাথা ঘামান, অতীতে ফিরতে চান, তারা যান না নেংটি যুগে ফিরে। মেয়েদের অসূর্যম্পশ্যা করে রাখুন। শেষ কথা বলি, গোড়া না জেনে মাঝখান থেকে নাচানাচিটা বন্ধ করাটা জরুরি। তারচেয়ে নিজেদের বেঁচে থাকার মূল জায়গাগুলো নিয়ে কথা বলতে শুরু করুন। দেখুন, আপনি তিন বেলা তৃপ্তি সহকারে খেতে পারছেন কিনা। আপনার মাথা গোঁজার একটা নিরাপদ আশ্রয় রয়েছে কিনা। আপনার সভ্য পোশাক পরার সামর্থ্য রয়েছে কিনা। আপনার চিকিৎসা ও শিক্ষা নিশ্চিত কিনা। পড়াশোনা শেষে চাকরি পাবেন কিনা। ঘর থেকে বেরুলে ঘরে ফেরার নিশ্চয়তা আছে কিনা। সর্বোপরি আপনি নিরাপদ কিনা। এসব না দেখে সংস্কৃতির আলাপ হলো ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়ে দেয়ার মতন। এতে ঘোড়াও আগায় না, গাড়িও চলে না, স্থবির অবস্থা।

ফুটনোট : কারো কারো জন্য এই স্থবির অবস্থা খুব দরকারি। মানুষের চিন্তার অগ্রসরমানতা বন্ধ করা জরুরি। তা না হলে তাদের টিকে থাকাটা মুশকিল। কিন্তু মানুষের বোধের জায়গাটাকে অপ্রয়োজনীয় চিন্তা দিয়ে স্থবির করে দেয়ার এই খেলাটা দেশ ও জাতির জন্য আত্মঘাতি। কাকন রেজা, লেখক ও সাংবাদিক।

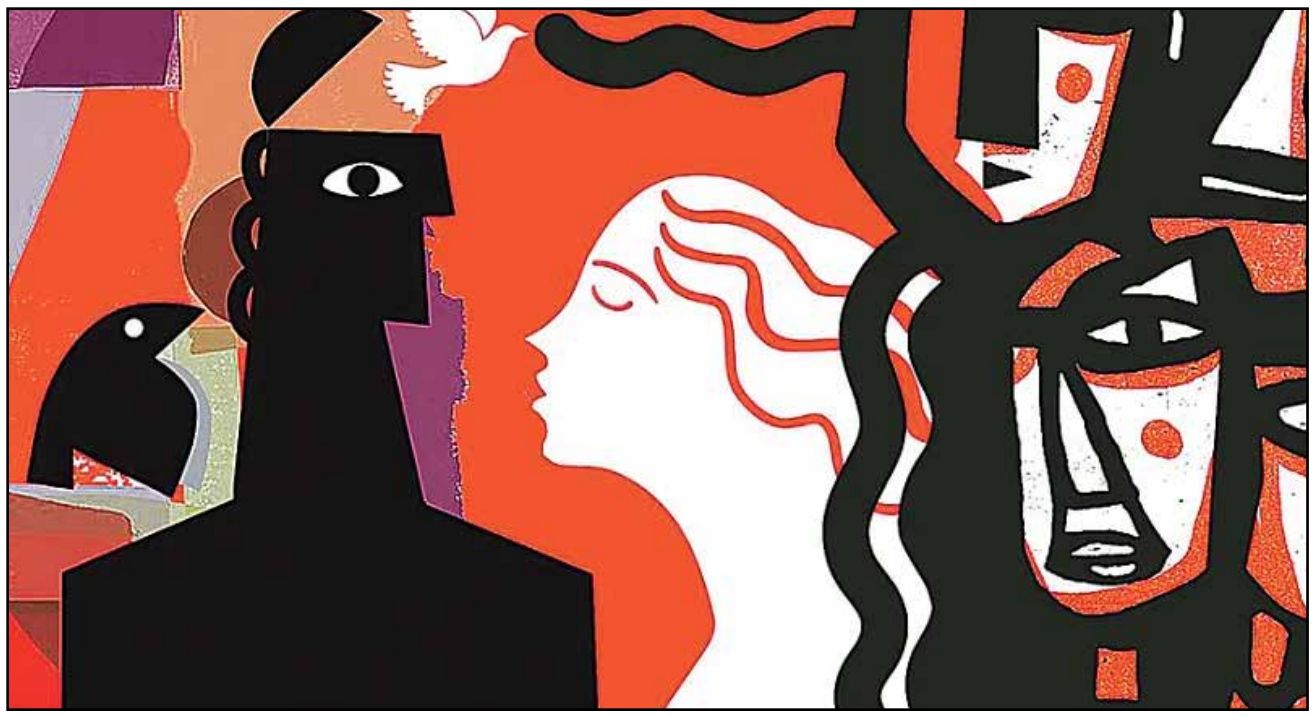

নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৭তম সাধারণ অধিবেশনে

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র

উপস্থিতি, দেশ উন্নয়নে এবং
রোহিঙ্গাসহ অন্যান্য সমস্যা
সমাধানে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

দেশ নেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে প্রাণঢালা অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা

ক্যালভিন মন্ডল
ফাউন্ডার চেয়ারম্যান - ক্যাথরিনা লাভ ফর বাংলাদেশ।
ও পরিবারবর্গ

হাসিনার ভারত সফরে মৈত্রীর মানচিত্রে নয়া মোড়

দেবারুণ রায়

শেখ হাসিনার ভারত সফর কতটা সফল হলো? এ প্রশ্ন অসম্ভব তাৎপর্য ও গুরুত্বের বাংলাদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতার নিরিখে। ভারত বাংলাদেশের মৈত্রী ইতিহাসের আকর। কোনও লোকদেখানো, চিড়ে ভেজানো রাজনীতির রং নয়। অদ্ভুত এক নকশিকাঁথার লৌকিক বুনন এই সম্প্রীতির চাদরে। এই সম্পর্ক মৌলবাদ আর সাম্প্রদায়িকতার ঘোলা জলের বিপরীতমুখী সভ্যতা আর প্রগতির নীল ধারা। আঞ্চলিক দূষণকে দুর্বলতর করে সুস্থ নিঃশ্বাসের যে বাতাস এখনও আমাদের যৌথ আকাশ আলোকিত করে রেখেছে তা এই দুটি দেশের সংস্কৃতির বন্ধন। এই বন্ধনের বেদিতে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ। গানের কথায় বললে, আমার হৃদয়ে রবীন্দ্রনাথ, চেতনায় নজরুল। এমনই হৃদয় মস্তিষ্ক মথিত করা, একই ভাষায় একই আশায় ও আখরে লেখা দুটি দেশের জাতীয় সঙ্গীতের রচয়িতা যখন বাংলার একই আকাশে উদিত রবি , তখন মৈত্রীর স্বরলিপি তো তৈরি হয়েই আছে। শুধু তাতে হাতের লেখা আর পায়ের চিহ্ন রেখে যাওয়া। রাজনীতির আর অর্থনীতির কাজটা কার্যত অনেক সোজা করে দিয়েছে দুই বাংলার আর দুই দেশের রক্তের সম্পর্ক। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় রাজনীতির সিলমোহর দিয়েছে দুদেশের অভিন্ন ইতিহাসের চালচিত্রকে। আর এই জন্যই মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িকের এত গাত্রদাহ। একাত্তরের মার ওরা ভুলবে কীকরে। প্রধানমন্ত্রী হাসিনার উপলব্ধিতে শুধু প্রধানমন্ত্রীত্বের কাল নয়, রীতিমত জাগ্রত আওয়ামী লীগ ও তার পিতা এবং নেতার কোরবানি। স্বাধীনতার শত্রু, মৌলবাদী, লুটেরা, ধর্ষক, নারী ও শিশুঘাতী এবং বাংলা ও বাঙালির বিরোধীদের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর আমৃত্যু লড়াই। বাংলাদেশের এই পরিচয়কে লালন করতে চান বলেই হাসিনা সফর শেষে তার বক্তব্যের সারাংশে ছুঁয়ে যান মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের পাশাপাশি ভারতীয় সেনার শৌর্য, আত্মবলিদানের কথা। শহীদের রক্তঋণ অপরিশোধ্য। শুধু কর্মে ও ধর্মে তার স্বীকারোক্তি মর্মে মর্মে মূর্ত হয়ে যায়। এই স্বতোৎসারিত স্বীকৃতির কোনও রাজনীতি নেই। কিন্তু আছে এক অটুট ও সুদূরপ্রসারী রেশ, যা কোনওদিন মুছে যাবে না। পদ্মার ইলিশ কিংবা তিস্তার জলের সাধ্য কি এই সাধু উদ্দেশ্যপ্রবণতাকে রোখে। সুতরাং মোটা দাগের রাজনীতিকে অন্যন্যবারের মতো এবারেও মাত করে দিয়েছেন মুজিবকন্যা।

ওঁর সতেজ স্মৃতিতে আছে প্রণব মুখার্জির মতো অভিভাবক রাজনীতিবিদের সময়োচিত পরামর্শ। এই প্রথম বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সফরে ভারতের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক হল প্রণববাবুর অবর্তমানে। কিন্তু তিনি অতীত হলেও বিভিন্ন পদাধিকারে থাকাকালীন ভারত বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক সমস্যা সমাধানে বা নানা চুক্তি সম্পাদনে তার যুক্তি ব্যাখ্যা সূত্র ও উপাদান এখনো প্রাসঙ্গিক ভারতের বিদেশমন্ত্রকের বাংলাদেশ সংক্রান্ত নানা ফাইলে। ইন্দিরা মুজিব চুক্তির ধারাবাহিকতাকে যা সজীব রেখেছে। ইন্দিরা গান্ধীর কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিপক্বতার সামনে জুলফিকার আলী ভুট্টোর মতো তীরন্দাজকেও হার মানতে হয়েছে। বাংলাদেশের সৃষ্টি ও গড়ে ওঠার পর্বে সেই প্রতিবেশী প্রধানমন্ত্রীকে পাশে নিয়ে আন্তর্জাতিক পরিবেশের প্রতিকূলতার মোকাবিলা করেছেন বঙ্গবন্ধু। সেই ঘরানার অনুসারী দলের সামনে ঐতিহ্যের ওই মৌলটুকুকেই বাঁচিয়ে রাখার লড়াই। আসন্ন নির্বাচন তার একটা পর্যায় মাত্র। ঠিক এইখানে দুদেশ একই নৌকার যাত্রী। বাংলাদেশের সরকার মৌলবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সফল হলে ভারতের স্বস্তি বাড়ে। এই কারণেই, ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির টানাপড়েন বাংলাদেশ বা ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সরকারের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রতিফলিত নয়। বাংলাদেশের প্রসঙ্গটি ভারতের বিদেশনীতির সর্বসম্মত পরিসরে এখনও বিদ্যমান।

তাই মোদি বিমানবন্দরের বদলে স্থিত প্রোটোকল মেনে রাষ্ট্রপতি ভবনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানালে লোকাল রাজনীতির মোড়ল মুরুব্বিদের কান খাড়া হলেও রাজনীতির মুনাফা মিলবে না। বাংলাদেশের প্রগতি ও সুস্থিতির পক্ষে গরিষ্ঠ মানুষ ও অ-মৌলবাদীরা রাজনীতি আর অর্থনীতির পরিকাঠামো বোঝেন। জানেন সস্তা কথার রাজনীতি তাদের কোন অভিশপ্ত যুগে ফিরিয়ে দিতে চায়। ভারত এবং চীন দুই বৃহত্তম আঞ্চলিক মিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য ও ভারসাম্যের নীতি বাংলাদেশকে উন্নতিশীল করেছে। আর ভারতও জানে প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্কের উত্তেজনা নিরসনে বাংলাদেশের সদর্থক অবস্থান কতটা জরুরি। ড. মনমোহন সিং প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন তার বিদেশনীতি ছিল অর্থনীতি নির্ভর। তিনি বলতেন, অর্থনীতির হাত ধরে চলুক রাজনীতি। তাহলে উন্নয়নই সব আঞ্চলিক অসাম্য ও উত্তেজনা কমিয়ে দেবে। তার প্রদর্শিত পথে গাড়ি চলতে শুরু করেছিল বলেই তা থামেনি আজও। সাধারণভাবে রাজনীতি ও কূটনীতিই পথ দেখায় অর্থনীতিকে।

কিন্তু পরিবর্তিত বিশ্বে অর্থনীতির হাতেই স্টিয়ারিং। তার মধ্যে আঞ্চলিক অনুন্নয়নের সমস্যা থেকে সৃষ্ট স্থানীয় রাজনীতির চাপ তো থাকবেই। যে কারণে বাংলাদেশে হাসিনার বিরোধীরা ছিদ্রপথ দেখছেন তিস্তায়। যদিও বরাকের ওপারের কুশিয়ারার জল দিয়ে তিস্তার উত্তাপ কমানোর চেষ্টা। সেই সঙ্গে ই সাতটি স্থানীয় নদীকেই একইভাবে ধরা হয়েছে। এতে অবশ্যই সদর্থক বার্তা রয়েছে। তাছাড়া তিস্তায় ভারত সরকার আগাগোড়াই পজিটিভ। কিন্তু উত্তরবঙ্গে সবে পা রাখা কেন্দ্রের শাসক বিজেপির ভোট ভাবনাও তো আছে। তাই পশ্চিমবঙ্গের সরকারের সঙ্গে তিস্তা নিয়ে তিক্ততায় গেলে রাজ্যের শাসকদলেরই লাভ, অন্যদের ভরাডুবি। এর পাশাপাশি আসছে গঙ্গার জল বন্টন চুক্তির নবীকরণের সময়। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকেও যেমন স্থানীয় ইস্যু ছুঁয়ে থাকতে হবে, তেমনি পশ্চিমবঙ্গের ও কেন্দ্রকেও অগ্রপশ্চাৎ ভেবে চলতে হবে। আর এর পাশাপাশি রাহুল গান্ধীর সঙ্গে হঠাৎ দেখা করার কর্মসূচিও আসবে।যেটা পারিবারিক প্রোটোকল। কারণ রাহুলের বিরোধী দলনেতার তকমা নেই। এতে মোদি বা মমতার অস্বস্তি হলেও তাদের কিছু করার বা বলার থাকে না। আর হাসিনা তো বলেই দিয়েছেন তার এই সম্পর্কের টান পারিবারিক পরম্পরায়। এসব যাই ঘটুক বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ভারতের যোগদানের আগ্রহ ধারাবাহিকভাবে স্পষ্ট। প্রধানমন্ত্রী মোদির বন্ধু শিল্পপতি গৌতম আদানি বাংলাদেশে বিপুল বিনিয়োগের লক্ষ্যে এগোচ্ছেন। পশ্চিমবঙ্গের সরকারের উন্নয়ন যজ্ঞেও আদানিই এসেছেন মুশকিল আসান হয়ে। এই উদ্দেশ্যপ্রবণতা অবশ্যই উন্নয়নের লক্ষ্যে। তবে এগুলো দেখতে শুধু অর্থনৈতিক হলেও, তার সঙ্গে কিছু ফাউ তো থাকেই। এও এক অর্থে মনমোহনী পাশা। আশা, অর্থনীতির অর্থে রাজনীতিরও উন্নয়ন হবে। আর বাণিজ্য বান্ধব হলে আধুনিক বিশ্বে সব বরফই গলে যায়। সুতরাং গঙ্গাচুক্তির নবীকরণের জল নতুন তরঙ্গ তুলবে এবং সেই স্রোতের টানেই হয়তো নতুন করে লেখা হবে তিস্তা পাড়ের বৃত্তান্ত । আসলে বাংলাদেশ আর পাঁচটা ভিন দেশের চেয়ে আলাদা কেন কীভাবে সেই প্রসঙ্গটি ভীষণভাবে জীবন্ত। শ্যাম বেনেগালের মুজিব বায়োপিক তার একটা রঙিন পালক মাত্র। বছরের শেষেই মুক্তি পাওয়ার কথা। তার আগে পরিচালক হাসিনাকে একবার দেখিয়ে নেবেন। সূত্র বাংলা ডট ইন

পররাষ্ট্রনীতি: বাংলাদেশের শরীরে নতুন ডানা

এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন

দেশের একটি ছোট্ট বলয় আছে, যাদের পেশাজীবন সমৃদ্ধ হয়েছে এনজিও ব্যবসার মাধ্যমে, তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপপ্রত্যাশী হয়ে কর্তৃত্ববাদী সরকার কায়েম করতে অত্যুৎসাহী।

অভিযোগ দীর্ঘদিনের। তা হলো বাংলাদেশের সাথে পরাক্রমশালী রাষ্ট্রের সম্পর্ক, সু-সম্পর্ক আছে। কিন্তু, কোন দেশের সাথেনীতি দাঁড় করাতে পারেনি। এমন অনুযোগের জবাব দেয়া যাচ্ছে বলে মনে করা যাচ্ছে।

এদিকে পররাষ্ট্র-সম্পর্ক এক বিষয়। পররাষ্ট্রনীতি আরেক বিষয়। একান্ন বছরের বাংলাদেশ গেল কয়েক বছর ধরেই জানান দিয়েছে, আমরা বৈশ্বিক নীতি গ্রহণ করতে যাচ্ছি। এখন তা ধীরে ধীরে বাংলাদেশের শরীরে দৃশ্যমান হচ্ছে। যুক্ত হয়েছে নতুন ডানা। তেমন ডানায় ভর করে বাংলাদেশ এখন প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত ছাড়িয়ে চীনের আকাশেও উড়বে।

আমাদের প্রিয় মানুষ- জননেত্রী শেখ হাসিনাই সেই ডানা জুড়ে দিয়েছেন। তিনি দক্ষিণ এশিয়ার সেই মহান নেত্রী, যিনি প্রমাণ করতে পেরেছেন যে, বৈশ্বিক পর্যায়ে ভূ-রাজনীতির বাস্তবতায় বাংলাদেশ কারো শিকার হয়ে নয়, বরং নিজস্ব চাহিদা ও মূল্য তৈরি করে বলতে পারছে, 'দেখা যাক!'

অতি উচ্চমানের রাষ্ট্রনায়ক হয়ে শেখ হাসিনা পরাক্রমদের আবেদন ও মিত্র বন্ধনের প্রস্তাবগুলোকেও দেখা যাক্ বলার মধ্য দিয়েই ধীরে ধীরে পররাষ্ট্রনীতি দাঁড় করাতে সচেষ্ট হয়েছেন বলে অনুমিত হয়। সময় নিয়েছিলেন শেখ হাসিনা। এখন দক্ষিণ এশিয়াসহ পশ্চিমা বিশ্বও পরখ করতে পারবে। তারা অবলোকন করবে এবং দেখবে কিভাবে বাংলাদেশ তার দেশের স্বার্থ সংরক্ষণ করে এগিয়ে যাচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশ- দুইটি দেশের সম্পর্ক খুঁজতে গেলে ঐতিহাসিকতার প্রশ্নে মধুময় উল্লেখ করলে প্রহসন করা হবে। যুক্তরাষ্ট্র অতি উৎসুক হয়ে বাংলাদেশের জন্য ইতিবাচক কিছু করতে চাইলেও, জনশ্রেণি এমন উদ্যোগকে সু-স্বাগত বলবার অভিপ্রায়ে থাকবে না। বাঁকা চোখে দেখবে। কিন্তু দেশের একটি ছোট্ট বলয় আছে, যাদের পেশাজীবন সমৃদ্ধ হয়েছে এনজিও ব্যবসার মাধ্যমে, তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপপ্রত্যাশী হয়ে কর্তৃত্ববাদী সরকার কায়েম করতে অত্যুৎসাহী।

শেখ হাসিনা অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে প্রায় একযুগ ধরে এই সব 'সুশীল'দের মতলব রুখে দিয়ে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতায় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। ফলে তার নেতৃত্ব নিয়ে সাম্রাজ্যবাদের টেবিলেও আলোচনা হয়। তারা তখন হয়তো মন খারাপ করে বলে, আমরা আফগানিস্তান, ভিয়েতনামে গণতন্ত্র উদ্ধারের নামে লক্ষ লক্ষ মানুষ হত্যা করেছি কিন্তু বাংলাদেশে পারা গেল না!

এই পারা-টা গেল না কেন ? একজন শেখ হাসিনাই তাদের প্রধান বাধা। সঙ্গত কারণে, যুক্তরাষ্ট্র যতই বাংলাদেশে গণতন্ত্র নেই, বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড হচ্ছে- এসব বলে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টিতে মনোযোগী হোক না কেন এবং তাদের কিছু এজেন্ট ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি হেসে রাজনীতি করতেও চাক না কেন, শেখ হাসিনার সরকার অবলীলায় এদেরকে মোকাবিলা করতে জানে।

অন্যদিকে বাংলাদেশের মানুষও যুক্তরাষ্ট্রের অহেতুক আধিপত্যকে আমলে নেয় না। অথচ এই যুক্তরাষ্ট্রেই ১৯৬০ সাল থেকে এ পর্যন্ত ২ লাখ হত্যাকাণ্ডের বিচার হয়নি। ওয়াশিংটন পোস্টের একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন বলছে, দেশটিতে প্রতি তিনটি খুনের একটিতে অপরাধীদের পুলিশ পর্যন্ত শনাক্ত করেনি, বা করতে পারেনি।

সেই যাই হোক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আলাদা করে বলার কিছু নেই। বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর বিবেচনা করা উচিত যে, এই দেশে জঙ্গিবাদ দমনে সফল হওয়া যাচ্ছে কিনা, ঢাকার আন্ডারওয়ার্ল্ড বলে কিছু আছে কিনা! এসব এখন কার্যত অতীত। তবু অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের অনুশীলনে থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে শুল্ক সুবিধা নেওয়া ও ওষুধ শিল্পের স্বার্থরক্ষায় বাণিজ্য সম্পর্কের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে চায় বাংলাদেশ।

অতি অবশ্যই অর্থনৈতিক বাস্তবতা ও প্রেক্ষাপট এও প্রমাণ করে যে, দক্ষিণ এশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান মিত্র বাংলাদেশ। আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক নিরাপত্তা, জঙ্গিবাদ বিরোধী অবস্থান ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রসঙ্গে দুইটি রাষ্ট্রই বেশকিছু সহায়তামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত মার্সিয়া বার্নিকাট ২০১৫ সালে দুই দেশের সম্পর্ককে 'স্পন্দনশীল, বহুমুখী এবং অপরিহার্য' বলেও আখ্যায়িত করেছিলেন।

সাম্প্রতিক বছরগুলোয় বাংলাদেশ রাজনৈতিক সম্পর্কোন্নয়নের ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রকে দক্ষিণ এশিয়ার ওপর দেশ ভারতের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলছে, "রাজনৈতিক স্থিতিশীলতায় দুইটি দেশের মধ্যকার একটি অলিখিত চুক্তি করে গণমুক্তির সড়কে পথিক হয়ে উভয় দেশই এগিয়ে যাচ্ছি। যে মুক্তি ফলত সামাজিক নিরাপত্তাকে ঘিরে পরিবেষ্টিত। তোমরাও আমাদের পাশে থাকো।চ

চল্লিশের দশকের শেষ বছরে সংঘটিত চীনা বিপ্লবের অব্যবহিত পর থেকে বাংলাদেশের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক এক নতুন রূপ নেয়। এ সম্পর্ক রাষ্ট্রীয় আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক নিয়মের নিগড়ে আবদ্ধ ছিল না; এটা ছিল আদর্শিক সম্পর্ক। এ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল বাংলাদেশের বামপন্থি আন্দোলনের শিকড়সূত্রে। কিন্তু, সময় বদলেছে। বাংলাদেশে বামধারার রাজনীতির ব্যর্থতা ও গণতন্ত্রের গড়পরতা রেওয়াজে একটি নতুন সুর ধ্বনিত হচ্ছে। সেই সুরের গায়েনের নাম শেখ হাসিনা। যখন শ্রেণি সংগ্রামের লড়াই করার কথা চীনপন্থি রাজনৈতিক বলয়ের, তখন একজন শেখ হাসিনা বললেন, বড় ক্যানভ্যাসে ভেসে যেয়ে আমাদের সংবিধানে লিপিবদ্ধ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি কায়েমে শাসক হয়েই বিজয়ী হতে হবে। বাংলাদেশের নিম্নবিত্ত মানুষ যখন সুখে থাকার বন্দোবস্তে চলে যায়, ঠিক তখন থেকেই চীনের সাথে বাংলাদেশের বন্ধু সম্পর্ক তৈরি হয়।

সূত্র বলছে, চীন বর্তমানে বাংলাদেশের অন্যতম বাণিজ্যিক অংশীদার। বর্তমানে চীন বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ প্রায় ১০ বিলিয়ন ডলার। চীনের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি অনেক বেশি। চীন থেকে ৯ বিলিয়ন ডলারের পণ্য সামগ্রী আমদানির বিপরীতে বাংলাদেশ মাত্র ১ বিলিয়ন ডলারের পণ্যসামগ্রী রপ্তানি করে। তবে বাংলাদেশে চীনা বিনিয়োগ প্রতি বছর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণে চীনের সক্রিয় উপস্থিতি রয়েছে। এছাড়াও সম্প্রতি চীন বাংলাদেশের ৯৭ শতাংশ পণ্যের উপর শুল্ক ছাড় দিয়েছে, যার ফলে বাংলাদেশ ও চীনের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যে ঘাটতি কিছুটা হলেও কমবে।

কূটনীতিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা একুশ শতকের শুরুতেই বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, চীন তাদের ২০২০ পর্যন্ত অর্থনৈতিক লড়াইয়ে গুরুত্ব দিবে এবং এর পরেই খোলস ছেড়ে সমরনীতি গ্রহণ করবে। তেমন আলামত স্পষ্ট হচ্ছে। এখন ২০২২ সাল। ভূ-রাজনীতির অনিবার্য বাস্তবতায় বাংলাদেশ এখন চাহিদাসম্পন্ন দেশ চীনের কাছে। রাজনৈতিকভাবে বাংলাদেশকেই তাদের লাগছে। তাদের সামরিক নীতি রয়েছে, আর সেই প্রতিরক্ষানীতির সফলতা অর্জনে শেখ হাসিনার বাংলাদেশকে জোর করে হলেও ভালবাসতে হচ্ছে। একজন শেখ হাসিনা তাই বিচক্ষণতার সাথে চীন-বাংলাদেশ অতীত সম্পর্ককে ছাপিয়ে গিয়ে দেশটির সাথে কার্যকর পররাষ্ট্রনীতি দাঁড় করিয়েছে বলে মনে করার সুযোগ আছে।

বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, ২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশ থেকে রাশিয়ায় রপ্তানি হয়েছে ৬৬ কোটি ৫০ লাখ মার্কিন ডলারের পণ্য, বিপরীতে আমদানি করা হয়েছে ৪৬ কোটি ৬০ লাখ ডলারের পণ্য। ২০১৯-২০ অর্থবছরে রাশিয়ার ঋণ সহায়তা ১০০ কোটি ডলারের কাছাকাছি ছিল। রাশিয়া বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনীকে অস্ত্রশস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহকারী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে অন্যতম। দ্বিপক্ষীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে শেখ হাসিনা ও ভ্লাদিমির পুতিনের মধ্যকার একটা অর্থবহ রাজনৈতিক সম্পর্ক আছে, তা রাষ্ট্রনায়কদের আভিজাত্যের ক্লাব পাড়ায় আলোচনা রয়েছে। এমনিতেই মহান মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ার আদর্শিক অবস্থান বাংলাদেশের মুক্তিকামী মানুষগুলোকে এবং খোদ বঙ্গবন্ধুকে স্বস্তি দিয়েছিল। রাশিয়া ও বাংলাদেশের মধ্যকার সম্পর্ক অটুটই নয়, 'দুই দেশ নীতি' প্রণয়ন করে এগোচ্ছে বলে মনে করার সুযোগ আছে।

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক নিয়ে নতুন করে ধারাভাষ্য দেওয়ার কিছু নেই। তবে, গেল পঞ্চাশ বছরের নতজানু নীতি আবহে কেবলসম্পর্ক উপলক্ষ ঘিরে আবর্তিত নয় শেখ হাসিনার নেতৃত্বের বর্তমান বাংলাদেশ। শেখ হাসিনা ভারতের সাথে কিভাবে চলবেন, সেই নীতি গ্রহণ করেছেন, বিদগ্ধ জনশ্রেণি ধীরে ধীরে তা বুঝতেও পারবে। বাংলাদেশের স্বার্থ রক্ষায় শেখ হাসিনা তার শ্রেষ্ঠ পরিকল্পনা তুলে রেখেছেন বলে মনে করার সুযোগ আছে। বাংলাদেশকে তিনি আরও অনেক কিছু দিবেন বলে আশা করা যায়। সেই সামর্থ্য তার রয়েছে। এই তো সেদিন তিনি দিল্লি গেলেন। দুই দেশের মধ্যকার গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছে। ভারতের *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

বিশ্ব শান্তির অগ্রদূত ও ১৪ দলীয় জোটের নেত্রী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

জননেতা শেখ হাসিনা'র

জাতিসংঘের ৭৭তম অধিবেশনে যোগদান উপলক্ষে

জাসদের পক্ষ থেকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যাকান্ডের নেপথ্যের ঘটনা দেশবাসীকে জানানোর জন্য তদন্ত কমিশনের শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবী জানাচ্ছি। সকল বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে জাতীয় তদন্ত কমিশন গঠনের সিদ্ধান্তের অগ্রগতির দাবী জানাচ্ছি।

সকল প্রবাসী ও যুক্তরাষ্ট্র জাসদের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে দাবীসমূহ-

১। সরাসরি নিউইয়র্ক-ঢাকা বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইট পুনরায় চালু করতে হবে।

২। প্রবাসীদের জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান ও ভোটার তালিকায় নাম নিবন্ধনসহ ভোট প্রদানের সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

৩। প্রবাসীদের মরদেহ বিনা খরচে বাংলাদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

৪। বিমান বন্দরে প্রবাসী হয়রানী নির্যাতন বন্ধের পাশাপাশি অপরাধী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যাবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৫। প্রবাসী বিনিয়োগ বাড়াতে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা নিরসন। প্রবাসী পুঁজির বিনিয়োগে সহজ শর্ত ও রাষ্ট্রীয় নিতিমালা শিথিলের জোর দাবী জানাচ্ছি

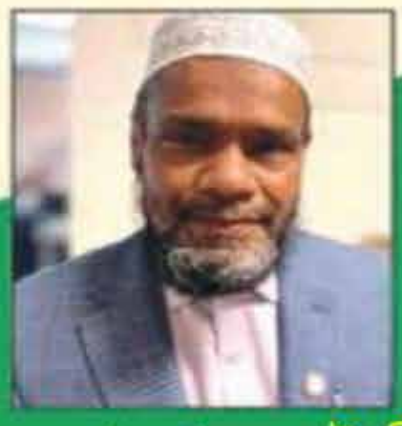

দেওয়ান শায়েদ চৌধুরী
সভাপতি

শুভেচ্ছান্তে,

মোঃ শহীদুল ইসলাম, ওমর আরিফ শিমন, শাহান খান, শাহনূর কোরেশী, মনসুর আহমদ চৌধুরী, শায়েক আহমদ, আশফাক আহমেদ চৌধুরী, আমিনুর রহমান পাপ্পু, ফজল খান, মস্তাব উদ্দিন, শাহ মহিউদ্দিন সবুজ, জয়নাল আহমদ চৌধুরী, আতাউর রহমান, আবুল ফজল লিটন, শওকত ওসমান লস্কার হীরা, শরিফুল হক মঞ্জু, রিপু মিয়া, শহিদুল ইসলাম, রোনা আক্তার, মোঃ কামরুল, মছব্বির আহমেদ মহর, সোয়েল খান, সাহিদ আহমদ, আসিফ চৌধুরী, আবুল কালাম আজাদ, নোমান আহমদ ইনতিয়াজ, সাকিল আরবী, আব্দুর রাজ্জাক, তরিবুল ইসলাম।

নুরে আলম জিকু
সাধারণ সম্পাদক

জাসদ, যুক্তরাষ্ট্র

যার নেতৃত্বে বদলে গেছে বাংলাদেশ

আসাদুজ্জামান খান কামাল

'আমার আর হারাবার কিছুই নেই, পিতা, মাতা, ভাই রাসেল সবাইকে হারিয়ে আমিআপনাদের কাছে এসেছি।' সেদিন বাঙালি জাতিও তাকে নিজের করে নিয়েছিল। দেশেফিরে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও স্বপ্ন বাস্তবায়নের দৃঢ় অঙ্গীকার, বঙ্গবন্ধু হত্যা ও জাতীয় চার নেতাহত্যার বিচার, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও স্বৈরতন্ত্রের চির অবসান ঘটিয়ে জনগণের হারানোগণতান্ত্রিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা, সার্বভৌম সংসদীয় পদ্ধতির শাসন ও সরকার প্রতিষ্ঠারশপথ নিয়ে আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসেবে ১৯৮১ সালে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন শেখহাসিনা।

বঙ্গবন্ধু কন্যা দেশে ফিরেই বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের হাল ধরে দলকে একত্রিত করলেনএবং সারা বাংলাদেশ বিচরণ করে মানুষের মধ্যে মিশে যান। বঙ্গবন্ধুর মতো মাননীয়প্রধানমন্ত্রী সারা বাংলাদেশ ঘুরে বেড়িয়ে বাংলাদেশের মানুষকে একত্রিত করলেন। সারাবাংলাদেশের মানুষ যেখানেই শেখ হাসিনাকে পেয়েছে বৃদ্ধা মায়েরা তাকে জড়িয়ে ধরেআপ্লুত হয়ে বলতেন এসেছে, শেখের বেটি এসেছে, নিশ্চই আমরা আবার এগিয়ে যাব। শেখহাসিনা জানেন এদেশের মানুষ কী চায়। বাংলাদেশের কোন জেলার কোন উপজেলায় পাশদিয়ে কি নদী প্রবাহিত; ঐ এলাকায় মানুষের কি সমস্যা–তা তিনি বলে দিতে পারেন, কারণবাঙালির অবিসংবাদিত নেতা শেখ হাসিনা। তিনি সারা বাংলাদেশের মাটি ও মানুষের সঙ্গেমিশে রয়েছেন।

কিশোর বয়স থেকেই রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে ছাত্রলীগের নেত্রী হিসেবে আইয়ুববিরোধী আন্দোলন এবং ছয় দফাআন্দোলনসহ বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। জাতির পিতা কিকি করতে চেয়েছিলেন তা থেকে বঙ্গবন্ধু কন্যা শিক্ষা নিয়েছিলেন এবং তাঁর নীতি আজকেতিনি অনুসরণ করে চলছেন। পিতার মতো তিনি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পছন্দ করেন।অন্যায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলনে তিনি কখনো পিছপা হননি; দাবি আদায়ের মাধ্যমেআন্দোলন সফল করেই ফিরেছেন। রাষ্ট্রকে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে তিনি বারবার রাজনৈতিক ওঅর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে সফল হয়েছেন।

পার্বত্য শান্তি চুক্তি, গঙ্গার পানি চুক্তি, সমুদ্রসীমার নিষ্পত্তি, দীর্ঘদিনের স্থল সীমানা সংক্রান্তজটিলতার সমাধান, ছিটমহল সমস্যার সমাধান করে ছিটমহলবাসীর দুর্ভোগের লাঘব করা, আইসিটি ক্ষেত্রে অভাবনীয় উন্নয়ন ইত্যাদি রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা যেমন তাকেঅবিস্মরণীয় নেতায় পরিণত করেছে ঠিক তেমনি বিশ্বব্যাংকের অন্যায় আচরণ ও রক্তচক্ষুকেউপেক্ষা করে পদ্মাসেতু নিজেদের অর্থায়নে নির্মাণ বিশ্ব রাজনীতি-অর্থনীতির বিশ্লেষকদেরকাছে শেখ হাসিনার নেতৃত্বকে কঠিন প্রতিজ্ঞাদীপ্ত করে তোলে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৭৫-পরবর্তী সবচেয়ে দৃঢ় মনোবলের সফল রাষ্ট্রনায়ক। তিনি টানা৪১ বছর ধরে উপমহাদেশের অন্যতম বৃহৎ রাজনৈতিক দলের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেযাচ্ছেন। ১৮ বছরের বেশি সময় চতুর্থবারের মতো সরকার পরিচালনা করেছেন। দেশেররাজনৈতিক অর্থনৈতিক উন্নয়নকে অনন্য উচ্চতায় পৌঁছানোর পাশাপাশি দেশে আইনেরশাসন প্রতিষ্ঠা করেছেন। ১৩ বছর আগের মাথাপিছু আয়কে চারগুণের বেশি বাড়িয়ে ২৮২৪ডলারে উন্নীত করেছেন। পেয়েছেন ৪০টির বেশি আন্তজার্তিক পদক ও স্বীকৃতি। লিখেছেনচল্লিশটির অধিক বই। এক জীবনে বিশ্বের অনেক প্রভাবশালী রাজনীতিবিদও এত সাফল্যঅর্জন করতে পারেননি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এসব অনন্য ও অতুলনীয় অর্জনের পিছনে রয়েছে নানানচড়াই-উৎরাই ও স্বজন হারানোর বেদনার দীর্ঘ সংগ্রামের সাহসী জীবন। ২০০৪ সালে ২১আগস্ট গ্রেনেড হামলা চালিয়ে শেখ হাসিনাকে আওয়ামীলীগের নেতা-কর্মীসহপরিকল্পিতভাবে হত্যা করার প্রচেষ্টা হয়েছিল আমার মনে হয় আল্লাহ

তাকে নিজ হাতে রক্ষাকরেছিলেন। বঙ্গবন্ধু কন্যার মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি উন্নত সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করবেনবলেই হয়তো আল্লাহ শেখ হাসিনাকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলাচালানোসহ কমপক্ষে ২০ বার তাঁকে হত্যা করার অপচেষ্টা করা হয়েছে। দেশি-বিদেশি বিভিন্নষড়যন্ত্র তার পিছু ছাড়েনি। কিন্তু জাতীয় জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে তাৎক্ষণিক ও যথোপযুক্তসিদ্ধান্ত নিতে তিনি সময়ক্ষেপণ করেন না।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের সংবিধানে পরিকল্পিত অর্থনৈতিকউন্নয়নের কথা বলে গেছেন। তিনি চেয়েছিলেন সব শ্রেণি পেশার মানুষের মধ্যে বৈষম্যহীনএকটি সমাজ ব্যবস্থা, যেখানে জাতপাতের কোনো ভেদাভেদ থাকবে না, সাম্প্রদায়িকভেদাভেদ থাকবে না। দেশের উত্তর দক্ষিণ বা পূর্ব পশ্চিমে কোনো ভেদাভেদ থাকবে না।নারী পুরুষের মধ্যে সমঅধিকার থাকবে। আমরা অত্যন্ত ভাগ্যবান যে, স্বাধীন বাংলাদেশেরস্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী এবং বাংলাদেশেরস্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর মাহেন্দ্রক্ষণ পালন করতে পেরেছি বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনারনেতৃত্বে এবং তার নেতৃত্বে বাংলাদেশ নিু মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। মুজিব শতবর্ষেতিনি ঘোষণা করেছেন, বাংলাদেশে একজন মানুষও গৃহহীন থাকবে না যেটা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নছিল। স্বাধীনতার সুফল হিসেবে বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামকে শহরের সুবিধা সম্পন্ন নগরেপরিণত করতে আমার গ্রাম-আমার শহর কর্মসূচীর মাধ্যমে তিনি কাজ করে যাচ্ছেন।

কোভিড-১৯ মহামারী মানুষের জীবন কেড়ে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জীবন জীবিকাকেমারাত্মকভাবে ব্যাহত করেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ এ অবস্থাসফলভাবে মোকাবিলা করছে। জাপানভিত্তিক প্রতিষ্ঠান নিকেই এশিয়া প্রকাশিত 'নিকেইকোভিড-১৯ রিকোভারি সূচক'-এর তথ্য মতে, করোনা মহামারি সামলে উঠার ক্ষেত্রে বিশ্বেরযে দেশগুলো সবচেয়ে ভালো করছে, সেই তালিকায় পঞ্চম অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। আরদক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সবার উপরে। প্রধানমন্ত্রীর দূরদৃষ্টিও সময়োপযোগী হস্তক্ষেপের ফলে এ সফলতা অর্জন সম্ভব হয়েছে।

নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই বিশ্বের রোল মডেলে পরিণত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু চিন্তাকরতেন পুরুষের সঙ্গে নারীকেও এগিয়ে যেতে হবে। সে জন্য তিনি পুলিশ বাহিনীতে নারীসদস্য নিয়োগ দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা নারীর ক্ষমতায়নের জন্যবাংলাদেশের প্রতিটি সেক্টরে নারীদের অন্তর্ভূক্তি করেছেন বলেই বাংলাদেশ আজ উন্নয়নেরপথে এগিয়ে যাচ্ছে। নারী শিক্ষায় ব্যাপক সাফল্যের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকেজাতিসংঘ হতে ইউনেস্কো পিস ট্রি অ্যাওয়ার্ড প্রদান করে। নারীর ক্ষমতায়নে তাঁর ভূমিকারজন্য এজেন্ট অব চেঞ্জ অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত করা হয় এবং ইউএন উইমেনের পক্ষ থেকে প্লানেট৫০-৫০ চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা হয়। শিশু ও মাতৃ মৃত্যুহার সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনেরকারণে বাংলাদেশকে সাউথ সাউথ অ্যাওয়ার্ড এ ভূষিত করা হয়। পরিবেশ রক্ষা ও জলবায়ুপরিবর্তন মোকাবেলা সংক্রান্ত সাফল্যের জন্য জননেত্রী শেখ হাসিনাকে ইউএনইপি হতেচ্যাম্পিয়ন অব দ্য আর্থ হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এগুলো সবই সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখহাসিনার প্রাজ্ঞ ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে কারণে।

বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়

নির্বাচনের দেরি আছে- জনদুর্ভোগের বিরুদ্ধে ঐক্য গড়ে তুলুন

মইনুল হোসেন

নির্বাচনের এখনো অনেক দেরি, এখনই নির্বাচন নিয়ে সঙ্ঘাতে লিপ্ত হওয়ার অর্থ হলো- জনগণের বর্তমান দুঃখ-দুর্দশা আড়ালে ঠেলে দেয়া। জনস্বার্থের রাজনীতির অবর্তমানে ব্যবসায়ী মানসিকতার ভাগবাঁটোয়ারাকে আর যাই হোক রাজনীতি হিসেবে গণ্য করা যায় না।প্রধান বিরোধী পক্ষ বিএনপি ইতোমধ্যে ঘোষণা দিয়েছে, সংসদ বহাল রেখে বর্তমান সরকারের অধীনে অনুষ্ঠেয় আগামী নির্বাচনে অংশ নেবে না। গতবারের মতো শেষ পর্যন্ত এটি যদি কৌশলগত সিদ্ধান্ত হয়; তাহলে নির্বাচন কমিশনের কার্যক্রম নিয়ে কথা বলার কোনো অর্থ হয় না। নির্বাচন কমিশন আসলে একটি ঠুঁটো জগন্নাথ, যাকে সামনে রেখে নির্বাচন পরিচালনা করবে সরকার। একই সাথে সরকারি দলের বিজয় থাকবে তাদের হাতের মুঠোয়। স্বচ্ছ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সদিচ্ছা যদি নির্বাচন কমিশনের থাকত তাহলে তার জন্য ভারতের দৃষ্টান্ত দেখানো সহজ ছিল, যেখানে সাধারণ নির্বাচনের আগে পার্লামেন্ট ভেঙে দেয়া হয়। এখানেও একই প্রক্রিয়া অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয় মনে করতে হবে। যখন অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানের কোনো সুযোগ নেই; তখন মেশিনে ভোট গ্রহণের বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের সাথে মতবিনিময় ও বিতর্ক করা অর্থহীন। রাজনীতিতে এটিই শেষ কথা যে, সরকার যদি শান্তিপূর্ণ পথে ক্ষমতার পালাবদলের ব্যবস্থা না রাখে, তাহলে তাকে বিকল্প পন্থায় মোকাবেলা করতে হবে। সেই আলামত একটু একটু করে দৃশ্যমান হচ্ছে। এ ছাড়া সরকারের পক্ষ থেকে নিরপেক্ষ নির্বাচন দেয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।

পুলিশি মামলাসহ সর্বতোভাবে রাজনীতি করা যে কঠিন ও অনিরাপদ করে তোলা হয়েছে; এটি সরকারকে বোঝানো যাচ্ছে না। রাজনীতিও রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনার লোকদের কাছে থাকছে না। রাজনীতি এখন ভাড়াটে লাঠিয়াল ও বন্দুকধারীদের বিষয় হয়ে গেছে। রাজনীতির জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রয়োজন পড়ছে না। চারিত্রিক গুণাবলি তো দূরের কথা। কোনো সভ্য ও শিক্ষিত জাতির জন্য এর চেয়ে বেশি লজ্জার আর কিছু হতে পারে না। সরকারের আর্থিক দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনায় জনজীবনে যে দুঃখ-কষ্ট ও বেকারত্ব দেখা দিয়েছে, তা নিয়ে বিরোধীপক্ষকে ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম করতে হবে। তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে। তখন জনগণও আর বিচ্ছিন্ন থাকবে না। কিন্তু রাজনৈতিক নেতাদের ওপর জনগণের যে আস্থা নেই, তা কারো অজানা নয়। তাই জনগণের বাঁচা-মরার প্রশ্নে তাদের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করা ঠিক হবে না। বর্তমান সময়ে সাধারণ নাগরিক অনেকের জীবন-ধারণ কঠিন হয়ে পড়েছে, নুন আনতে পান্তা ফুরোয় অবস্থা তাদের। সরকারি দলের চাঁদাবাজদেরও খুশি করতে হচ্ছে অসহায় জনগণকে। দল বেঁধে ধর্ষণসহ একের পর এক অপরাধ করে যাচ্ছে সরকারি দলের পাণ্ডারা। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে টর্চার শেল গড়ে তোলা হয়েছে। পুলিশ যদি নির্যাতনকারীদের সহযোগী না-ও হয়, তবু নির্যাতনের শিকার যারা হচ্ছেন তাদের সাহায্য করার আগে দু'বার ভাবতে হচ্ছে। বস্তুত, পুলিশকে নির্লজ্জভাবে দলীয় কর্মীর মতো ব্যবহার করছে ক্ষমতাসীন দল। আর এটি করতে গিয়ে রাজনীতি হচ্ছে বিতর্কিত ও পুলিশের পেশাগত সুনাম বহির্বিশ্বে ম্লান হচ্ছে।

পুলিশের নির্লিপ্ততার সুযোগ নিয়ে যারা অপরাধ সংঘটনের মাধ্যমে দুর্বিষহ করে তুলছে জনজীবন, তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে, পুলিশের সাথে সঙ্ঘাতে জড়িয়ে তাদের নিবৃত্ত করা যাবে না। সরকারের ছত্রছায়ায় বেকার তরুণদের এখন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড চালানো ও অর্থ উপার্জনে ব্যবহার করা সহজ। বাস্তবে এভাবে অপরাধের বিস্তার ঘটছে এবং অপরাধীর সংখ্যা দিন দিন ব্যাপক হারে বাড়ছে। রাজনৈতিক দলের নেতাদের অবশ্য এ কথা বুঝতে হবে যে, জনগণ এখন আর তাদের বন্ধু ভাবে না। তাই দলকে ব্যবসায়ীদের আখড়া না বানিয়ে জনগণের পার্টি করতে হবে। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে ভোটডাকাতি

করতে দিয়ে বিরোধী নেতারা কিভাবে অর্থ কামিয়েছেন সে খবর জনগণ জানে। এর সাথে সঙ্গতি রেখে বিরোধীরা সরকারের দেয়া উপঢৌকন হিসেবে পাওয়া আসনে নির্লজ্জের মতো অনির্বাচিত সংসদে যোগদান করেছেন।

অবাধ নির্বাচনে সরকারের ভরাডুবি হবে, বিষয়টি সরকারও জানে। আন্তর্জাতিক সমর্থনে যদি স্বচ্ছ নির্বাচনের ব্যাপারে সমঝোতায় পৌঁছানো যায়, তাহলে সরকার ক্ষমতা ছাড়তে আগ্রহী হবে। সে ক্ষেত্রে প্রশ্ন থেকে যাবে; শুধু অবাধ নির্বাচন কি অর্থ কামানোর রাজনৈতিক ব্যবসায় গুণগত পরিবর্তন আনতে পারবে! জনগণ এ মুহূর্তে নানাবিধ জরুরি সমস্যার প্রতিকার চাইছে। নিত্যপণ্যের আকাশছোঁয়া দামে অনেকের ক্রয়ক্ষমতা নাগালের বাইরে চলে গেছে। জ্বালানি তেল, গ্যাস ও বিদ্যুতের মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় সেবার মূল্য সরকার বাড়িয়ে দিয়েছে। এর ওপর অপরাধ বেড়েছে জ্যামিতিক হারে। নাজুক অর্থনীতির কারণে অনেকের ব্যবসায় বন্ধ হয়ে গেছে। নতুন আয়ের সুযোগ নেই বললেই চলে। ভাগ্যাহত মানুষের জীবনযাপন হয়ে উঠেছে কঠিন থেকে কঠিনতর, সাথে সাথে অমানবিক।

ব্যবসায়ী ও অন্যদের কাছ থেকে সরকার বর্ধিত রাজস্ব আদায়ে বড় বেশি অসহনীয় ও নিষ্ঠুরভাবে চাপ সৃষ্টি করছে, তা সবার জন্য জীবন-মরণ সমস্যা সৃষ্টি করছে। কর পরিশোধের পর অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের কৌশল ও অসাধারণ ক্ষমতা দেখানো হচ্ছে সরকারের তরফ থেকে। সরকারি করপোরেশনগুলোর কাছে বিপুল অঙ্কের ট্যাক্স বকেয়া পড়ে রয়েছে; কিন্তু তা পরিশোধ করার কোনো অর্থ নেই এবং তাদের দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনা নিয়েও নেই কোনো উদ্বেগ। সত্য হলো- লুটেরা গোষ্ঠীকে সরকার সুরক্ষা দিচ্ছে। জনগণের লুণ্ঠিত অর্থ অবশ্যই ফেরত দিতে হবে। রাষ্ট্রীয় অর্থ, মানে জনগণের অর্থ চুরি করে তারা নিরাপদে শানশওকতে জীবনযাপন করছে। এ চুরির টাকা জনগণের ভোট চুরির কাজে বিলি-বণ্টন করা হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। অন্য দিকে, অভিযোগ রয়েছে, বিরোধী দলগুলো হয়তো এ জন্য জনস্বার্থের সাথে সম্পৃক্ত এমন একটি বিষয় অবজ্ঞা করে যাচ্ছে। জনগণ গুরুত্ব পাচ্ছে না। যদি সত্যিকার পরিবর্তন আসে তবে আমরা জানতে পারব, কিভাবে রুশ ধাঁচের অলিগার্ক অর্থাৎ বিত্তবান লোক তৈরি করে তাদের ওপর নির্ভরশীল থাকার ব্যবস্থা বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভোটডাকাতির ব্যাপারে দর-কষাকষির প্রক্রিয়ায় শক্তির সমাবেশ ঘটানোর লক্ষ্যে নির্বাচনী মোর্চা করতে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে দেনদরবার শুরু হয়েছে। অনির্বাচিত ও জবাবদিহির দায়মুক্ত বর্তমান সরকারকে ক্ষমতায় রাখতে সংসদীয় আসনগুলোর জন্য অর্থ ঢালা হবে।

সরকার আমাদের ধোঁকা দিতে পারলেও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে ধোঁকা দিতে পারবে না। তারা সরকারের চরিত্র সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। আমরা সহ্য করি, তাই তারাও সহ্য করে। অন্যায্য সুবিধা আদায় করতে পরাশক্তিগুলোও অনির্বাচিত সরকারকে ব্যবহার করে। জনগণের শক্তিতে বলীয়ান না হয়ে সরকার নির্ভর করে বিদেশী শক্তির ওপর। বিদেশী শক্তি পীড়াপীড়ি করলে বাংলাদেশেও অবাধ নির্বাচন হতে পারে। অবশ্য সরকারের অভ্যন্তরীণ দুর্নীতিনির্ভর ব্যবস্থাপনার কাঠামো ভেঙে পড়ায় ক্ষমতাসীনদের পতন হতে পারে। তাই শিক্ষিত ও সচেতন লোকেরা ঘুমিয়ে থাকলে বিপদ তাদের ওপরও আপতিত হবে। মইনুল হোসেন সিনিয়র আইনজীবী, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট । দৈনিক নয়াদিগন্ত-র সৌজন্যে

আল্লাহ সর্বশক্তিমান

জাতিসংঘের
৭৭তম অধিবেশনে
যোগদান সফল
হোক

বিশ্ব শান্তির অগ্রদূত, গণতন্ত্রের মানসকন্যা
বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
দেশরত্ন জননেত্রী-

শেখ হাসিনা

যুক্তরাষ্ট্র আগমণে

শুভেচ্ছা
স্বাগতম

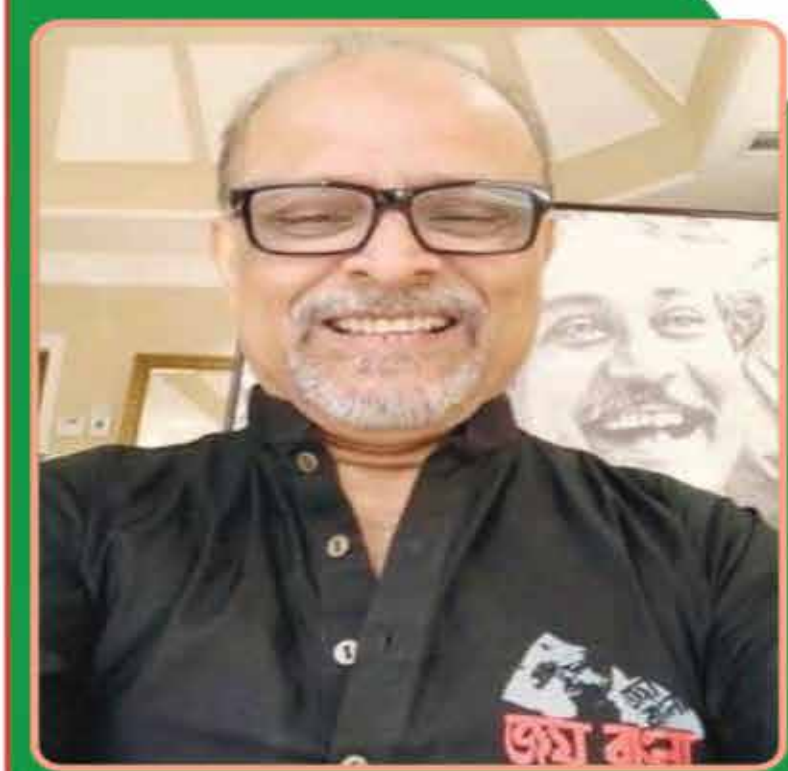

ডা. মোহাম্মদ আলী মানিক
সহ-সভাপতি, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ ও বিশিষ্ট চিকিৎসক

২ মিনিট হাঁটলেই দূরে থাকবে ডায়াবেটিস

আধুনিক জীবনে নিত্যদিনের ব্যস্ততা আর জ্যামে আটকে আছি। একটু পাশ ফেরার অবকাশ নেই। পড়াশুনা, চাকরি, ব্যবসা, ইত্যাদি কাজ নিয়ে এত ব্যস্ত যে আমাদের নিজেদের দিকে, বিশেষ করে নিজেদের শরীরের দিকে খেয়াল রাখার কোনো প্রয়োজন মনে করি না।

প্রাণখুলে উপভোগ করতে গেলে নিত্য জীবনযাপনে পুষ্টিকর আহার ও নিয়মিত শরীরচর্চা না করলেই নয়। বেশ কিছুদিন স্বাস্থ্যের খাতিরে ভাবছেন যোগাসন কিংবা জিমে যাওয়া শুরু করবেন। যাদের জিমে যাওয়া সম্ভব হয় না, তাদের জন্য হাঁটা একটি অনেক ভালো ব্যায়াম হতে পারে।

শরীর ভালো রাখতে নিয়মিত হাঁটার বিকল্প নেই। কেবল শরীর নয়, মন সতেজ রাখতেও এর তুলনা হয় না। এছাড়া যারা ওজন কমানো নিয়ে সমস্যায় রয়েছেন, তাদের জন্যও হাঁটার কোনো বিকল্প নেই।

হাঁটার মাঝে কথা না বলে নিজের জন্য ভালো কথা চিন্তা করলে আরো বেশি কাজ করার জীবনী শক্তি পাবেন। আপনার জীবনে উন্নতি হবেই।

ওজন কমানোই হোক কিংবা শরীর ভাল রাখা। যে কারণেই হাঁটুন না কেন। অন্তত নিয়মিত ২৫ থেকে ৩০ মিনিট হাটুন। পারলে দু'বেলাই হাঁটুন। এতে স্বাস্থ্য ভাল থাকে এবং শরীরের একাধিক সমস্যা নিয়ন্ত্রণে থাকে।

বাড়তি মেদ ঝরানোর পাশাপাশি নিয়মিত হাঁটলে কোলেস্ট্রল নিয়ন্ত্রণে থাকে। ডায়াবেটিস ও স্থুলতা নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং মানসিক স্বাস্থ্য ভাল থাকে। পাশাপাশি হার্ট, উচ্চ রক্তচাপ এমনকি ক্যানসারের মতো রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে নিয়মিত হাঁটার অভ্যেস। কেন আমাদের আরো বেশি হাঁটা প্রয়োজন এবং জেনে নিন হাঁটার উপকারিতা-

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করে : হাঁটলে শরীরের পেশিতে ইনসুলিনের কার্যকারিতা বাড়ে। ফলে রক্তের গ্লুকোজ কমে। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে থাকে। সম্প্রতি গবেষকদের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, আপনি যত বেশি হাঁটবেন, তত আপনার ডায়াবেটিস হবার সম্ভাবনা কম হবে। যিনি সপ্তাহে ৫ দিন প্রতিদিন ১০,০০০ স্টেপ হাঁটেন, তিনি ডায়াবেটিস থেকে তত দূরে থাকেন যিনি প্রতিদিন ৩,০০০ স্টেপ হাঁটেন। গবেষণায় দেখা গেছে, খাবার খাওয়ার পরে মাত্র দুই মিনিট হাঁটলেই রক্তে শর্করার পরিমাণ অনেকখানি কমে যেতে পারে। অনেক দিন ধরেই বলা হয়, রক্তে শর্করার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে খাবার খাওয়ার পরে বেশ কিছুটা হাঁটতে। বিশেষ করে ১৫ থেকে ২০ মিনিট হাঁটাতে হবে। ১৫-২০ মিনিট সময় না পেলেও মাত্র দুই মিনিট হাঁটলেই শরীর রক্তে শর্করার পরিমাণ কমাতে শুরু করে।

মানসিক সুস্থতা ভালো থাকে : অফিসে বা কাজে হেঁটে যাওয়া অনেক ভালো একটি উপায়। সকালে হাঁটার অভ্যাসের পাশাপাশি কাজের জায়গায় গিয়ে আপনাকে মানসিকভাবে ভালো থাকতে সাহায্য করবে।'ইট দিস ডট কম' ওয়েবসাইটের এক গবেষণায় অ্যাংলিয়াস নরউইচ মেডিকেল স্কুলের প্রধান গবেষক অ্যাডাম

কোলন ক্যানসার প্রতিরোধ করে প্রতিদিন বেগুন খেলে

কথায় বলে, নাই যার কোনও গুণ, সে বেগুন! কিন্তু কথাটা সত্যি নয়। এ কথা যারা বলেন তারা এই সবজিটির অনেক গুণের সম্পর্কেই হয়তো জানেন না। পুষ্টিবিদদের মতে, বেগুন পুষ্টিতে ভরা একটা সবজি। পুষ্টিগুণে ভরা বেগুন আমাদের সুস্বাস্থ্যের জন্য খুবই জরুরি। উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, হার্টের সমস্যার মতো একাধিক শারীরিক সমস্যার সমাধানে বেগুন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বেগুন বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় সব্জি এবং বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি জমিতে চাষ করা হয় পাশাপাশি বিদেশেও বেগুনের চাহিদা রয়েছে। বেগুন প্রায় সারাবছরই চাষ করা যায়। বেগুনের আদি নিবাস দক্ষিণ এশিয়া। যার বৈজ্ঞানিক নাম সলানাম মেলোনজেনা। বেগুনের ফল বেগুনী বা সাদা (সবুজ) এবং গাঢ় বেগুনী (কালচে) বর্নের হয়।

কৃত্রিম চিনি যেভাবে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বাড়ায়

ডায়াবেটিস রোগীসহ অনেক স্বাস্থ্য সচেতনরাই বর্তমানে চিনির বিকল্প হিসেবে আর্টিফিসিয়াল সুইটনার বা কৃত্রিম চিনি ব্যবহার করেন। বিশেষ করে চায়ের সঙ্গেই বেশি মেশানো হয় এই কৃত্রিম চিনি। তবে এটি কতটা স্বাস্থ্যকর, তা হয়তো অনেকেরই জানা নেই।

বিশেষজ্ঞদের মতে, সুগার ফ্রি, স্টিভিয়া'সহ বাজারে যে সব কৃত্রিম চিনি পাওয়া যায়, তাতে অ্যাসপারটেম ও সুক্রালোজ নামক যৌগ থাকে। এর কারণেই মিষ্টি ভাব আসে। যা শরীরের জন্য একেবারেই ভালো নয়।

সুক্রালোজের তুলনায় অ্যাসপারটেম আরও বেশি ক্ষতিকর। এই দুই যৌগ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন হৃদযন্ত্র, মস্তিষ্ক ও স্নায়ুর উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। শরীরে নেগেটিভ ইলেকট্রন তৈরি হয়, যা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর।

'দ্য বিএমজে' দ্বারা প্রকাশিত ফরাসি প্রাপ্তবয়স্কদের একটি বড় গবেষণায় দেখা গেছে, উচ্চতর কৃত্রিম সুইটনার সেবন হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোকসহ কার্ডিওভাসকুলার বিভিন্ন রোগের ঝুঁকি বাড়ায়।

বেশ কিছু গবেষণায় ওজন বৃদ্ধি, উচ্চ রক্তচাপ ও প্রদাহের সঙ্গে কৃত্রিম মিষ্টিজাতীয় পানীয় বা কৃত্রিম মিষ্টিযুক্ত পানীয় পানের যোগসূত্রতা খুঁজে পাওয়া গেছে।

ফ্রেঞ্চ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর হেলথ অ্যান্ড মেডিকেল রিসার্চ (ইনসারম) এর গবেষকদের একটি দল ১ লাখ ৩ হাজার ৩৮৮ জন অংশগ্রহণকারীদের (গড় বয়স ৪২ বছর; ৮০ শতাংশ নারী) তথ্য সংগ্রহ করেন।

তাদের ২৪ ঘণ্টার খাদ্যতালিকায় কৃত্রিম মিষ্টির ব্যবহার রেকর্ড করে তা মূল্যায়ন করেন গবেষকরা। স্বাস্থ্য, জীবনধারা ও সামাজিক জনসংখ্যাগত বিষয়গুলোর রেকর্ডও যাচাই করা হয়।

দেখা যায়, মোট ৩৭ শতাংশ অংশগ্রহণকারীরা কৃত্রিম মিষ্টি গ্রহণ করেছেন, যার গড় ৪২.৪৬ মিলিগ্রাম/দিন গ্রহণ করা হয়েছে। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে যারা কৃত্রিম সুইটনার গ্রহণ করেছিল তাদের মধ্যে ধূমপান, শারীরিকভাবে কম সক্রিয় ও ওজন কমানোর ডায়েট অনুসরণের প্রবণতা বেশি ছিল।

২০০৯ সাল থেকে দীর্ঘ ৯ বছরের প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায়, এই সময়ের মধ্যে ১ হাজার ৫০২টি কার্ডিওভাসকুলারের ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে আছে হার্ট অ্যাটাক, এনজিনা, এনজিওপ্লাস্টি (অবরুদ্ধ বা সরু ধমনীকে হার্টে প্রশস্ত করার একটি পদ্ধতি), ক্ষণস্থায়ী ইস্কেমিক আক্রমণ এমনকি স্ট্রোক।

গবেষকরা দেখেছেন, কৃত্রিম মিষ্টি খাওয়া কার্ডিওভাসকুলার রোগের ঝুঁকির সঙ্গে অনেকটাই যুক্ত। কৃত্রিম সুইটনার সেরিব্রোভাসকুলার রোগেরও ঝুঁকি বাড়ায়।

তাহলে ঠিক কতটুকু খাবেন কৃত্রিম চিনি? এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা জানান, কৃত্রিম চিনি কেনার সময় অবশ্যই দেখে নিতে হবে কোন সংস্থার চিনিতে অ্যাসপারটেমের মাত্রা কম আছে।

প্রদাহ বা ইনফ্লামেশন কমাবে যে ৭ খাবার

ইনফ্লামেশন বা প্রদাহের কিন্তু ভালো-মন্দ দুটো দিকই আছে। একদিকে এটা শরীরের সংক্রমণ বা ইনজুরি প্রতিরোধ করে; অন্যদিকে দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ হতে পারে নানা অসুখের কারণ। প্রদাহের সঙ্গে মানসিক চাপ, হাঁটাচলা কম করা এবং খাবারে অনিয়মের ফলে ঝুঁকি আরও বেড়ে যেতে পারে। তবে কিছু খাবার আছে, যেগুলো অ্যান্টি-ইনফ্লামেটরি। অর্থাৎ এসব খাবার দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ প্রতিরোধ করে। কী সেই খাবারগুলো, চলুন জেনে নেওয়া যাক :

ডার্ক চকলেট : অবাক করা বিষয় হলেও সত্যি, ডার্ক চকলেট ও কোকোয়ায় রয়েছে অ্যান্টি-ইনফ্লামেটরি উপাদান। এতে থাকা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে। চকলেটে ফ্যাভানলস নামে একটি উপাদান থাকে, যা থেকে মূলত এই অ্যান্টি-ইনফ্লামেটরি ইফেক্ট আসে।

বেরি : বিভিন্ন ধরনের বেরি, যেমনস্ট্রবেরি, ব্লুবেরি বা রাসবেরিতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ ফাইবার, ভিটামিন ও মিনারেল। এতে আরও আছে অ্যানথোসায়ানিন নামে এক ধরনের অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট। এসব উপাদানে আছে অ্যান্টি-ইনফ্লামেটরি ইফেক্টস, যা দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ কমায়।

তেলযুক্ত মাছ : বিভিন্ন তেলযুক্ত মাছেও আপনি পেতে পারেন অ্যান্টি-ইনফ্লামেটরি উপাদান, যা আপনাকে বিভিন্ন রোগ থেকে দূরে রাখবে। সে ক্ষেত্রে আপনি খেতে পারেন স্যামন, সারডিন, ম্যাকেরেল আর ছোট মলা মাছ।

অ্যাভোকাডো : অ্যাভোকাডোতে রয়েছে পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ফাইবার ও মনোস্যাচুরেটেড ফ্যাট। এই ফলটি অ্যান্টি-ইনফ্লামেটরি, তাই খাবারের তালিকায় রাখুন অ্যাভোকাডো।

গ্রিন টি : স্বাস্থ্য সচেতন অনেকেই এখন গ্রিন টি খেতে পছন্দ করেন। কিন্তু আপনি কি জানেন, নিয়ম করে গ্রিন টি খেলে হৃদরোগ, ক্যানসার, আলঝেইমার হওয়ার ঝুঁকি কমে যায়। আর এগুলো কমে কারণ, এতে রয়েছে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এবং অ্যান্টি-ইনফ্লামেটরি উপাদান।

মরিচ বা পেপার : বেল পেপার বা চিলি পেপার, অর্থাৎ মরিচে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি আর অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, যার অ্যান্টি-ইনফ্লামেটরি ইফেক্ট রয়েছে। এটা ডায়াবেটিসের মতো দীর্ঘস্থায়ী রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে।

আঙুর : আঙুরে রয়েছে অ্যানথোসায়ানিন, যা প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে। শুধু তাই নয়, এই ফল হৃদরোগ, স্থূলতা, আলঝেইমার থেকেও আমাদের সুরক্ষা দেয়।

ব্রোকলি, সুপার স্বাস্থ্যকর যা ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করে

সুপার পুষ্টিকর সবজি ব্রোকলি আমাদের দেশে নতুন সবজি। ক্রুসিফেরী গোত্রের ব্রকলি এখন সব সময় পাওয়া যায়। উন্নত বিশ্বের বেশ কয়েকটি জাত যেমন- প্রিমিয়াম ক্রস, গ্রীন কমেট, জুপিটার প্রভৃতি জাতের ব্রোকলি চাষ করা যায়। লালতীর সীডস লিমিটেড 'লিডিয়া' নামে ব্রোকলির একটি জাত বাজারজাত করছে, যা আমাদের দেশের আবহাওয়া উপযোগী। জাতটি দ্রুত বর্ধনশীল, মাঝারি আকৃতির, তাপ সহিষ্ণু ও রোগ প্রতিরোধী, দেখতে আকর্ষণীয় ও খেতে সুস্বাদু।

ব্রোকলির উৎপত্তি ইতালিতে। ব্রোকলিকে ইতালিয়ান ব্যোকলি বলা হয়। ইতালি ভাষায় বরোক্কো শব্দ থেকে এর উৎপত্তি হয়েছে। ইতালি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এটি সর্বাধিক জনপ্রিয়। ব্রোকলি দেখতে ফুলকপির মতই, তবে রংটা সবুজ। এর বর্ণ সবুজ বলে অনেকেই এক সবুজ ফুল কপি বলে। চাইনিজ খাবারের ব্যবহৃত অন্যতম প্রধান উপকরণ এই সবজী।

চমৎকার এই সবজিটি এখন বাংলাদেশেই চাষ হচ্ছে এবং এটি দেশের চাইনিজ রেস্টুরেন্ট গুলোর চাহিদা মিটিয়ে এটি এখন দেশের বাইরেও রপ্তানি হচ্ছে। কারণ কপি গোত্রের অন্যান্য সবজির চেয়ে ব্রোকলি অপেক্ষাকৃত বেশি পুষ্টি সমৃদ্ধ ও ক্যানসার প্রতিরোধক। এতে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন, ভিটামিন, সি এবং খনিজ পদার্থ রয়েছে এবং এর গন্ধটাও আকর্ষণীয়। ব্রোকলি ফুলকপির মত অত বড় হয় না। নিয়মিত ব্রোকলি খেলে তারুণ্যতা বৃদ্ধি পায়।

ব্রোকলিতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম, আয়রন, ম্যাগনেসিয়াম, নানান ধরনের ভিটামিন, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি উপাদান।

মিক্সড চিলি ডাল

সকালের নাশতা বা রাতের খাবারে মিক্সড চিলি ডাল তৈরি করতে পারেন। ঝাল আর মাখা মাখা টক-মিষ্টি-ঝাল এ ডাল পরোটা বা লুচির সঙ্গে দারুণ লাগে খেতে। খুব সহজে আর অল্প সময়ে তৈরি করা যায় মিক্সড চিলি ডাল।

উপকরণ : মসুর ডাল আধা কাপ, মুগ ডাল আধা কাপ, বুটের ডাল আধা কাপ, টমেটো বাটা ১ কাপ, তেঁতুল সস ২ টেবিল চামচ, লেবুর রস ১ টেবিল চামচ, কাঁচামরিচ বাটা ১ টেবিল চামচ, ধনেপাতা কুচি ২ টেবিল চামচ, ঘি ১ টেবিল চামচ, সরষের তেল ১ টেবিল চামচ, আদা-রসুন-পেঁয়াজ বাটা ১ চা চামচ করে, গরম মসলা গুঁড়ো আধা চা চামচ, জিরা গুঁড়ো আধা চা চামচ, হলুদ-মরিচ গুঁড়ো আধা চা চামচ ও লবণ স্বাদমতো।

প্রণালি : মুগ-মসুর-বুটের ডাল সেদ্ধ করে নিন আলাদাভাবে। কড়াইতে তেল গরম করে সব মসলা কষিয়ে সেদ্ধ ডাল দিয়ে নাড়ুন। টমেটো পেস্ট দিন। প্রয়োজনে পানি দিতে পারেন। লবণ ছিটান। সব উপকরণ ভালোভাবে মিশে গেলে তেঁতুলের সস, লেবুর রস আর ধনেপাতা কুচি দিয়ে নামান। পরিবেশন বাটিতে ঢেলে ওপরে ঘি ছড়িয়ে দিন।

মিক্সড ভেজিটেবল

শরীর-স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য অনেকেই খাবার কম খাওয়ার চেষ্টা করে থাকেন। কিন্তু, শরীর ঠিক রাখতে সব বেলাতেই পরিমিত খাবার খাওয়া প্রয়োজন। ভাত খেতে না চাইলে সবজি, সালাদ বা ফল খান। মিক্সড ভেজিটেবল তৈরি করেও খেতে পারেন।

উপকরণ : পেঁপে, গাজর, ফুলকপি, বাঁধাকপি ও বরবটি প্রতিটি ১ কাপ করে, ক্যাপসিকাম আধা কাপ, বোনলেস চিকেন কিউব করে কাটা আধা কাপ, পেঁয়াজ ৪ ভাগ করা আধা কাপ, কাঁচামরিচ ৫ থেকে ৬টি, আদা-রসুন বাটা ১ চা চামচ করে, গোলমরিচ আধা চা চামচ, সয়াসস ১ টেবিল চামচ, চিলি সস ১ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো, সিসেমি ওয়েল ১ চা চামচ, বাটার পরিমাণমতো।

প্রণালি : সবজি টুকরোগুলো আলাদাভাবে লবণ পানিতে সেদ্ধ করে ছেঁকে নিন। এবার কড়াইয়ে বাটার গলিয়ে পেঁয়াজ, আদা ও রসুন বাটা এবং কাঁচামরিচ দিয়ে নাড়ুন। চিকেন টুকরোগুলো দিয়ে বাকি উপকরণ একসঙ্গে মিশিয়ে নাড়ুন। চিকেন সেদ্ধ হয়ে এলে সবজি মিশিয়ে নিন। নেড়েচেড়ে ভালোভাবে মিশিয়ে কিছু সময় ঢেকে রাখুন। স্বাদ চেখে নামিয়ে নিন।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

সীমিত আসন,
টেকআউট,
ক্যাটারিং এবং
ডেলিভারীর
জন্য খোলা

ইত্যাদি
ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

আলু-বেগুন-টমেটো চচ্চড়ি

গরম ভাতের সঙ্গে খেতে বেশ সুস্বাদু আলু, বেগুন ও টমেটোর চচ্চড়ি। সহজেই এ তরকারি রান্না করা যায়। সঙ্গে চিংড়ি মেশালে স্বাদ আরও বেড়ে যায়।

উপকরণ : আলু মাঝারি সাইজের ২টি, লম্বা বেগুন ৩ থেকে ৪টি, টমেটো ৩টি, চিংড়ি মাছ মাঝারি সাইজের আধা কাপ, পেঁয়াজ কুচি ২ টেবিল চামচ, আদা-রসুন বাটা ১ চা চামচ করে, হলুদ গুঁড়ো আধা চা চামচ, মরিচ গুঁড়ো ১ চা চামচ, জিরা গুঁড়ো আধা চা চামচ, গরম মসলা গুঁড়ো আধা চা চামচ, তেজপাতা ১টি, দারচিনি ১ টুকরো, এলাচ ২টি, লবণ স্বাদমতো, তেল ২ টেবিল চামচ, ধনেপাতা কুচি ১ টেবিল চামচ।

প্রণালি : চিংড়ি মাছ খোসা ছাড়িয়ে ধুয়ে নিন। আলু, বেগুন ও টমেটো চৌকো করে কেটে নিতে হবে। কড়াইয়ে তেল গরম করে চিংড়ি মাছ ভেজে তুলে রাখুন, পেঁয়াজ ভাজুন, সব মসলা দিয়ে কষান, আলু দিন, প্রয়োজনে অল্প পানি দিয়ে ঢেকে রাখুন। আলু সেদ্ধ হয়ে আসতে থাকলে বেগুন, টমেটো আর ভাজা চিংড়ি দিয়ে নাড়ুন। লবণ ছিটিয়ে ঢেকে রাখুন। সব সবজি সেদ্ধ হয়ে মাখা মাখা হয়ে এলে ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে নামিয়ে নিন।

সবজি খিচুড়ি

খিচুড়ি খেতে পছন্দ করেন না, এমন মানুষ সাধারণত কমই দেখা যায়। বৃষ্টির দিনে সবজি খিচুড়ি খাওয়ার মজাই আলাদা।

উপকরণ : পোলাও চাল ১ কেজি, মুগ ও মসুর ডাল আধা কাপ করে, মিষ্টিকুমড়া, পেঁপে, ফুলকপি, গাজর ও ক্যাপসিকাম ১ কাপ করে, আদা-রসুন বাটা ১ চা চামচ, হলুদ গুঁড়ো দেড় চা চামচ, মরিচ গুঁড়ো ১ চা চামচ, পেঁয়াজ কুচি ১ টেবিল চামচ, কাঁচামরিচ ৬টি, লবণ স্বাদমতো, গরম মসলা গুঁড়ো আধা চা চামচ, জিরা গুঁড়ো আধা চা চামচ, তেল-ঘি পরিমাণমতো, ধনেপাতা কুচি ২ টেবিল চামচ।

প্রণালি : চাল ও ডাল ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিন। সবজি চৌকো টুকরো করে কেটে ধুয়ে ফেলুন। হাড়িতে তেল গরম করে পেঁয়াজ কুচি ভাজুন, সব মসলা কষিয়ে সবজি দিন। এবার চাল-ডাল দিয়ে কষাতে হবে। হালকা ভেজে পরিমাণমতো গরম পানি দিয়ে লবণ, কাঁচামরিচ ও ধনেপাতা ছিটিয়ে ঢেকে রাখুন। চাল, ডাল ও সবজি ভালো করে সেদ্ধ হয়ে এলে ঘি ছড়িয়ে দিন। নামিয়ে গরম পরিবেশন করুন।

ঘরোয়া স্পেশাল কাচ্চি বিরিয়ানি

সুস্বাদু খাবারের ঘরোয়া আয়োজন

Ghoroa
HALAL
Sweets & Restaurant
the taste of home
www.ghoroa.com, email: ghoroa@yahoo.com
Jamaica Location:
168-41 Hillside Avenue,
Jamaica, NY 11432,
Tel: 718-262-9100
718-657-1000
Brooklyn Location:
478 McDonald Ave,
Brooklyn, NY 11218
Tel: 718-438-6001
718-438-6002

বাংলাদেশকে দুই বিলিয়ন ডলার বাজেট সহায়তার প্রতিশ্রুতি এডিবির

১৩ পৃষ্ঠার পর

অর্থনৈতিক নিরাপত্তা পুনরুদ্ধারে এডিবি শুরু থেকেই পাশে থেকে সহযোগিতা করছে এবং ভবিষ্যতেও তারা পাশে থাকবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন এডিমন গিন্টিং। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের গ্রামীণ ও নগর উন্নয়নের ক্ষেত্রে সহায়তা অব্যাহত রাখাসহ জলবায়ু সহনশীল উন্নয়ন বিনিয়োগকে উৎসাহিত করবে এডিবি।

এদিকে দ্বিপক্ষীয় আলোচনায় অর্থমন্ত্রী শুরুতেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। তিনি বলেন, 'জাতির পিতা সোনার বাংলা বিনির্মাণের যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, সে স্বপ্ন পূরণে তারই সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দক্ষ, যোগ্য ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত এবং সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।'

এ সময় অর্থমন্ত্রী করোনাভাইরাস প্রাদুর্ভাবের কারণে বাংলাদেশের সম্ভাব্য অর্থনৈতিক প্রভাব উত্তরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশকে সহায়তার জন্য এডিবিকে ধন্যবাদ জানান। বিশেষ করে এলডিসি থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ পরবর্তী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এডিবিকে আরও উন্নয়ন সহযোগিতা করার অনুরোধ জানান। সামগ্রিকভাবে উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে ভবিষ্যতে বাংলাদেশ ও এডিবির মধ্যে এ ধরনের সহযোগিতা অব্যাহত রাখার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন তিনি।

ভারতীয় রুপিতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এখনো সম্ভব নয়

১২ পৃষ্ঠার পর

নাম প্রকাশ না করার শর্তে বাংলাদেশ ব্যাংকের কয়েকজন কর্মকর্তা জানান, এ মুহূর্তে বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের আমদানি-রপ্তানির এলসি নিষ্পত্তির জন্য এসবিআইর পরিবর্তে অন্যান্য ব্যাংকের সেবা নিতে হবে।

তারা জানান, যতদিন বাংলাদেশ ব্যাংক স্থানীয় মুদ্রায় এলসির নিষ্পত্তি করার সুযোগ না দেয়, ততদিন পর্যন্ত এ পরিস্থিতি বিরাজ করবে।

১৫ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ ব্যাংক জানায়, বাংলাদেশি ব্যাংকগুলো এখন থেকে ঋণপত্রের ক্ষেত্রে ও ব্যাংকের বিদেশি শাখার সঙ্গে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের লেনদেনের সুবিধার্থে চীনা মুদ্রা ইউয়ানে অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবে।

রুপি ও টাকায় ঋণপত্রের নিষ্পত্তি করার জন্য ২ দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংককে একই ধরনের নির্দেশনা দিতে হবে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র মো. সিরাজুল ইসলাম কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।

বাংলাদেশ ব্যাংকের নোটিশ অনুযায়ী, স্থানীয় ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলো ১৮টি বিদেশি মুদ্রায় তাদের বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনা করতে পারবে।

এসব মুদ্রার মধ্যে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও সিঙ্গাপুরের ডলার, ইউরো, যুক্তরাজ্যের পাউন্ড, সুইস ফ্রাঁ ও চীনের ইউয়ান অথবা রেনমিনবি।

এসবিআইর নোটিশে উল্লেখ করা হয়, পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত ব্যাংকটি মার্কিন ডলার ও অন্যান্য বিদেশি মুদ্রা ব্যবহার করবে না।

দেশি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলো জানিয়েছে, স্থানীয় মুদ্রায় লেনদেন হলে সবাই উপকৃত হবেন।

সব দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য টাকা ও রুপিতে করা সম্ভব না হলেও অন্তত ২ বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্য (বাংলাদেশের রপ্তানির সমতুল্য) স্থানীয় মুদ্রায় করা সম্ভব বলে মত প্রকাশ করেছেন ভারত-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (আইবিসিসিআই) সভাপতি আবদুল মাতলুব আহমদ।

তিনি জানান, ২ দেশের বিশেষজ্ঞরা আলোচনা করে সম্পূর্ণ দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য টাকা ও রুপির মাধ্যমে সম্পন্ন করার জন্য একটি সমাধান খুঁজে বের করতে পারে।

মাতলুব আহমদ আরও জানান, বর্তমানে বৈশ্বিক মুদ্রা বাজারে অস্থিতিশীলতার কারণে মার্কিন ডলারে লেনদেন করতে গেলে বাড়তি খরচ হয়। এক্ষেত্রে নিত্যপণ্য কেনায় স্থানীয় মুদ্রার ব্যবহারে ইতিবাচক ফল আসতে পারে।

একইভাবে, সংকটের সময় রুশ রুবল বা চীনের ইউয়ান ব্যবহার করে ডলার রিজার্ভ ধরে রাখা যেতে পারে বলেও তিনি মত প্রকাশ করেন।

পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশের (পিআরআইবি) নির্বাহী পরিচালক ও অর্থনীতিবিদ ড. আহসান এইচ মনসুর জানান, রুপি ও টাকায় বাণিজ্য পরিচালনা করার জন্য বেশ কয়েক বছর লেগে যেতে পারে। তবে, বাংলাদেশ ব্যাংক এখন থেকেই এই প্রক্রিয়া চালু করতে পারে।

বিশ্ব ব্যাংকের সাবেক এই অর্থনীতিবিদ সতর্ক করে বলেন, ওভারতের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলো ডলারের পরিবর্তে টাকায় লেনদেন করতে খুব একটা আগ্রহী নাও হতে পারেঞ্জ- দ্য ডেইলি ষ্টার এর সৌজন্যে

ইউয়ানে লেনদেন করে ডলার সংকট কাটাতে চায় বাংলাদেশ

১২ পৃষ্ঠার পর

দুটো দেশ গ্রহণ করবে। তবে চাইলেই ইউয়ানের মাধ্যমে দ্রুত লেনদেন করা যাবে কিনা সেটি নিয়ে সংশয় আছে। এর একটি বড় কারণ হচ্ছে, ইউয়ানের দাম কিভাবে নির্ধারিত হবে।

বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা আসে রপ্তানি এবং রেমিটেন্স থেকে। দুটোই আসে ডলারে। তাছাড়া চীনে যেহেতু বাংলাদেশের রপ্তানি ১ বিলিয়ন ডলারেরও কম সেহেতু ইউয়ানের যোগান বেশি থাকবে না।

নুরুল আমিন বলেন, আমাদের যদি এক্সপোর্ট বেশি হতো তাহলে ইউয়ান বেশি জমা থাকতো। তবে চীনের মাধ্যমে কারেন্সি কনভার্সের মাধ্যমে লেনদেন করা সম্ভব।

চীন এখন পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম শক্তিশালী অর্থনীতি। তাদের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধিও বেশ ভালো। এবং তাদের সাথে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শক্তিশালী বাণিজ্যিক সম্পর্ক আছে।

তবে ইউয়ানে লেনদেন করার ক্ষেত্রে বিষয়টি খুব একটা সহজ হবে বলে মনে করেন না বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা। তাদের প্রশ্ন হচ্ছে, চীনে রপ্তানি বেশি না করলে ব্যাংকগুলোর কাছে ইউয়ান কতটা থাকবে?

বাংলাদেশের একজন শীর্ষ স্থানীয় নিটওয়্যার রপ্তানিকারক এবং বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফেকচারার্স এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ফজলুল হক বলেন, চীনের সাথে ইউয়ানে বাণিজ্য করতে ভালো। কারণ, চীনও ইউয়ানে লেনদেন করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। তবে বিষয়টি কার্যকরীভাবে করা যাবে কি না সেটি নিয়ে সন্দেহ আছে।

তিনি বলেন, চীনের সাথে পুরো লেনদেন হয়তো ইউয়ানে করা যাবে না, তবে আংশিক হয়তো করা যেতে পারে। তাতে ডলারের উপর কিছুটা চাপ কমতে পারে। ব্যাংকগুলোর কাছে ইউয়ান কতটা আছে সেটা একটা বিষয়। আমরা তো চীনে খুব বেশি এক্সপোর্ট করি না। ব্যাংকগুলোর কাছে যদি পর্যাপ্ত ইউয়ান না থাকে তাহলে ডলার দিয়েই ইউয়ান কিনতে হবে।

ভারতে ইলিশ রপ্তানি বন্ধ চেয়ে হাইকোর্টে রিট

১৩ পৃষ্ঠার পর

মাহমুদুল হাসান। এই আইনজীবী জানান, দেশের বাজারের চেয়ে কম মূল্যে ভারতে ইলিশ রপ্তানি করার মাধ্যমে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্টরা দেশের সংবিধান লঙ্ঘন করেছেন। তারা দেশের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা ধ্বংস করেছেন এবং জনগণের স্বার্থবিরোধী কাজ করেছেন। এ ছাড়া রপ্তানি নীতি ২০২১-২৪ অনুযায়ী ইলিশ মাছ মুক্তভাবে রপ্তানিযোগ্য পণ্য নয়। তাই রিটে ইলিশ মাছ স্থায়ীভাবে রপ্তানি বন্ধের আবেদন করা হয়েছে।

রিটে বলা হয়েছে, দেশের জাতীয় মাছ ইলিশ, অথচ বর্তমানে ইলিশ মাছের অত্যধিক দামের কারণে দরিদ্র জনগোষ্ঠী এই মাছ কেনার চিন্তাও করে না। দেশের মধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠী ইলিশ কিনতে হিমশিম খাচ্ছে।

বিভিন্ন গণমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, দরিদ্র কৃষকরা দুই মণ ধান বিক্রি করেও এক কেজি ইলিশ মাছ কিনতে পারছেন না। বাংলাদেশের বাজারমূল্যের চেয়ে প্রায় অর্ধেক দামে ভারতে রপ্তানি হচ্ছে ইলিশ। দুঃখের বিষয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় দেশের মানুষের চাহিদার কথা চিন্তা না করে ভারতে ইলিশ রপ্তানির অনুমতি দিয়েছে।

বাংলাদেশের রিজার্ভ ৩৭ বিলিয়ন ডলারের নিচে

১২ পৃষ্ঠার পর

প্রবৃদ্ধি ছিল। যে কারণে ২০২০ সালের শুরুর দিকে ৩২ বিলিয়ন ডলারের ঘরে থাকা রিজার্ভ বেড়ে গত বছরের আগস্টে ৪৮ বিলিয়ন ডলারের ঘর অতিক্রম করে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ প্রথমবারের মতো ৩৬ বিলিয়ন ডলারের ঘর অতিক্রম করে ২০২০ সালের ৩০ জুন।

এদিকে, গতকাল আন্তঃব্যাংকে ডলার বেচাকেনার সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ দরে পার্থক্য কিছুটা কমেছে। গতকাল সর্বনিম্ন দর ছিল ১০১ টাকা ৭৮ পয়সা। আর সর্বোচ্চ দর ছিল ১০২ টাকা ৫৬ পয়সা। আগের দিন সর্বনিম্ন ৯৯ টাকা ৬৫ পয়সা এবং সর্বোচ্চ ১০৮ টাকা ছিল। বাংলাদেশ ব্যাংকের মধ্যস্থতায় ব্যাংকগুলো গত ১২ সেপ্টেম্বর থেকে সর্বোচ্চ ১০৮ টাকায় রেমিট্যান্স এবং ৯৯ টাকায় রপ্তানি বিল নগদায়ন করছে। এ দুইয়ের গড় দরের ভিত্তিতে আমদানি দায় নিষ্পত্তি করছে।

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা ন্যূনতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।

আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।

আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com

Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com

Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

Immigrant Elder Home Care LLC.

হোম কেয়ার

ঘরে বসেই প্রিয়জনকে সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন

$২২ প্রতি ঘন্টা

নিউইয়র্ক স্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

নিম্মি নাহার, ভাইস প্রেসিডেন্ট

মোবাইল

৬৪৬-৯৮২-৯৯৩৮, ৯২৯-২৩৮-২৪৫৭

Jamaica Office
87-54 168 Street
Jamaica, NY 11432

২য় তলায় ২০৪ নম্বর রুম

ই-মেইল: nimmeusa@gmail.com
Web. immigrantelderhomecare.com

বাংলাদেশের জন্য বিকল্প মুদ্রা কতটা সম্ভব?

১২ পৃষ্ঠার পর

অন্যরা নাও কিনতে চাইতে পারে। এটা ব্যক্তির লাভের উপর নির্ভর করে। এখানে আমদানির ক্ষেত্রে ডলার বাঁচবে। কিন্তু রপ্তানির ক্ষেত্রে তো আর সেটা হবেনা। আসলে অর্থনৈতিক সক্ষমতা অর্জনই আসল কথা।"

বাংলাদেশের মোট আমদানির ২৬ শতাংশ চীন এবং ১৪ শতাংশ ভারত থেকে আসে। ওই দুই দেশে মোট রপ্তানির তিন শতাংশ করে হয়।

বাংলাদেশে এখন রিজার্ভের পরিমাণ ৩৭.১৩ বিলিয়ন ডলার। আর ব্যাংকে এক ডলারের বিনিময় হার ৯৬ টাকা, খোলা বাজারে ১০৬ টাকা। গত এক বছরে ডলারের দাম বেড়েছে ১২ শতাংশ।-হারুন উর রশীদ স্বপন, ডয়চে ভেলে, ঢাকা

ব্যয় সংকোচন ও টাকার অবমূল্যায়নের প্রভাবে ডলারের হিসাবে মাথাপিছু আয় কমার শঙ্কা

১৩ পৃষ্ঠার পর

শিল্প ও সেবা খাত সংকোচনের নেতিবাচক প্রভাব জিডিপিতে পড়ার সম্ভাবনাও রয়েছে।

যদিও সরকারের নীতিনির্ধারকরা বলছেন, জিডিপিতে মুদ্রা অবমূল্যায়নের নেতিবাচক নয়, বরং ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। ডলারের বিনিময় হার বাড়ার কারণে রফতানিকারকদের পাশাপাশি প্রবাসীরা উৎসাহিত হচ্ছেন। আমদানি নিরুৎসাহিত হয়ে স্থানীয় উৎপাদন বাড়ছে। এসবের ইতিবাচক প্রভাব জিডিপির প্রবৃদ্ধিতে পড়বে।

জানতে চাইলে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম বণিক বার্তাকে বলেন, মাথাপিছু আয় যখন বলা হয়, তখন নামিক মূল্যে বলা হয় না, অর্থাৎ যা বাড়ে সেটা বলা হয় না। মূল্যস্ফীতি বাদ দিয়ে বলা হয়। প্রবৃদ্ধি যদি ১৪ শতাংশ হয়, সেখান থেকে মূল্যস্ফীতি যদি ৬ শতাংশ হয়, সেটা বাদ দিয়ে বলা হয় ৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি। কাজেই মাথাপিছু আয়টা প্রকৃত আয়, যেটা মূল্যস্ফীতি বাদ দিয়ে গণনা করা হয়। জাতীয় মাথাপিছু আয় গত অর্থবছরে ছিল ২ হাজার ৮২৪ ডলার। আমদানি-রফতানি সবই হয় বর্ধিত মূল্যে হিসাব করে। আমাদের সব আয়কেই আমরা ১০৬ টাকা দিয়ে ভাগ করব। ফলে মুদ্রা বিনিময় হার যেটাই থাকুক সেটার মাধ্যমে আমরা ডলারে প্রকৃত আয় জানতে পারব।

গত অর্থবছরে রেকর্ড ১৪১ বিলিয়ন ডলার বৈদেশিক বাণিজ্য করেছে বাংলাদেশ, যা দেশের মোট জিডিপির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। বৈদেশিক বাণিজ্যের মধ্যে ৮৯ বিলিয়ন ডলার ছিল আমদানি খাতের। চলতি অর্থবছরের শুরু থেকে আমদানির লাগাম টেনে ধরেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। বিদ্যমান ডলার সংকট কাটাতে এ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ঋণপত্রের মার্জিন বাড়ানোসহ বিভিন্ন ধরনের শর্ত জুড়ে দেয়ায় এরই মধ্যে আমদানি কমে এসেছে। আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় আগস্ট ও সেপ্টেম্বরে ৩ বিলিয়ন ডলারের বেশি আমদানি ব্যয় কমেছে বলে বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্রে জানা গিয়েছে।

২০২০-২১ অর্থবছরে দেশের মোট আমদানি ব্যয় ছিল ৬৫ দশমিক ৫৯ বিলিয়ন ডলার। গত অর্থবছরে এ ব্যয় ৮৯ দশমিক ১৬ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যায়। এ হিসাবে ২০২১-২২ অর্থবছরে সাড়ে ২৩ বিলিয়ন ডলারের বেশি আমদানির ঋণপত্র খোলা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি হয়েছে প্রায় ৩৬ শতাংশ।

চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরে অন্তত ২০ বিলিয়ন ডলার আমদানি কমানোর লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে বাংলাদেশ ব্যাংক। লক্ষ্য বাস্তবায়নে নানামুখী কর্মসূচি বাস্তবায়নও হয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তারা বলছেন, বাংলাদেশ ব্যাংক চাচ্ছে চলতি অর্থবছরে আমদানি ব্যয় ৬০ বিলিয়ন ডলারে নেমে আসুক। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে এরই মধ্যে কঠোর অনেক সিদ্ধান্তও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। আগস্ট ও সেপ্টেম্বরে গৃহীত পদক্ষেপের সুফলও পাওয়া গিয়েছে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, আমদানি কমে গেলে তার নেতিবাচক প্রভাব দেশের রফতানি প্রবৃদ্ধিতেও পড়বে। এর সঙ্গে যুক্ত হবে ইউরোপ ও আমেরিকায় চলমান অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাব। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে আসন্ন শীত মৌসুমে ইউরোপের অর্থনীতি বেসামাল হয়ে ওঠার সম্ভাবনাও তৈরি হয়েছে। এ অবস্থায় চলতি অর্থবছরে দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য ৩০ বিলিয়ন ডলার কমতে পারে। এর প্রভাবে দেশের জিডিপির প্রবৃদ্ধিও শ্লথ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

তবে আমদানি কমে গেলেও এখনই তার নেতিবাচক প্রভাব দেশের জিডিপিতে পড়বে না বলে মনে করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. মো. হাবিবুর রহমান। বণিক বার্তাকে তিনি বলেন, চলতি অর্থবছরে রফতানি ও রেমিট্যান্স উচ্চপ্রবৃদ্ধির ধারায় আছে। প্রবৃদ্ধির এ ধারা সহসা কমবে বলে মনে হয় না। আমদানি কমার বড় কোনো প্রভাব এখনই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে পড়বে না। তবে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা দীর্ঘস্থায়ী হলে সেটি ভিন্ন কথা। ডলারের বিপরীতে টাকার বড় ধরনের অবমূল্যায়নের ফলে মাথাপিছু আয় কমে যাবে কিনা জানতে চাইলে ড. মো. হাবিবুর রহমান বলেন, জনগণের মাথাপিছু আয় টাকায় হিসাব করা হয়। এরপর সেটিকে ডলারে রূপান্তর করে দেখানো হয়। টাকার অবমূল্যায়নের ফলে ডলারের হিসাবে মাথাপিছু আয় কিছুটা কমে যাবে। তবে অর্থবছর শেষে টাকার অংকে জিডিপির আকার ও মাথাপিছু আয় বাড়বে। এটিকে আমলে নিলে ওই সময়ের বিনিময় হার অনুযায়ী মাথাপিছু আয় কমে যাওয়ার সম্ভাবনা কম।

বিবিএসের তথ্য বলছে, ২০২০-২১ অর্থবছরে মাথাপিছু আয় ছিল ২ লাখ ১৯ হাজার ৭৩৮ টাকা বা ২ হাজার ৫৯১ মার্কিন ডলার। এক্ষেত্রে প্রতি ডলারের বিনিময় মূল্য ধরা হয় ৮৪ টাকা ৮০ পয়সা। ২০২১-২২ অর্থবছর শেষে মাথাপিছু আয় ২ লাখ ৪১ হাজার ৪৭০ টাকা বা ২ হাজার ৮২৪ মার্কিন ডলার দেখানো হয়। এক বছরের ব্যবধানে মাথাপিছু আয়ে প্রবৃদ্ধি হয় প্রায় ৯ শতাংশ। গত অর্থবছরে প্রতি ডলারের বিনিময় মূল্য সাড়ে ৮৫ টাকা ধরা হলেও বর্তমানে আন্তঃব্যাংক মুদ্রাবাজারে প্রতি ডলার ১০৮ টাকায় লেনদেন হচ্ছে। সে হিসাবে চলতি অর্থবছরে টাকার অংকে মাথাপিছু আয় বাড়লেও ডলারের হিসাবে সংকুচিত হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিনও মনে করছেন, ডলারের বিনিময় হার বেড়ে যাওয়ায় মাথাপিছু আয় কমবে। বণিক বার্তাকে তিনি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে টাকাকে অতিমূল্যায়িত দেখানো হয়েছিল। এ কারণে অল্প সময়ের ব্যবধানে টাকার ২৫ শতাংশেরও বেশি অবমূল্যায়ন হয়েছে। ডলারের বিনিময় হার বেড়ে যাওয়ার পাশাপাশি দেশের জনসংখ্যাও বেড়েছে। এ কারণে চলতি অর্থবছরে ডলারের হিসাবে মাথাপিছু আয় কমে যাওয়াই স্বাভাবিক। তবে বাংলাদেশে প্রকৃত জিডিপি হিসাবায়ন করায় এর আকার কমার সম্ভাবনা নেই। তিনি বলেন, বিলাস পণ্যসামগ্রী আমদানিতে কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে। এ কারণে দেশে গাড়ি, ফ্রিজ, টেলিভিশন, ফার্নিচারসহ বিলাসপণ্য উৎপাদন বাড়বে। উৎপাদন বাড়লে তার ইতিবাচক প্রভাব জিডিপিতে যুক্ত হবে। সুত্র বণিকবার্তা

পদে পদে দোষ 'মেয়েমানুষ' কবে মানুষের মর্যাদা পাবে

১৮ পৃষ্ঠার পর

যেন একা নারীর। গৃহিনী নারীদের তো আরো কষ্ট। উদয়-অস্ত পরিশ্রম করেও তাদের কাজের কোনো মূল্যায়ন নেই। বরং শুনতে হয়, 'কী কাজ করো সারাদিন্থ। আর্থিক স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা কিচ্ছু নেই। হাসি হাসি মুখের আড়ালে সব গৃহিনীর গল্প প্রায় একই। নারী কর্মজীবী হোক বা গৃহিনী তার পথ নানা প্রতিবন্ধকতায় ঠাসা। প্রতিনিয়ত তাকে ভুগতে হয় নিরাপত্তাহীনতায়। পরিবারে, রাস্তাঘাটে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, কর্মক্ষেত্রে যৌন নিপীড়নের শিকার হওয়ার ঝুঁকি নিয়েই তাকে পথ চলতে হয়। পরিবার ও সমাজে তথাকথিত শান্তি বজায় রাখতে তাদেরই ছাড় দিতে হয়। পিছিয়ে যেতে হয়, থেমে যেতে হয়। এই ছাড় না দিয়ে, পিছিয়ে না গিয়ে, থেমে না গিয়ে যে অল্প কজন সাহসী নারী লক্ষ্যে পৌঁছাতে পেরেছেন তাদের জানাই স্যালুট। আর যারা তা পারেনি তাদের জন্যও স্যালুট, তারা লড়ে গেছেন। এভাবে হারতে হারতেই একদিন নারী সব বাধা পেরিয়ে জিতে যাবে। - ডয়চে ভেলে

পররাষ্ট্রনীতি: বাংলাদেশের শরীরে নতুন ডানা

২২ পৃষ্ঠার পর

প্রতিরক্ষা নীতির সুমসৃণ পথচলায় বাংলাদেশকে তাদের প্রয়োজন।

শেখ হাসিনা বৈশ্বিক রাজনীতির রঙ বুঝেই নীতি দাঁড় করাতে এখন অভ্যস্ত। তবে সবার আগে তার মন অতিমানবিক সত্তায় বিভোর থেকে ব্যক্তিবিশেষবর্গ-কে সম্মান জানায়। শুধু রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারে শেখ হাসিনা আত্মকেন্দ্রিক নন। অথচ, এই দেশে ভারতের প্রয়াত রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জী একজন রাজনৈতিক নেত্রীর সাথে দেখা করতে চাইলেও, রাজনৈতিক সুবিধা হবে না বলে ওই নেত্রী নিছক শিষ্টাচার প্রদর্শনেও না থেকে দেখাই করেননি। অথচ, জীবনের রাজনৈতিক আলেখ্য সাক্ষ্য দেয়, আজকের প্রণব পরিবারের কোনও সদস্য আমাদের যে কারোর সাথে সাক্ষাৎ করতে চাইলে তার সাথে আমাদের কিংবা বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঐতিহাসিকতা উঁকি দিয়ে বলবে, যাও দেখা কর।

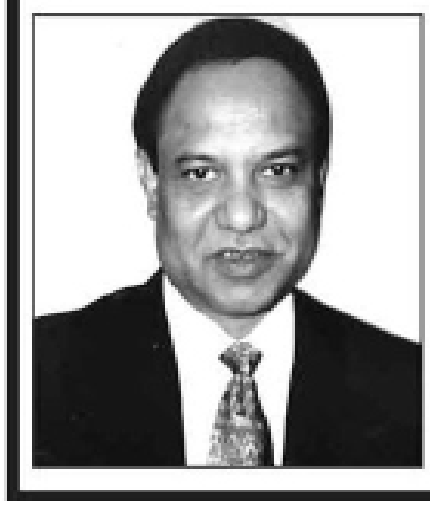

এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস

একটি অভিজ্ঞ ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান • IRS E-file Provider

একাউন্টিং

- ইনকামট্যাক্স, ব্যক্তিগত (All States) কর্পোরেশন
- পার্টনারশীপ ট্যাক্স দক্ষতার সহিত নির্ভুলভ ও
- আইন সংগতভাবে প্রস্তুত করা হয়।
- বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিষ্ট্রেশন করা হয়।

ইমিগ্রেশন

সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এফিডেভিট অব সাপোর্ট সহ যাবতীয় ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি সম্পর্কে কাজ করা হয়। এছাড়াও নোটারী পাবলিক, ফ্যাক্স সার্ভিস, দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন ষ্টেটের কাষ্টমারদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।

আমাদের রয়েছে ২২ বৎসরের অভিজ্ঞতা এবং কাষ্টমারদের অভিযোগমুক্ত সন্তবজনক সেবা

যোগাযোগ: এম.এ.কাইয়ুম

আমরা সপ্তাহে ৫ দিন সোম থেকে শুক্রবার পুরো বছর সার্ভিস দিয়ে থাকি

৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রিট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
ফোন: ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০
ফ্যাক্স: ৭১৮-৩৬১-৬০৭১, Email: snsmaq@aol.com

KT KHAN'S TUTORIAL

BACK TO SCHOOL SALE!

Enroll for 1 FREE WEEKEND of IN-PERSON CLASSES!

BRAND NEW LOCATION IN JAMAICA!

Address:
178-05 Hillside Avenue
Jamaica, NY 11432

OUR PROGRAMS:

NYC SPECIALIZED HIGH SCHOOL EXAM! GRADES 7-8

SAT EXAM! GRADES 9-12

Call Now at 718-938-9451 or Visit KhansTutorial.com

রাশিয়াকে সতর্ক করলেন জাতিসংঘ মহাসচিব

১৫ পৃষ্ঠার পর

আন্তর্জাতিক আইনবিরোধী। দ্য গার্ডিয়ান জানায়, নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে প্রায় ৯০ মিনিট দেরি করে প্রবেশ করেন ল্যাভরভ। দৃশ্যত নিজের বক্তব্য শেষ করেই দ্রুত সেখান থেকে চলে যাওয়ার পথ বেছে নেন তিনি। নিজের ভাষণে ইউক্রেন ও তার মিত্ররা 'রুশ আগ্রাসন সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভিন্ন বর্ণনা চাপিয়ে দেওয়ার' চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

সের্গেই ল্যাভরভের পর নিরাপত্তা পরিষদে ভাষণ দেন যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জেমস ক্লেভারলি। তিনি বলেন, তার দেশ ইউক্রেনকে সর্বাত্মকভাবে সমর্থন দিয়ে যাবে। যতদিন সময় লাগে ততদিন পর্যন্ত এই সমর্থন অব্যাহত থাকবে। ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক থেকে ল্যাভরভের বেরিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার ঘটনায় তিনি অবাক হননি। তিনি বলেন, আমি মনে করি না মিস্টার ল্যাভরভ এ কাউন্সিলের সম্মিলিত নিন্দা শুনতে আগ্রহী।

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন বলেন, 'যে আন্তর্জাতিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য আমরা এখানে জড়ো হয়েছি তা আমাদের চোখের সামনে ভেঙে ফেলা হচ্ছে। তিনি রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বিরুদ্ধে জাতিসংঘ চার্টার, সাধারণ পরিষদ ও নিরাপত্তা পরিষদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের অভিযোগ করেন।

৩ সন্তান পুরোপুরি দৃষ্টিশক্তি হারানোর আগে বিশ্ব ঘুরিয়ে দেখাতে চান বাবা-মা

১৫ পৃষ্ঠার পর

তিনি আরও বলেছিলেন যে মধ্য বয়সে, তাঁদের সন্তানরা সম্পূর্ণ দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলতে পারে। একজন বিশেষজ্ঞ দম্পতিকে বাচ্চাদের চাক্ষুষ স্মৃতি নিয়ে ব্যস্ত রাখার পরামর্শ দিয়েছেন। ওই শিশুদের স্মৃতিতে পৃথিবীতে যাতে নতুন নতুন জিনিস গেঁথে থাকে। তাই তারা সন্তানদের নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন বিশ্ব ভ্রমণে। সেবাস্টিয়ান বলেছেন, "বাড়িতে করার মতো দুর্দান্ত জিনিস রয়েছে, তবে ভ্রমণের চেয়ে ভাল আর কিছুই নেই। শুধু দৃশ্য নয়, বিভিন্ন সংস্কৃতি এবং মানুষও"। কানাডার এই পরিবার কিউবেকে তাঁদের বাড়িতে ফিরে যাওয়ার আগে আরও ছয় মাস বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াতে চান। এই পরিবারটি গত বছর জুলাই মাসে পূর্ব কানাডা সফরে গিয়েছিলেন। তাঁরা এই বছর মার্চ মাসে নামিবিয়াতে তাঁদের সফর শুরু করেছিলেন। তারপর মঙ্গোলিয়া থেকে ইন্দোনেশিয়ায় যান তাঁরা। দম্পতিদের সঙ্গে বিশ্ব ভ্রমণে মেতে উঠেছে ৪ সন্তান। ফেসবুক এবং ইনস্টাগ্রামে ঘন ঘন পোস্টিংয়ের মাধ্যমে, তারা তাদের বন্ধু এবং অনুগামীদের তাদের ভ্রমণ সম্পর্কে একাধিক তথ্য দিয়ে থাকেন। সেবাস্টিয়ান বলেছেন, "এই ট্রিপটি অন্যান্য অনেক কিছুর প্রতি আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে। আমরা সত্যিই আমাদের কাছে যা আছে এবং আমাদের চারপাশে থাকা মানুষগুলিকে উপভোগ করতে চাই।" সূত্র : এনডিটিভি

ফিলিস্তিন ইস্যুতে দুই রাষ্ট্র সমাধান সমর্থন ইসরায়েলের

১৫ পৃষ্ঠার পর

কোনো ইসরায়েলি নেতা ফিলিস্তিন প্রশ্নে দ্বি-রাষ্ট্র সমাধানের কথা উল্লেখ করলেন। তবে ইয়ার লাপিদ এমন সময় এ কথাটি বললেন যখন ইসরায়েলে নির্বাচনের ৬ সপ্তাহেরও কম সময় বাকি। আগামী ১ নভেম্বর ইসরায়েলে সাধারণ নির্বাচন। ওই নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে দ্বি-রাষ্ট্র সমাধানের ঘোরবিরোধী ডানপন্থি সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ফের ক্ষমতায় চলে আসতে পারেন। ফলে প্রধানমন্ত্রী ইয়ার লাপিদি বক্তব্য কার্যকরে সম্ভাবনা খুব একটা নেই বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা।

Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-806-0000
Fax: 718-850-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

WOMEN'S MEDICAL OFFICE
(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)
OBSTETRICS & GYNECLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী
Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*
Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center

Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center

(F Train to 179th Street (South Side))

91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA
MBA | CMA | CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

WALI KHAN, D.D.S
Family Dentistry

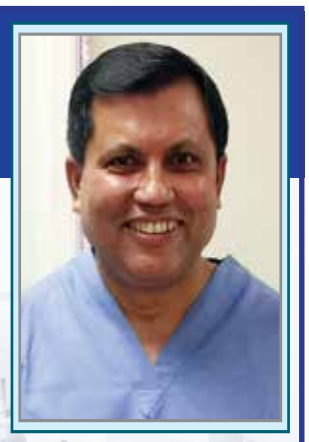

- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100

ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991

Office Hours By Appointment
আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
KARNAFULLY TAX SERVICES INC

KARNAFULLY TAX SERVICES INC.

We are Licensed by the IRS **CPA & Enrolled Agent** এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স
- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

একাউন্টিং
- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP
- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

ইমিগ্রেশন
- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER | Direct Deposit | ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS ENROLLED AGENT

Members: NSA NATP | Member of AICPA | naea | NOTARY PUBLIC

Representation taxpayers IRS & State tax audit.

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent

Special Price for W2 File

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent
Admitted to Practice before the IRS

Office Hours:
Monday - Saturday
10 am - 9 pm
Sunday 7 pm

Phone: 718-205-6040
718-205-6010
Fax : 718-424-0313

Tax Preparation fee pay by Cradit card

karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com

37-20 74th Street, 2nd Floor, Jackson Heights

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.

SE CI

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DIFS, GA DB&F and MD OCFR

সোনালী এক্সচেঞ্জ প্রবাসে আপনার সবচেয়ে পুরনো ও বিশ্বস্ত বন্ধু

ঘরে বসে এখন App এর মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠানো যাবে। এই জন্য আই-ফোন অথবা এনড্রয়েড ফোনে Sonali Exchange App টি ডাউনলোড করতে হবে।

- ✓ যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান।
- ✓ সর্বোচ্চ বিনিময় হার ও সর্বনিম্ন ফি।
- ✓ সরকারী নিরাপত্তায় আপনার প্রেরিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ ও আয়কর মুক্ত।
- ✓ বাংলাদেশের সর্বত্র ক্যাশ পিক-আপ।
- ✓ যে কোন ব্যাংক একাউন্টে টাকা পৌঁছে যায় অতি দ্রুত।
- ✓ সরকার প্রেরিত ২.৫% প্রণোদনা পাবার সুযোগ।
- ✓ বিকাশের মাধ্যমে টাকা পাঠানোর সুযোগ।
- ✓ ঘরে বা অফিসে বসেও অনলাইনের মাধ্যমে রেমিটেন্স করা যায়।

লগ ইন করুন: www.sonaliexchange.com

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন – আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

অন্যদের কেন নীচে নামিয়ে আনন্দ পাই

১৮ পৃষ্ঠার পর

উদাহরণস্বরূপ, আপনি এবং আপনার বন্ধু এক সাথে কাজ করছেন। আপনার বস এখন আপনাকে ভালো একটি প্রচারের প্রস্তাব দিল। কিন্তু আপনার বন্ধুকে তা দিল না। এখন আপনার বন্ধু মনে করতে পারেন যে,আমি এত কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছি, কিন্তু বস আমাকে প্রস্তাবটি দিলনা, তাকে দিয়ে দিল কেন? অতএব, আপনাকে ট্র্যাক থেকে দূরে ঠেলে দিতে এবং আপনার প্রচেষ্টাকে বাধাগ্রস্ত করতে আপনার বন্ধু আপনাকে ছোট করা শুরু করতে পারেন। আপনার সম্পর্কে কুৎসা রটানো, দোষ খোঁজা, সন্দেহ করা শুরু করতে পারেন। এমনকি আপনাকে অবস্থানচ্যুত করার উদ্দেশ্যে নানান কৌশল অবলম্বন করতে পারেন। নানান মন্তব্যের মাধ্যমে আপনাকে মানসিক পীড়ায় রাখতে পারেন যাতে আপনি নিজেই অবস্থানচ্যুত হোন। আর আপনি যখন মর্মপীড়ায় নিজ অবস্থান ছেড়ে দিবেন, বা বিদায় নিবেন, তখন তিনি খুশি হবেন, কারণ এখন তিনি নিজেকে সেরা অবস্থানে বসাতে পারবেন। অনেক সময় নিজেকে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য ও উন্নত দক্ষ কেউ প্রমান করতেও কেউ কেউ পাশের ব্যক্তিকে ছোট করার চেষ্টা করে থাকেন। তারা সর্বক্ষেত্রে সেরা থাকতে পছন্দ করবেন, তাই অন্যকে ছোট করা-ই হবে একমাত্র কৌশল। এখানে ব্যক্তির গ্রহণ ক্ষমতা ও সহন ক্ষমতার ঘাটতি প্রবল লক্ষ্যণীয় হবে। ব্যক্তির মধ্যে নার্সিজিজম প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে। এটি এমন একটি আচরণ যা প্রকৃতপক্ষে অন্য ব্যক্তিকে নীচে নামিয়ে পরিবর্তে নিজের সম্পর্কে ভাল বোধ করার উদ্দেশ্যে করা হয়। অনেক সময় নিজের অদক্ষতা বা দুর্বলতাকে ঠিকঠাক রাখতেও কেউ অন্যের ভালো কিছুর প্রসংশ্যার পরিবর্তে বরং ভুল ও দোষগুলোই আঙুল তুলে দেখিয়ে দেবার চেষ্টা করেন। অনেক সময় কারো কোন সাফল্যে প্রসংশা না জানিয়ে বরং অন্যের সাথে তুলনা করে ব্যক্তি দেখান যে,শুধু তুমি-ই এটা অর্জন করোনি, সেও করেছে।চঅর্থাৎ ব্যক্তি এখানে অন্যের উপর নিজ ভয় এবং নিরাপত্তাহীনতা তুলে ধরছেন। যাই হোক, আমি কোন মনোবিজ্ঞানী নই। তবে আমার পড়াশোনা ও পেশাগত কাজের আলোকে মনোবিজ্ঞান একটি পোক্ত বিষয়বস্তু, যা আমাকে কিছুটা হলেও অধ্যায়ন করতে হয়েছে এবং এখনো করে যাচ্ছি। কোন বিষয়ের উপর গভীর মনোযোগের অভিজ্ঞতার বিষয়টিকে অস্বীকার করার উপায় নেই। এই নিবন্ধটিতে আমাদের একটি নির্দিষ্ট আচরণের উপর ফোকাস করেছি। এর উৎস সম্পর্কে কিছুটা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি।

আমাদের প্রতিটা আচরণের-ই একাধিক কারণ থাকে। অনেক সময় সময়ের সাথে আচরণ পরিবর্তিত হয়। না হলেই সঙ্কট। তবে আমরা চাইলেই এ ধরণের আচরণের ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্ক ধরে রাখতে এবং তাদেরকে বুঝতে মনোবিজ্ঞানের কিছু পরামর্শ নিতে পারি, যা আমাদেরকে জটিল বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করতে পারে। আমরা যখন সঠিক জ্ঞানে সজ্জিত হবো, তখন আমরা আমাদের জীবনের সাথে জড়িত সেই ব্যক্তিদের আরও ভালভাবে বুঝতে পারবো, তাদের সমর্থন করতে সক্ষম হবো। এক্ষেত্রে কাউনসেলিং বা থেরাপি খুব উপকারী।

যার নেতৃত্বে বদলে গেছে বাংলাদেশ

২৪ পৃষ্ঠার পর

শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষমাত্রা অত্যন্ত সফলতার সাথে অর্জন করেছেবাংলাদেশ। দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত সময়ের দুই বছর আগে, ২০১৩ সালেইঅর্জন করে বিশ্বকে তাক লগিয়ে দেয় বাংলাদেশ। এসডিজি লক্ষমাত্রাও নির্ধারিত সময়েরমধ্যে অর্জন করবে বাংলাদেশ। ইতোমধ্যে ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২১ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীশেখ হাসিনাকে এসডিজি অর্জনের সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে এসডিজি অগ্রগতি পুরস্কারদেওয়া হয়। দারিদ্র দূরীকরণ, পৃথিবীর সুরক্ষা এবং সবার জন্য শান্তি ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতেপদক্ষেপ গ্রহণের সার্বজনীন আহবানে সাড়া দিয়ে বাংলাদেশকে সঠিক পথে এগিয়ে নেওয়ারজন্য বিশ্ব সংস্থার সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট সলিউশন নেটওয়ার্ক নিউ ইয়র্কে মাননীয়প্রধানমন্ত্রীকে এ পুরস্কার প্রদান করেন। ব্যক্তি জীবনে আমি সৌভাগ্যবান কারণ স্বাধীন বাংলাদেশের রুপকার বঙ্গবন্ধুর সান্নিধ্যপেয়েছিলাম আর তাঁরই যোগ্য উত্তরসূরীর সরাসরি তত্ত্বাবধানে দেশ সেবায় কাজ করতেপারছি। ওয়ান ইলেভেন-এর সময় তৎকালীন সরকার আমেরিকা থেকে যখন তাকে দেশেফিরতে দিচ্ছিল না তখন শেখ হাসিনা বলেছিলেন, 'আমি আমার দেশে ফিরে যাবই' এবংতিনি দেশে ফিরেছেন। সেদিনও শেখ হাসিনাকে স্বাগত জানানোর জন্য বাংলাদেশেরজনগণ বাধভাঙা স্রোতের মতো সমবেত হয়েছিল। তিনি ফিরে আসলে আমি তাঁর সাথেদেখা করতে গেলে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার এলাকার হোম ওয়ার্ক তুমিকেমন করেছো?' জবাবে আমি তাকে বলেছিলাম, 'এই আসনটি (ঢাকা-১০ বর্তমানে-১২) আমরা আপনাকে উপহার দিতে পারব।'

তখন উনি আমাকে বলেছিলেন 'কাজ করে যাও।' কিন্তু তিনি যে আমাকে নমিনেশন দেবেন, সেটা তখন আমি ভাবতে পারিনি। নির্বাচনের পরে তিনি আমাকে বিনিয়োগ বোর্ডের সদস্যএবং প্রেস কাউন্সিল এর সদস্য হিসেবে নিয়োগ দেন। ফলে বাংলাদেশের চলমানঅর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও গণমাধ্যমের বিষয়ে আমি সম্যক ধারণা পাই। তাছাড়া তিনিআমাকে যে যে দায়িত্ব দিয়েছিলেন আমি তা সম্পূর্ণরূপে পালন করতে চেষ্টা করেছি। দশমজাতীয় সংসদ নির্বাচনের পরে তিনি আমাকে প্রতিমন্ত্রী করলেন। আমার ধারণা ছিল না যেআমি মন্ত্রী পরিষদের সদস্য হবো। উনাকে সালাম করতে গেলে উনি আমাকে জিজ্ঞেসকরলেন, 'তুমি বিস্মিত হয়েছ?' আমি বলেছিলাম, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আমি বিস্মিতই! তিনি বললেন, 'আমাদের মুক্তিযুদ্ধে লাখো মানুষ প্রাণ হারিয়েছে; মানুষ তাদের স্বজনদেরহারিয়েছে। এ মুক্তিযুদ্ধকে আমরা ভুলতে পারব না। তুমি একজন সম্মুখ সমরের মুক্তিযোদ্ধা; এজন্যই তোমাকে এ দায়িত্ব দিয়েছি।' তারপর বের হয়ে আসার সময় তিনি আমাকে বলেন, আজকে থেকে তুমি সারা বাংলাদেশ ঘুরবে, প্রতিটি জেলায়, প্রতিটি উপজেলায় কী কীসমস্যা আছে ঘুরে ঘুরে দেখবে এবং এগুলি নিয়ে কাজ করবে। তিনি আমাকে দেশের কোনপ্রান্তে কোন ধরনের সমস্যা বিদ্যমান এবং তার সমাধান প্রক্রিয়া নিয়ে নির্দেশনা দিলেন।আমি তাঁর নির্দেশনা মতো সারাদেশ ঘুরছি। আমার বাসাতেও যারা আসে আমি মধ্যরাতপর্যন্ত তাদের কথা শুনি; চেষ্টা করি সকলের সমস্যার সমাধান করতে। বাংলাদেশ ও দেশের মানুষের স্বার্থ সমুন্নত রাখতে তিনি যতটা অনমনীয় আবার মানুষেরসেবায় তিনি ঠিক ব্যতিক্রম। ২০১৭ সালের ২৫ আগষ্ট যখন রোহিঙ্গারা নিজ দেশ মিয়ানমারহতে জোরপূর্বক বিতাড়িত হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করছিল, তখন শেখ হাসিনা রোহিঙ্গাদেরজীবন রক্ষায় সীমান্ত খুলে দিয়েছিলেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন, 'তোমরা কি ভুলে গেছো১৯৭১ সালের কথা। মুক্তিযুদ্ধের সময় তোমরা কি পার্শ্ববর্তী দেশে আশ্রয় নাওনি? দেশের১৬ কোটি মানুষকে যদি খাওয়াতে পারি তাহলে এদেরকেও খাওয়াতে পারব। আসতে দাও; অন্তত জীবনটাতো বাঁচবে ওদের।'

আজ বিশ্ব বিবেক শেখ হাসিনাকে বলেন, 'মানবতার জননী, স্টার অব দ্য ইস্ট'। বঙ্গবন্ধু কন্যা২০০৮ সালে বলেছিলেন, বদলে দিবেন বাংলাদেশকে। তিনি যথার্থই বদলে দিয়েছেনবাংলাদেশকে। তিনি যতদিন নেতৃত্বে থাকবেন ততদিন দুর্বার গতিতে বাংলাদেশ এগিয়েযাবে। এদেশকে আর পিছনে ফিরে যেতে হবে না। একমাত্র তাঁর হাত ধরেই বাংলাদেশ উন্নতদেশের কাতারে সামিল হবে। তার দূরদর্শিতা দক্ষতায় বারবার তিনি তা প্রমাণ করেছেন। - আসাদুজ্জামান খান কামাল, জাতীয় সংসদ সদস্য, মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

Sheikh Salim
Attorney At Law

Accidents- Personal Injury

Auto/Train/Bus/taxi, Slip & Fall, Building & Construction, Wrongful Death, Medical Malpractice, Defective Products, Insurance Law, No Fee Unless we win.

IMMIGRATION- Asylum-Deportation-Exclusion, H.P.J. R Visas, Labor Certification, Appeals and All Other Immigration Matters / Canadian Immigration

Real Estate & Business Law-
Residential & Business Closings, Incorporation, Partnership, Leases, Liquor & Beer Licenses,

Divorce ▫ Bankruptcy ▫ Civil ▫ Criminal Matters.

225 Broadway, Suite 630, New York, NY 10007
Tel: (212) 564-1619 Fax: 212 564 9639
Call For Appointment

Law Office of Mahfuzur Rahman

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)

সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল' আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।

- ব্যাংক্রাপ্সী
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
- উইল্‌স
- ইনকোর্পোরেশন
- ক্রেডিট কনসলিডেশন
- পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
- মর্গেজ
- ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
- ট্যাক্স ম্যাটার

Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক

ট্যাক্স
- পারসনাল ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স
- সেলস ট্যাক্স
- বিজনেস সেটআপ

নোটারী পাবলিক

ইমিগ্রেশন
- ফ্যামিলি পিটিশন
- সিটিজেনশীপ আবেদন
- গ্রীণকার্ড নবায়ন
- সব ধরনের এফিডেভিট

IRS

J. M. ALAM MULTI SERVICES INC.

TAX
- Personal Tax
- Business Tax
- Sales Tax
- Business Setup

IMMIGRATION PAPER WORK
- Citizenship Application
- Family Petition
- Green Card Renew
- All Kinds of Affidavits

Jahangir M Alam
President & CEO

NOTARY PUBLIC

72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl. Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
Email: jmalamms@gmail.com

Law Offices of

KIM & ASSOCIATES P.C

ATTORNEYS AT LAW

Kwangsoo Kim, Esq
Attorney at Law

Accident Cases

- ⇨ *Free Consultation*
- ⇨ *Construction Work Accident*
- ⇨ *Car/Building Accident*
- ⇨ *Birth of Disable Child*
- ⇨ *No Advance Required*

Eng. Mohammad A. Khalek
Cell: 917-667-7324
Email: m.Khalek28@yahoo.com

Law Office of Kim & Associates P.C
NY: 164-01, Northern Blvd., 2FL., Flushing, NY 11358
NJ: 460 Bergen Blvd., # 201, Palisades Park, NY 07650

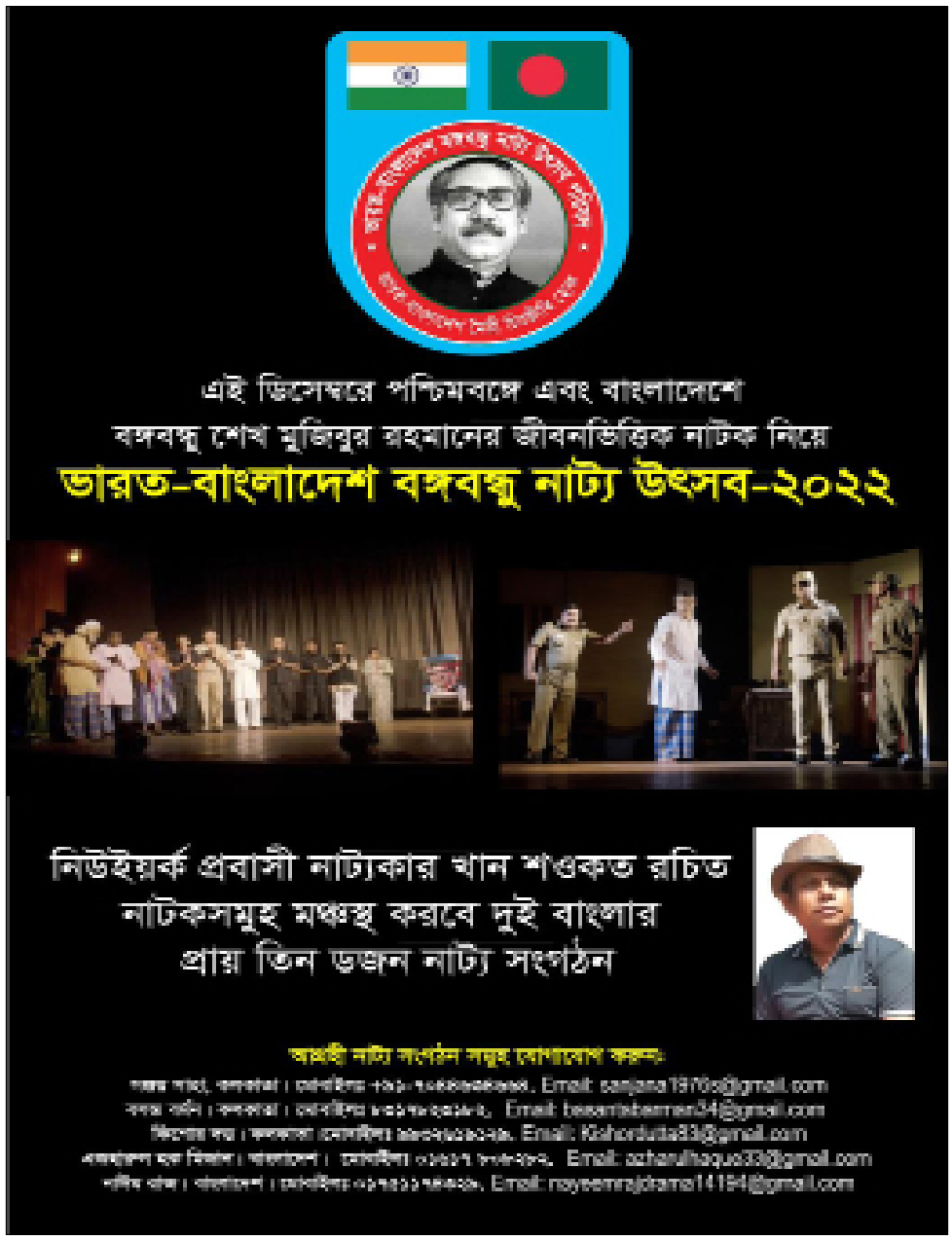

লালন আমাদের কেন প্রয়োজন?

২০ পৃষ্ঠার পর

এই প্রশ্নের উত্তরও লালনের জীবনদর্শনেই পাওয়া যাবে।

লালন স্বদেশি সংস্কৃতির পক্ষেই বলে গেছেন। বলে গেছেন, বাড়ির কাছের আরশিনগরের খোঁজ করতে। এটি যেমন মনের খোঁজ তেমনি অন্য অর্থে নিজের ঠিকানা বা আত্মপরিচয়ের সন্ধানের কথাও বলেছেন।

সৃষ্টি রহস্যের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, খাঁচার ভেতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়। সেই রহস্য উপলব্ধি কি আমরা করতে পারি? আমরা পশ্চিমা দর্শন পড়ব, পুবের দর্শন পড়ব, ইউরোপ আমেরিকাসহ সারাদুনিয়ার দর্শন নিয়ে পণ্ডিতি ফলাবো, রাজনীতি করবো, তত্ত্বের তাত্ত্বিক হবো বিদেশিয়ানা ফলাবো। কিন্তু আমাদের বাঙালির আত্মদর্শন কী? বাঙালির নিজস্ব দর্শন, আধুনিক দর্শন কী? এই প্রশ্নটা যদি করি উত্তরটা কী? আমাদের এতো কাঁচুমাঁচু ভাব জাগে কেন লালনের নাম নিতে? লালন বাঙালি বলে? লালন বাংলাদেশের বলে? লালন পণ্ডিতি বিদ্যায় সনদধারী নয় বলে?

আমরা পশ্চিমের অস্তিত্ববাদী দার্শনিকদের নাম নিবো। কিন্তু আমাদের অস্তিত্ববাদী দার্শনিক কে বা কারা?

লালন ফকির। তারপর আরজ আলী মাতুব্বর। প্রশ্ন করার দর্শনটা লালনে বিদ্যমান। মানুষের নানা গোঁড়ামি আর ভণ্ডামিকে প্রশ্নের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে গেছেন লালনের পথ ধরেই আরজ আলী মাতুব্বরও। বাঙালির প্রশ্ন করার ক্ষমতার শিক্ষাটা আমাদের লালন থেকেই শুরু।

বাঙালির নিপীড়িত মানুষের ধনিক জমিদার শ্রেণির বিরুদ্ধে যে লড়াই, সেই লড়াইয়ে লালন থেকেছেন, লড়েছেন। জীবনকে ছেনে ছেঁকে দেখেছেন, সেই দেখা থেকেই তার গান আর দর্শন ভিত্তি পেয়েছে। মৃতপ্রায় লালন ভেলায় ভেসে তীরে ভিড়েছেন, সেই তীরে এক মায়ের আশ্রয় পেয়েছেন। এই মা মুসলমান হলেও লালনের কাছে তো চিরন্তন মানুষ মা, যেমন তার জন্মদাত্রী মা যিনি ধর্মে ছিলেন হিন্দু। লালনের একদিকে হিন্দু মা, অন্যদিকে মুসলমান মা। এইভাবে লালন হয়ে উঠেছেন ধর্মের ভেদাভেদ বাতিল করা এক মনের মানুষ, মানুষ 'মানুষ'।

লালন ঢাকা দিল্লি লাহোর করার আগে ঘরের খবর নিতে বলেছেন। সেই দর্শন আমাদের রাজনীতি সমাজনীতি আর খাসলতে থাকলে সুইস ব্যাংকে বাঙালির টাকা জমা হতো না, কানাডায় বাঙালির বেগমপাড়া গড়ে তুলতে হতো না, চুরি করে চুরির টাকায় হজ করে হাজি হবার দরকার পড়তো না। বাঙালিকে জোচ্চোরির পথ বেছে নিতে হতো না। গোটা জীবনে কথা ও কাজে লালন জুলুমবাজির বিরুদ্ধে সায় দিয়েছেন। তার গোটা জীবনদর্শনে তিনি সাম্যের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। বৈষম্য বা বঞ্চনার বিরুদ্ধে তার ছিল আজীবন যুদ্ধ।

সম্পদ বণ্টনেও তার মৃত্যুর পূর্বে তার অর্জিত সব সম্পদ সমান ভাগ করে দিয়ে গেছেন তার পালিত কন্যা, সারাক্ষণের সঙ্গী শিষ্য, তার স্ত্রী বা সাধন সঙ্গীর মাঝে। উত্তরাধিকার ব্যবস্থাপনার এতো সুন্দর ও মানবিক দৃষ্টান্ত আমাদের উত্তরাধিকার আইনে আমরা এখনো প্রতিষ্ঠিত করতে পারিনি। আমাদের উত্তরাধিকার আইনে রয়ে গেছে নানা গোঁজামিল। এখনও মেয়েদের উত্তরাধিকারের বিরুদ্ধে মোল্লাদের মিছিল মিটিং এই ভূবঙ্গে আমরা তো মেনে নিতে অভ্যস্ত।

আজকে আমাদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতার যে সঙ্কট তা কাঙাল হরিনাথ আর লালনের সময়ে কোনো অংশেই কম ছিল না। তারা মানুষের কল্যাণকে লক্ষ্যে রেখে টিকে থাকার, লড়াই করে যাওয়ার কৌশল ঠিক করেছেন। এখনকার সম্পাদকরা, এখনকার আঁতেলদের লক্ষ্য কি সেটাই তো খোলাসা করার সাহস দেখাতে পারবে না। আমাদের বেশিরভাগ গণমাধ্যমের আত্মপ্রকাশ 'জন্মই যেন আজন্ম পাপ', অবৈধ টাকার গর্ভজাত পত্রিকা বা চুঙা চ্যানেল কাঙাল হরিনাথ বা 'লালন দর্শনে'র তল খুঁজে পাবে কেমনে?

'লালন দর্শন'কে দুনিয়ার ছোট ছোট জীবন-ধর্মের একটি মনে করা হয়ে থাকে। সেই লালনের জীবন, দর্শন আর সৃষ্টিকর্ম নিয়ে দারুণ আগ্রহ দুনিয়ার অন্য প্রান্তের মানুষদেরও। আমাদের সংস্কৃতি, জ্ঞান ও দর্শনের আন্তর্জাতিকীকরণের উপায়গুলো কী? এরকম একটা সাদামাটা প্রশ্ন যদি করি, তার উত্তর কী?

মৌলিক দর্শন বিবেচনায় লালন অগ্রগণ্য। সেই বিবেচনায় লালনকে আন্তর্জাতিকভাবে তুলে ধরার জন্যে আমরা কি কোনো জাতীয় উদ্যোগ নিতে পেরেছি? ফরিদা পারভিনের সুবাদে আর বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই-একজন গবেষক অধ্যাপকের কারণে লালনকে কিছুটা তুলে ধরা বা পরিচিত করানো হয়েছে। কিন্তু তাতেই কি যথেষ্ঠ?

লালনের মতো আমাদের একজন মনীষী রয়েছেন, দার্শনিক রয়েছেন- তাই যেন ইউরোপ-আফ্রিকার মানুষের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হয়। লালন সম্পর্কে জেনে তাদের আগ্রহ বাড়তেই থাকে। এরকম ঘটনা ঘটেছে, ঘটে চলেছে। যা ফরিদা পারভিনের আলাপচারিতা থেকে আমরা কিছুটা জানতে পারি। জানতে পারি বিদেশি পণ্ডিতি মহলে কিছু গবেষণার আলোকেও।

সম্প্রতি সুইডিশ কর্তৃপক্ষ ২০২৩ সালে আন্ত-মহাদেশীয় পর্যায়ে লালন নিয়ে কাজ করার জন্যে একটি উদ্যোগে অর্থ বরাদ্দ দিয়েছে। যার কৃতিত্ব এই প্রজন্মের আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় পরিচিত সুইডিশ কবি ক্রিস্টিয়ান কার্লসনের। যিনি ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথ, শামসুর রাহমানসহ বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য বেশকিছু কবিকে অনুবাদের মাধ্যমে সুইডিশ ভাষাসাহিত্যের জগতে তুলে ধরেছেন।

এরকম একটি প্রেক্ষাপটে অক্টোবর মাসের ৫ তারিখে লালনের মৃত্যুবার্ষিকীর প্রাক্কালে ঢাকার টি থিয়েটার, নাগরিক নাট্যাঙ্গন বাংলাদেশ, সুইডেনের উপলিট থিয়েটার, নেপালের ওয়ান ওয়ার্ল্ড থিয়েটার আর কেনিয়ার কিস্ট্রেক থিয়েটারের যৌথ উদ্যোগে ওলালন্ নাটকের উদ্বোধনী প্রদর্শনী হতে যাচ্ছে। ঢাকা থেকে এই উদ্যোগে যারা সম্পৃক্ত হয়েছেন তাদের মধ্যে টি-থিয়েটারের কবি দিলদার হোসেন, নাগরিক নাট্যাঙ্গনের হৃদি হক, কামরুজ্জামান রনি, জুয়েল জহুর, আসমা দেবযানী, লিটন হাসান এবং মধুয়াই সংস্কৃতি উদ্যোগের মোশাররফ হোসেন টুটুল অন্যতম।

বিশ্বের দরবারে নিজেদের তুলে ধরবার, আমাদের আত্মমর্যাদার ডালায় মেলে ধরবার জন্যে যা কিছু আছে তার মধ্যে লালন আমাদের অতি আবশ্যক। এই সত্যটা বাঙালির রাজনৈতিক দর্শন, শিক্ষাদর্শন, সমাজ দর্শন, অর্থনীতি, সংস্কৃতি এমনকি পরিবেশ বিজ্ঞান বা প্রকৃতিবাদী জীবনব্যবস্থার নিয়ামক বিধান বা দিকনির্দেশনা লালনে বিরাজমান। তা কেবল লালনকে লালন ও ধারণেই সম্ভব।

শতাধিক সদস্য নিয়ে ঠিকাদার, বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার আর মোড়লদের প্রাধান্য দিয়ে মোড়লিয়ানা টিকিয়ে রাখার নিমিত্তে সংস্কৃতির জাতীয় পর্যায়ে বিশাল কমিটি করে নিজেদের জাহির হয় তো করা যায় বা যাবে। কিন্তু কাজের কাজ খুব একটা হবে না। কেননা গত প্রায় চার দশকে এসব মাস্টার আর মোড়লরা কেবল ফ্যাশন আর ব্যবসা করে গেছেন। লালনের আলো থেকে, বঙ্গবন্ধুর দেখানো পথ থেকে তাদের আত্মা খারিজ হয়ে গেছে। মুখে মুখে তাদের মধুর প্রলাপ অন্তরে তাদের টাকা পদ-পদবি আর বাহবা চাই। যা লালন ও বঙ্গবন্ধুর জীবনদর্শন থেকে বহুদূরে।

ওলালনগীতি বলে লালনের গান গীত করে আমরা লালনকে গীতিকার হিসেবেই দেখে বা দেখিয়ে দায় সারি। আদতে কি লালন দর্শন নিয়ে, লালনের জীবনের শিক্ষা নিয়ে আমাদের বিদ্যায়তনে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় লালনের জীবনদর্শনের বা তার বহুবিধ চিন্তার কোনো আলো আমাদের স্কুলের কলেজের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের মাঝে ঢোকানোর কোনো উদ্যোগ বা উপায় দৃশ্যমান আছে? তাহলে?

তেড়েমেড়ে মাঠে বক্তৃতা করে চিল্লাবো- 'আমরা অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ বিনির্মাণ করবো'! ব্যাপারটা কি ছেলের হাতের মোয়ার মতো এতো সহজ? এর উপায় 'লালন দর্শনে' বিদ্যমান। যা বঙ্গবন্ধু দেখতে পেরেছিলেন। দেখতে পেরেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

আমাদের রাজনীতি হবে, সেইসঙ্গে অন্য অনেক নীতিও থাকবে। তবে সেইসব নীতিতে লালনকে উপেক্ষা করলে আমরা আর আমরা থাকি না। আমাদের আত্মপরিচয়ের প্রয়োজনে, আমাদের অস্তিত্বের নিশানায় লালনের বড় প্রয়োজন। তা যেমন বিশ্বপরিসরে নিজস্ব দর্শনের নজির হিসেবে লালন আসবেন, তেমনি আমাদের একান্ত মানবিক, আমাদের বাঙালি মানবদর্শন এর নিরিখে লালনেই আমাদের মুক্তি। লালন আমাদের বড় বেশি প্রয়োজন।- বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম এর সৌজন্যে

বাংলাদেশের সঙ্গে টাকা ও রুপিতে বাণিজ্য করতে ভারতের বৃহত্তম ব্যাংক স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার নির্দেশ

১২ পৃষ্ঠার পর

বলা হয়েছে, 'আমদানি খরচ বাড়ায় এবং ডলারের বিপরীতে বাংলাদেশি টাকার অবমূল্যায়নের কারণে সাম্প্রতিক সময়ে প্রতিবেশী দেশটি বৈদেশিক মুদ্রার চরম সংকটে পড়েছে।' এতে আরও বলা হয়, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারতীয় রপ্তানিকারকদের বাংলাদেশের সঙ্গে চুক্তিমূল্য ডলার বা অন্য কোনো বৈদেশিক মুদ্রায় নিষ্পত্তি না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে, ভারতীয় রুপি ও টাকায় লেনদেন করা যাবে।'

এদিকে, বাংলাদেশের রিজার্ভ চাপে থাকার সময়ে লেনদেনে ঝুঁকি কমাতে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে এসবিআই'র অভ্যন্তরীণ নথি এবং একটি সূত্রের বরাতে বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক বিশেষ প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে। প্রতিবেদনটি গতকাল সোমবার প্রকাশ করা হয়।

এসবিআইয়ের প্রজ্ঞাপন বিষয়ে জানতে চাইলে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র সিরাজুল ইসলাম কালবেলাকে বলেন, 'স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া এমন একটি নির্দেশনা দিয়েছে বলে জানতে পেরেছি। যেহেতু বিষয়টির সঙ্গে দুই দেশের ব্যবসায়ীরা জড়িত, তাই তাদের সঙ্গে আলোচনা করেই সিদ্ধান্ত নেবে বাংলাদেশ ব্যাংক।'

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING

Sarwar Chaudri, CPA
আপনি কি
ট্যাক্স ও অডিট নিয়ে চিন্তিত?
আপনার ব্যক্তিগত,
ব্যাবসায়িক ট্যাক্স ও
অডিট সংক্রান্ত
যাবতীয় প্রয়োজনে
আমাদের দক্ষ সেবা নিন

২০ বছরের অভিজ্ঞতা

ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল

আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ

Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution

Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)

JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com

BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিই

- ASYLUM Cases
- Business Immigration/Non-Immigrant Work Visa (H-1B, L1A/L1B, O, P, R-1, TN)
- PERM Labor Certification (Employment based Green Card)
- Family Petition
- Deportation
- Cancellation of Removal
- Visas for physicians, nurses, extra-ordinary ability cases
- Appeals
- All other immigration matters

Khagendra Gharti-Chhetry, Esq
Attorney-At-Law

ইমিগ্রেশনসহ যে কোন আইনি সহায়তার জন্য
এ পর্যন্ত আমরা দুই শতাধিক বাংলাদেশীকে
বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টার থেকে মুক্ত করেছি।
এখনো শতাধিক বাংলাদেশী
ডিটেইনির মামলা পরিচালনা করছি।
আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের
বাফেলো শাখা থেকেও ইমিগ্রেশন সেবা দিচ্ছ।
বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন।
বাফেলো ঠিকানা :
Nasreen K. Ahmed
Chhetry & Associates P.C.
2290 Main Street, Buffalo, NY 14214

Nasreen K. Ahmed
Sr. Legal Consultant
LLM, New York.
Cell: 646-359-3544
Direct: 646-893-6808
nasreenahmed2006@gmail.com

CHHETRY & ASSOCIATES P.C.
363 7th Avenue, Suite 1500, New York, NY 10001
Phone: 212-947-1079 ext. 116

MLS

York Holding Realty
Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business

Zakir H. Chowdhury
President

- Now Hiring Sales Persons
- Free Training (Free course fees for selected people)
- Earn up to 300K Yearly

Call Us: 718-255-1555 | 917-400-3880

We are Specialized in Residential, Commercial, Industrial, Bank Owned, Co-op, Condo, Buying-Selling & Rentals

718-255-4555
zchowdhury646@gmail.com
www.yorkholdingrealty.com

70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372

DEBNATH ACCOUNTING INC.
SUBAL C DEBNATH, MAFM

MS in Accounting & Financial Management, USA
Concentration: Certified Public Accounting (CPA)
Member of National Directory of Registered Tax Professional.
Notary Public, State of New York

NOTARY PUBLIC

- TAX FILING
- NOTARY PUBLIC
- IMMIGRATION
- TRAVEL SERVICES

AUTHORIZED e-file PROVIDER

37-53, 72nd Street
Jackson Heights, NY 11372
E-mail: subalcdebnath@yahoo.com

Ph: (917) 285-5490
OPEN 7 DAYS A WEEK

নবযুগ

বুলেটিন

WE ARE READY TO GO

কমিউনিটি, নিউইয়র্ক, আমেরিকা, বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনের
সব গুরুত্বপূর্ণ খবর থাকছে নবযুগ বুলেটিনে।

'নবযুগ বুলেটিন' সংবাদ নয় তার চেয়েও একটু বেশি।

GASTROENTEROLOGY & LIVER DISEASES

জ্যাকসন হাইটসে নতুন অফিস

Director of Gastroenterology (Acting)
Interfaith Medical Center, Brooklyn, NY
Ex Director of Gastroenterology
Flushing Hospital Medical Center
Ex Chief of Gastroenterology
St. John's Queens Hospital

Registered Pharmacist
State of New York
Master of Pharmacy
(MPharm) at University of Dhaka
Bachelor of Pharmacy
(Hons) at University of Dhaka

Choudhury S. Hasan, M.D.

Board Certified

Director of Gastroenterology (Acting)
Interfaith Medical Center, Brooklyn, NY
Ex Director of Gastroenterology
Flushing Hospital Medical Center

All upper endoscopy & colonoscopy done in office under anesthesia

Endoscopy Center:
205-20 Jamaica Ave.
Suite-4, Hollis, NY 11423

97-12 63rd Drive, Suite-CA
Rego Park, NY 11374

40-18 74th Street
Elmhurst,
Jackson Heights NY 11373

Tel: 718-830-3388, Cell: 917-319-4406, Fax: 718-732-1667

মরু শহর দুবাইয়ে বিশ্বের উচ্চতম হোটেল সিয়েল টাওয়ার

১৪ পৃষ্ঠার পর

ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি সিয়েলকে সাজানো হচ্ছে সর্বশেষ পরিকল্পনা অনুসারে। বিশ্বমানের রেস্টুরেন্ট. বিলাসবহুল জিমনেশিয়াম, হেলথ সেন্টার বা সুইমিং পুল কী নেই। অবকাশ যাপনের নানান উপকরণে সাজানো থাকবে ছাদ। সেখানে থাকছে দুটি ডাইনিং সুবিধা। দেখা যাবে গোটা শহরের ৩৬০ ডিগ্রি ভিউ আর অবারিত খোলা আকাশ। উপভোগ করা যাবে উপকূল এবং পাম জুমেইরাহ দ্বীপপুঞ্জের সৌন্দর্য।

সিয়েল টাওয়ারের সঙ্গে যুক্ত আছে স্থাপত্য ও প্রকৌশলের বিশ্ববিখ্যাত আর্কিটেকচার ফার্ম এনওআরআর গ্রুপ কনসালট্যান্টস। প্রতিষ্ঠানটির ডিজাইন ডিরেক্টর ইয়াহিয়া জান। দুবাইয়ের স্থাপত্য নিয়ে যারা এক-আধটু ধারণা রাখেন, তাদের কাছে নামটি পরিচিত হওয়ার কথা। হোটেল আটলান্টিস, শাংরি লা হোটেল, আমিরাত টাওয়ারের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ইয়াহিয়ার নাম।

সিয়েল টাওয়ার ইয়াহিয়া জানের স্বপ্নের প্রজেক্ট। মাত্র ২ হাজার ৫০০ বর্গমিটার জমিতে তৈরি হচ্ছে এই হোটেল। আকাশছোঁয়া উচ্চতার অট্টালিকা হিসাবে জমির পরিমাণ বলতে গেলে কমই। সেটা মাথায় নিয়েই অভিনব কিছুর জন্য কাজ করেছেন তিনি।

গোটা পরিকল্পনায় ব্যাপক গুরুত্ব পাচ্ছে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির সাশ্রয়। কাঁচ ও ধাতুর ব্যবহারের কারণে সূর্যের আলোর সর্বোত্তম ব্যবহার করা যাবে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সাধারণ ভবনের চাইতে ২৫ শতাংশ কম বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হবে সিয়েল টাওয়ারে। যেখানে ব্যবহৃত হচ্ছে ১২ হাজার ঘনমিটার কংক্রিট ও ৩ হাজার টন ইস্পাত। ইয়াহিয়ার ভাষ্য মতে, এটা শুধু স্থাপত্যের বিষয় না। স্থাপত্য এবং প্রকৌশল উভয়ই। এটা এমন এক আবেগ, যেখানে শিল্প ও বিজ্ঞান মিলেমিশে একাকার।

ফরাসি শব্দ সিয়েলের অর্থ আকাশ। নামটাই যেন মানুষকে আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্নে বিভোর করে তোলে। মনে করিয়ে দেয়, মানুষের জীবনে কেবল আকাশটাই সীমানা।

অবশ্য নিজেকে অত উচ্চতায় তুলতে পারার কথা কখনো কল্পনাও করেননি ৫৭ বছরের ইয়াহিয়া জান। ভাবতেও পারেননি তার হাতেই নির্মিত হতে যাচ্ছে দুবাইয়ের আইকনিক কিছু স্থাপনা। কিন্তু এখন তিনি স্বপ্ন ও কাজের মেলবন্ধন ভীষণ উপভোগ করেন। ইয়াহিয়া জানের বিশ্বাস, সিয়েল টাওয়ারকে একদিন কালজয়ী হিসেবেই গণ্য করা হবে। যেমনটা এখন এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং কিংবা ক্রিসলার বিল্ডিংকে গণ্য করা হয়।

নিজের নিয়তির উল্লম্ফনে বিস্মিত ইয়াহিয়া। সেই বিস্ময় এখন বিশ্ববাসীর সামনে উন্মোচিত হওয়ার অপেক্ষায়। চলতি বছরের শেষদিকে কিংবা ২০২৩ সালের শুরুর দিকে অতিথিদের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হবে প্রতীক্ষিত সিয়েল টাওয়ার।

রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশ কেন যথেষ্ট আন্তর্জাতিক সমর্থন পাচ্ছে না

৫ পৃষ্ঠার পর

সবকিছু পরিচালনা করেছে। সামরিক সরকার এখন মিয়ানমারে গণতন্ত্রপন্থি এবং বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর ওপর দমন-পীড়ন চালাচ্ছে। প্রশ্ন হচ্ছে, এতকিছুর পরও মিয়ানমার কিংবা দেশটির সরকারের বিরুদ্ধে প্রভাবশালী রাষ্ট্রগুলো কেন কড়া পদক্ষেপ নিতে পারছে না?

এর বড় কারণ হচ্ছে, মিয়ানমারের প্রাকৃতিক সম্পদ এবং দেশটির কৌশলগত গুরুত্ব। চীন, জাপান, রাশিয়া এবং ভারতের সঙ্গে মিয়ানমারের সম্পর্ক বেশ ভালো। এ ছাড়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অর্থনৈতিক জোট আসিয়ানের সদস্য মিয়ানমার। আসিয়ানভুক্ত দেশগুলোর সঙ্গেও মিয়ানমারের ভালো সম্পর্ক রয়েছে। বিশ্ব রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ দুটি দেশ চীন এবং রাশিয়াও কখনো মিয়ানমারের বিপক্ষে যায়নি।

চীনের ব্যাপক স্বার্থ : চীনের সঙ্গে মিয়ানমারের ব্যাপক অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক এবং রাজনৈতিক সম্পর্ক আছে। আমেরিকার হার্ভার্ড ইন্টারন্যাশনাল রিভিউতে প্রকাশিত এক নিবন্ধে বলা হয়েছে, মিয়ানমারের ওপর চীনের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক প্রভাব অনেক বেশি। মিয়ানমারে অবকাঠামো এবং জ্বালানি খাতে চীনের ব্যাপক বিনিয়োগ আছে। তা ছাড়া চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হচ্ছে মিয়ানমার।

দশকের পর দশক ধরে অর্থনৈতিক স্বার্থ চীনকে কখনো মিয়ানমারের সরকারের বিপক্ষে যেতে চায়নি। দেশটিতে যা কিছু ঘটুক না কেন, বিনিয়োগ ও ব্যবসার স্বার্থে চীন সেগুলোর বিরুদ্ধে কোনো কথা বলেনি। বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, মিয়ানমারে সামরিক জান্তা ক্ষমতা নেওয়ার পরবর্তী এক বছরে দেশটি ৩৮০ কোটি ডলারের বিদেশি বিনিয়োগ অনুমোদন করেছে। এর মধ্যে ২৫০ কোটি ডলার ব্যয় করে একটি তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস প্লান্ট করবে চীন। এ ছাড়া দেশটির বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের আওতায় রাখাইন রাজ্যের তেল ও গ্যাসক্ষেত্র থেকে চীনের ইউনান প্রদেশে একটি জ্বালানি করিডোর স্থাপনের পরিকল্পনা আছে।

বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন কবির বিবিসি বাংলাকে বলেন, আমেরিকার সঙ্গে চীনের যদি কোনো সংঘাত হয়, তা হলে তারা মালাক্কা প্রণালি বন্ধ করে দেবে। এটা চীন জানে। তখন তারা তেল ও গ্যাসের সরবরাহ কোথায় পাবে? চীন প্রচুর তেল-গ্যাস আমদানি করে। সেটা মিয়ানমার দিচ্ছে আকিয়াব বন্দরের মাধ্যমে। পাইপলাইনের মাধ্যমে চীন তেল-গ্যাস নিতে পারছে। এসব কারণে মিয়ানমারের প্রতি চীনের সমর্থন এবং সহানুভূতি আছে।

আসিয়ান জোট ও জাপানের সমর্থন

রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে আসিয়ান জোট মিয়ানমারের বিরুদ্ধে শক্ত কোনো অবস্থান নেয়নি। সেটিরও বড় কারণ ব্যবসায়িক বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা। এই অঞ্চলে সবচেয়ে কার্যকর অর্থনৈতিক জোট হচ্ছে আসিয়ান। এই জোটের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য রাষ্ট্র সিঙ্গাপুর মিয়ানমারে শীর্ষ বিনিয়োগকারী। তাদের অনুমোদিত বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ২৪০০ কোটি ডলার। অর্থাৎ মিয়ানমারে যত বিদেশি বিনিয়োগ আছে, তার এক-চতুর্থাংশ হচ্ছে সিঙ্গাপুরের। এ ছাড়া জাপান, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড এবং দক্ষিণ কোরিয়া থেকেও বিনিয়োগ প্রস্তাব এসেছে বলে মিয়ানমার সরকারের বরাত দিয়ে জানিয়েছে রয়টার্স। যদিও সামরিক জান্তা ক্ষমতা নেওয়ার পর বিদেশি বিনিয়োগ সার্বিকভাবে কমেছে। সাবেক রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন কবির বলেন, মিয়ানমারের প্রতি জাপানেরও এক ধরনের সমর্থন আছে।

রাশিয়া সমর্থন দিয়েই যাচ্ছে

জাতিসংঘের মিয়ানমারবিষয়ক মানবাধিকার বিশেষজ্ঞ টমাস এন্ড্রুস সম্প্রতি বলেছেন, চীন এবং রাশিয়া মিয়ানমারের সামরিক সরকারকে অস্ত্র দিয়ে সহায়তা করেছে। সাবেক মার্কিন কংগ্রেসম্যান টমাস এন্ড্রুস সম্প্রতি এক প্রতিবেদনে বলেছেন, চীন এবং রাশিয়ার পাশাপাশি সার্বিয়াও মিয়ানমারের সামরিক সরকারকে অস্ত্র দিচ্ছে, যদিও তারা জানে যে এসব অস্ত্র বেসামরিক মানুষের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হবে।

সম্প্রতি মিয়ানমারে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করার আহ্বান জানিয়ে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে গত বছর একটি প্রস্তাব পাস হয়েছে। চীন এবং রাশিয়া এ প্রস্তাবে ভোটদান থেকে বিরত ছিল। ইউরোপীয় ইউনিয়নের এক শীর্ষ কূটনীতিক জোসেপ বোরেল বলেছেন, মিয়ানমারের সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় যেসব পদক্ষেপ নিচ্ছে, সেগুলো চীন এবং রাশিয়ার কারণে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। রোহিঙ্গাদের ওপর নিপীড়ন নিয়ে বিভিন্ন দেশ যখন ব্যাপক সরব ছিল, তখন মিয়ানমারকে নিয়ে চীন এবং রাশিয়া কোনো উচ্চবাচ্য করেনি। বরং মিয়ানমারের সঙ্গে এ দুটি দেশ বেশ সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখেছে। রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে তারা কখনো মিয়ানমারের নিন্দা করেনি। হুমায়ুন কবির বলেন, মিয়ানমারের সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্ক সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তৈরি হয়েছে। এর বড় কারণ রাশিয়া মিয়ানমারের কাছে অস্ত্র বিক্রি করছে।

ভারতের স্বার্থ কোথায়?

ভারতের সঙ্গে মিয়ানমারের প্রায় ১৬০০ কিলোমিটার স্থলসীমান্ত আছে। এ ছাড়া বঙ্গোপসাগরেও উভয় দেশের সীমান্ত রয়েছে। ভারত ও মিয়ানমার ১৯৫১ সালে একটি মৈত্রী চুক্তি করেছিল। রোহিঙ্গাদের ওপর ব্যাপক নিপীড়ন হলেও ভারত কড়াভাবে সেটির নিন্দা করতে পারেনি। মিয়ানমারে বিভিন্ন সময় দমন-পীড়ন নিয়ে ভারত উদ্বেগ জানালেও শক্ত অবস্থান নিতে পারেনি তারা। সংকটের শুরুর দিকে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে যত প্রস্তাব এসেছিল, সেগুলোতে ভোটদানে বিরত ছিল ভারত।

ভারতের সঙ্গে মিয়ানমারের বাণিজ্যিক সম্পর্কও আছে। অবকাঠামো, তথ্যপ্রযুক্তি, জ্বালানিসহ বিভিন্ন খাতে ভারতের বিনিয়োগ আছে মিয়ানমারে। বিশ্লেষকরা মনে করেন, মিয়ানমারের জ্বালানিসম্পদ এবং বিভিন্ন বিরল প্রাকৃতিক পদার্থ ভারতের তথ্যপ্রযুক্তি খাতের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তা ছাড়া মিয়ানমারের ভৌগোলিক অবস্থান ভারতের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ মিয়ানমার হচ্ছে দক্ষিণ এশিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে সংযোগকারী। একই সঙ্গে ভারত থেকে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা যাতে মিয়ানমারে গিয়ে আশ্রয় নিতে না পারে, সে জন্য দুই দেশের মধ্যে একটি চুক্তিও রয়েছে।

সাবেক রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন কবির বলেন, ভারতের আশঙ্কা চীনকে নিয়ে। চীন যদি মিয়ানমারে একক আধিপত্য পেয়ে যায়, তা হলে দেশটিকে ব্যবহার করে তারা ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সমস্যা তৈরি করতে পারে। এই আশঙ্কা থেকেই ভারত মিয়ানমারের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক বজায় রেখে চলে।

পশ্চিমারা কিছু করতে পারছে না

হুমায়ুন কবির বলেন, মিয়ানমার ইস্যুতে পশ্চিমা দেশগুলো শক্ত অবস্থানে আছে। কিন্তু রোহিঙ্গা সংকট এবং সামরিক অভ্যুত্থানের পর মিয়ানমারের সেনাবাহিনী এবং তাদের কর্মকর্তাদের ওপর আমেরিকা এবং ইউরোপের দেশগুলো কিছু নিষেধাজ্ঞা দিলেও এর চেয়ে বেশি কার্যকর কিছু তারা করতে পারেনি। এর পেছনেও একটি দীর্ঘমেয়াদি বাণিজ্যিক স্বার্থ আছে বলে অনেকে মনে করেন। পশ্চিমা দেশগুলো মিয়ানমারকে পুরোপুরি ছেড়ে দিতে চায় না।

২০১১ সালে মিয়ানমারে সামরিক শাসন প্রত্যাহারের পর পশ্চিমা ব্যবসায়ীরা দেশটিতে ভিড় করতে শুরু করে। দেশটির প্রাকৃতিক সম্পদের দিকই তাদের নজর ছিল। জ্বালানি, টেলিযোগাযোগ, হোটেল, তথ্যপ্রযুক্তিসহ বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করেছিল পশ্চিমা কোম্পানিগুলো। ২০১৫ সালে বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল মিয়ানমারে ব্যাপকভাবে বিদেশি বিনিয়োগ বেড়েছে। দেশটির মোট জিডিপির ছয় শতাংশ হয়েছিল বিদেশি বিনিয়োগ।

ইউরোপিয়ান কমিশনের ওয়েবসাইটে ২০২১ সালে দেওয়া তথ্যে বলা হয়েছে চীন, থাইল্যান্ড এবং সিঙ্গাপুরের পরে মিয়ানমারের চতুর্থ ব্যবসায়ী-অংশীদার ইউরোপীয় ইউনিয়ন। উভয়পক্ষের মধ্যে বছরে ২৫০ কোটি ডলারের বেশি বাণিজ্য হয়। মিয়ানমারে সামরিক শাসন প্রত্যাহারের পর নরওয়ের টেলিনরও বিনিয়োগ করেছিল। যদিও ২০২১ সালে সামরিক শাসন পুনরায় ফিরে আসার পরে টেলিনর তাদের সাবসিডিয়ারি কোম্পানি লেবাননের একটি কোম্পানির কাছে বিক্রি করে মিয়ানমার ত্যাগ করে।

মিয়ানমারের সবচেয়ে বড় আয় আসে তেল-গ্যাস বিক্রি থেকে। তাদের রাজস্ব আয়ের অর্ধেক আসে এই খাত থেকে। রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মিয়ানমারের বিক্ষোভকারীরা দেশটির তেল-গ্যাস ফান্ডের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার দাবি তুলেছিলে। কিন্তু পশ্চিমা কোম্পানিগুলো এর বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। সাবেক রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন কবির বলেন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন হয়তো চাইলে মিয়ানমারের ওপর বাণিজ্যিক অবরোধ দিতে পারে। কিন্তু সেটা তারা দিচ্ছে না। আমার ধারণা, এটা তারা দিচ্ছে না। কারণ এটা দিলে সাধারণ মানুষ বেকায়দায় পড়বে।

'বাংলাদেশের সামরিক সক্ষমতাকে দুর্বল ভাবা মিয়ানমারের বোকামি হবে'

৫ পৃষ্ঠার পর

বাহিনী ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে মিয়ানমারকে নিয়ে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেন। সেখানে তিনি বলেন, 'আমরা বেশ কিছু উস্কানিমূলক কার্যকলাপ দেখেছি। আমরা মনে করি আরাকান আর্মি (মিয়ানমারের সশস্ত্র বাহিনী) অভ্যন্তরীণ সংঘাতে লিপ্ত, এবিষয়ে বাংলাদেশের এখনই কোনো ভূমিকা নেই। বাংলাদেশের সেনাপ্রধান জেনারেল এসএম শফিউদ্দিন আহমেদ বুধবার একটি পৃথক কর্মসূচিতে বলেছেন যে, তার কর্মীরা প্রয়োজনে মিয়ানমারকে জবাব দিতে প্রস্তুত রয়েছে। মিয়ানমারের ক্রমাগত মর্টার শেলিং, গুলিবর্ষণ এবং ড্রোন হামলার জেরে বান্দরবান জেলায় একজন রোহিঙ্গার মৃত্যু এবং বেশ কয়েকজন আহত হবার পর শফিউদ্দিন বলেছেন যে, তিনি ইতিমধ্যেই তার মিয়ানমারের প্রতিপক্ষকে একটি শক্তিশালী বার্তা পাঠিয়েছেন।

ঢাকা সেনানিবাসে এক বক্তৃতায় জেনারেল শফিউদ্দিন বলেন প্রয়োজনে আমরা সাড়া দিতে প্রস্তুত। এটা সত্যি, আমি আমার সকল স্টেকহোল্ডারের সাথে যোগাযোগ করছি'। মিয়ানমার বাহিনী সীমান্তে বিদ্রোহীদের সাথে লড়াই করছে বলে সম্প্রতি বেশ কয়েকবার বাংলাদেশে গোলা বর্ষণ হয়েছে। মিয়ানমারের বিমান ও হেলিকপ্টারও বাংলাদেশের আকাশসীমা লঙ্ঘন করেছে।

বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যবর্তী ভূখণ্ডে আশ্রয় নেওয়া এক রোহিঙ্গা কিশোর শেল বিস্ফোরণে মারা যায় এবং ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণে একজন বাংলাদেশি একটি পা হারান।

বান্দরবানের সীমান্তবর্তী এলাকার বাসিন্দারা বলেছেন, বাংলাদেশের পক্ষ থেকে শান্ত থাকার আহ্বান সত্ত্বেও পরিস্থিতির কোনো উন্নতি না হওয়ায় তারা আতঙ্কে রয়েছেন। গত বছরের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে আরাকান রাজ্যে দুটি হামলা চালায় মিয়ানমারের সশস্ত্র বাহিনী। যার ফল ভালো হয়নি। আরাকান বাহিনীর হাতে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর ১৯ সেনা নিহত হয়েছে। ধাওয়া খেয়ে পিছু হটতে বাধ্য হয় মিয়ানমার বাহিনী। মিয়ানমারও থাই সীমান্তে দুটি মর্টার শেল নিক্ষেপ করেছে। থাই সরকার কোনো প্রতিক্রিয়া জানায়নি, তবে বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করছে।

কয়েকদিন আগে বাংলাদেশ সীমান্তে মর্টার শেল নিক্ষেপ করেছে মিয়ানমার। বাংলাদেশ সরকার দুই দফায় এর তীব্র প্রতিবাদ করেছে। আরাকানের প্রসঙ্গে আসা যাক। আরাকান আর্মি (অঅ) রাখাইন রাজ্য (আরাকান) ভিত্তিক একটি বিদ্রোহী গোষ্ঠী। ১০ এপ্রিল ২০০৯-এ প্রতিষ্ঠিত, অঅ হলো ইউনাইটেড লীগ অফ আরাকান (টখঅ) এর সামরিক শাখা। বর্তমানে এর নেতৃত্ব দিচ্ছেন কমান্ডার ইন চিফ মেজর জেনারেল তোয়ান মারাত নাইং এবং ভাইস ডেপুটি কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নিও তোয়ান অং। কাচিন সংঘাতে, এএ কাচিন ইন্ডিপেন্ডেন্স আর্মি (কেআইএ) এর সাথে তাতমাডো (মিয়ানমার সশস্ত্র বাহিনী) এর বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। বেশিরভাগ অঅ সৈন্যরা মূলত কেআইএ মিলিটারি একাডেমিতে প্রশিক্ষিত ছিল। ২০১৪ সাল থেকে অঅ রাখাইন রাজ্যে নিজস্ব প্রশিক্ষণ শিবির স্থাপন করেছে।

মায়ানমার পিস মনিটরের মতে, অঅ-এর ২০১৪ সালে ১,৫০০এরও বেশি সৈন্য ছিল, যার মধ্যে মিয়ানমারের বাংলাদেশ সীমান্তের কাছে রাখাইন রাজ্যে নিযুক্ত কর্মীও ছিল। ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে অঅ-এর বেসামরিক শাখায় ২,৫০০ এরও বেশি সৈন্য এবং ১০,০০০ কর্মী ছিল। ২০২০ সালের জানুয়ারিতে অঅ প্রধান দাবি করেছিলেন যে, এই গোষ্ঠীর ৩০,০০০ এরও বেশি সৈন্য রয়েছে। আরাকান আর্মি (অঅ) গঠিত হয়েছিল ১০ এপ্রিল ২০০৯-এ তার রাজনৈতিক শাখা ইউনাইটেড লীগ অফ আরাকান (টখঅ) নিয়ে। এটি কাচিন রাজ্যকে লাইজাইয়েঙঅস্থায়ী সদর দফতর হিসাবে গড়ে তোলে।

১১ ডিসেম্বর ২০১১-এ তরুণ আরাকান আর্মি সৈন্যদের প্রশিক্ষণের পর দলটি আরাকান রাজ্যে ফিরে যাওয়ার এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্য লড়াই করার পরিকল্পনা করেছিল। ২০১১ সালের জুনে কাচিন রাজ্যে যুদ্ধের প্রাদুর্ভাব তাদের অক্ষম করে তুলেছিল। ফলে কেআইএর সমর্থনে তারা মিয়ানমার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নেয়। ২০১৪ সালে, অঅ বাংলাদেশ সীমান্তের কাছে রাখাইন রাজ্যে এবং থাই-মিয়ানমার সীমান্তের কাছে আরেকটি অভিযান শুরু করে। ফলস্বরূপ এটি অনেক শক্তিশালী হয়েছে এবং এর যুদ্ধ ক্ষমতা ক্রমেই বেড়েছে। ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে অঅ মিয়ানমার সেনাবাহিনীর সাথে তাদের সংঘর্ষে একটি সশস্ত্র গোষ্ঠী মিয়ানমার ন্যাশনালিটিজ ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স আর্মি (গঘউঅঅ) এবং তার সহযোগী তাইং ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি (এঃঘখঅ) এর সাথে লড়াই করেছিল। সংঘর্ষে শত শত তাতমাদ সৈন্য নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

২০১৫-র ২৭ অগাস্ট অঅ এবং বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড ফোর্সের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। বান্দরবান জেলার থানচির বড় মোদক এলাকায় মিয়ানমার-বাংলাদেশ সীমান্তে উভয়পক্ষের মধ্যে গুলি বিনিময় হয়েছে। ২০১৫-এর ২০ আগস্ট আরাকান আর্মি বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) এর সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। তখন তাদের দশটি ঘোড়া আটক করে বিজিবি। আরাকান আর্মি স্পষ্টতই বহু-জাতিগত আরাকানি জনসংখ্যার জন্য আত্মনিয়ন্ত্রণ, আরাকান জনগণের জাতীয় পরিচয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সুরক্ষা এবং প্রচার, আরাকান জনগণের জাতীয় মর্যাদা এবং সর্বোত্তম স্বার্থকে সমর্থন করে।

২০২১ সালের আগস্ট মাসে পরিচালিত আরাখা মিডিয়া (অকক) এর সাথে একটি সাক্ষাৎকারে, আরাকান সেনাবাহিনীর কমান্ডার-ইন-চিফ স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, সশস্ত্র বিপ্লবের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হলো আরাকানের সার্বভৌমত্ব পুনরুদ্ধার করা। এ বিষয়ে কোনো দর কষাকষি হয়নি এবং ভবিষ্যতেও হবে না। মিয়ানমার একটি অস্থিতিশীল দেশ। সেখানে বারবার সামরিক অভ্যুত্থান হয়েছে। গণতন্ত্রকে অবরুদ্ধ করা হয়েছে। সামরিক জান্তার ক্ষমতা দখলের চিত্র মিয়ানমারের বুকে বারবার লেখা হয়েছে। মিয়ানমারে সংখ্যালঘুদের নিপীড়নের ইতিহাসও পুরনো। ১৯৯০ সাল থেকে চীন, রাশিয়া ও ইউক্রেনসহ বেশ কয়েকটি দেশ মিয়ানমারকে সামরিক সহায়তা দিতে শুরু করে। ভারতকে চাপে রাখতে মিয়ানমারের কাছে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র বিক্রি করছে চীন।

'স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউট' এবং 'গ্লোবাল ফায়ারপাওয়ার ডটকম' সূত্র বলছে যে, মিয়ানমার সেনাবাহিনীর আকার ৫ লক্ষ ১৬ হাজার। যার মধ্যে ৪৬,০০০ নিয়মিত এবং ১ লক্ষ ১০ হাজার রিজার্ভ সৈন্য রয়েছে। এছাড়া মিয়ানমারের কাছে ১২৭টি যুদ্ধবিমানসহ মোট ২৬৪টি সামরিক বিমান, ৯টি অ্যাটাক হেলিকপ্টারসহ ৮৬টি হেলিকপ্টার, ৮৮৬টি অত্যাধুনিক ট্যাংক, ৪ হাজার ২১২টি বিভিন্ন ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র, ১ হাজার ২০০টি সাঁজোয়া সামরিক যান, আকাশ প্রতিরক্ষায় কমপক্ষে ২০০টি ক্ষেপণাস্ত্র রয়েছে। এছাড়াও ১২০০টি অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক অস্ত্র, ২৭ টি নৌ ফ্রিগেট, ৪০ টি টহল ক্রাফটসহ মোট ১৫৫টি যুদ্ধজাহাজ রয়েছে ।

বাংলাদেশ প্রতি বছর প্রতিরক্ষা খাতে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ব্যয় করে। বর্তমানে বাংলাদেশ তার সশস্ত্র বাহিনীর আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে 'ফোর্সেস গোল ২০৩০' অনুসরণ করছে। বাংলাদেশ একটি সেনানিবাস সম্প্রসারণ করেছে, সাবমেরিন অধিগ্রহণ করেছে এবং কক্সবাজারে একটি বিমান ঘাঁটি তৈরী করছে। ১৯৯০-এর দশক থেকে মিয়ানমার অস্ত্র সংগ্রহের দিকে মনোনিবেশ করেছে। নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি স্বাক্ষরের পরও তারা অস্ত্র কেনা বন্ধ করেনি। ২০১২ সাল থেকে মিয়ানমারের জন্য অস্ত্র কেনা সহজ হয়েছে। এরই মধ্যে রাশিয়া, চীন, ইসরাইল, ইউক্রেন, ভারত, বেলারুশ, বেলজিয়াম, সুইজারল্যান্ড, পোল্যান্ডসহ বিভিন্ন দেশ তাদের কাছে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র বিক্রি করেছে। সামরিক সরঞ্জাম ক্রয়ের ক্ষেত্রে চীন ইতিমধ্যে মিয়ানমারকে সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা দিয়েছে। তারা মিয়ানমারের কাছে সবচেয়ে বেশি যুদ্ধবিমান, যুদ্ধজাহাজ ও গোলাবারুদ বিক্রি করেছে। পিছিয়ে নেই রাশিয়া ও ইউক্রেনও। মিয়ানমারের কাছে ভূমি থেকে উৎক্ষেপণযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র বিক্রি করেছে রাশিয়া। ইউক্রেন যুদ্ধজাহাজ বিক্রি করেছে। অন্যদিকে, ইসরাইল ট্যাঙ্ক এবং সাঁজোয়া কর্মী বহনকারী বাহন বিক্রি করেছে। এ নিয়ে একটি খবর প্রকাশ করেছে আল জাজিরা। তাদের তথ্য অনুযায়ী চীন থেকে সবচেয়ে বেশি বিমান কিনেছে মিয়ানমার ১২০টি, রাশিয়া ৬৪টি এবং পোল্যান্ড ৩৫টি। রাশিয়া (২৯৭১), চীন (১০২৯) এবং বেলারুশ (১০২) মিয়ানমারের কাছে সবচেয়ে বেশি ক্ষেপণাস্ত্র বিক্রি করেছে। চীন (২১), ভারত (৩) এবং সাবেক যুগোস্লাভিয়া (৩) মিয়ানমারের কাছে নৌ যুদ্ধজাহাজ বিক্রি করেছে। চীন (১২৫), সার্বিয়া (১২০) এবং রাশিয়া (১০০) বিভিন্ন ধরনের গোলাবারুদ, কামান বিক্রি করেছে। মিয়ানমারের কাছে সাঁজোয়া যান এবং ট্যাংক চীন (৬৯৬) , ইসরায়েল (১২০) এবং ইউক্রেন (৫০) বিক্রি করেছে।

মিয়ানমারের উগ্র মনোভাব থাকলেও তাদের সামরিক কৌশল নিম্নমানের। শক্তির ভিত্তিও দুর্বল। অনেকেই বলছেন, মিয়ানমার যুদ্ধের খেলায় মেতেছে। বাংলাদেশের সঙ্গে তারা এই খেলায় অংশ নিতে চায়। কিন্তু বাংলাদেশ একটি শান্তিপূর্ণ দেশ। বাংলাদেশ কোনো দেশের সঙ্গে যুদ্ধে জড়াতে চায় না। বাংলাদেশের নীতি হলো- সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখা। তাই বাংলাদেশকে দুর্বল ভাবা ঠিক নয়। বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী এখন বিশ্বমানের। বাংলাদেশের পদাতিক বাহিনী এতটাই উন্নত যে, এটি বিশ্বের শীর্ষ দেশগুলোর একটি হবার যোগ্যতা রাখে । আর তাই বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীকে দুর্বল মনে করলে মিয়ানমার অত্যন্ত বোকামি করবে। সূত্র : eurasiareview.com

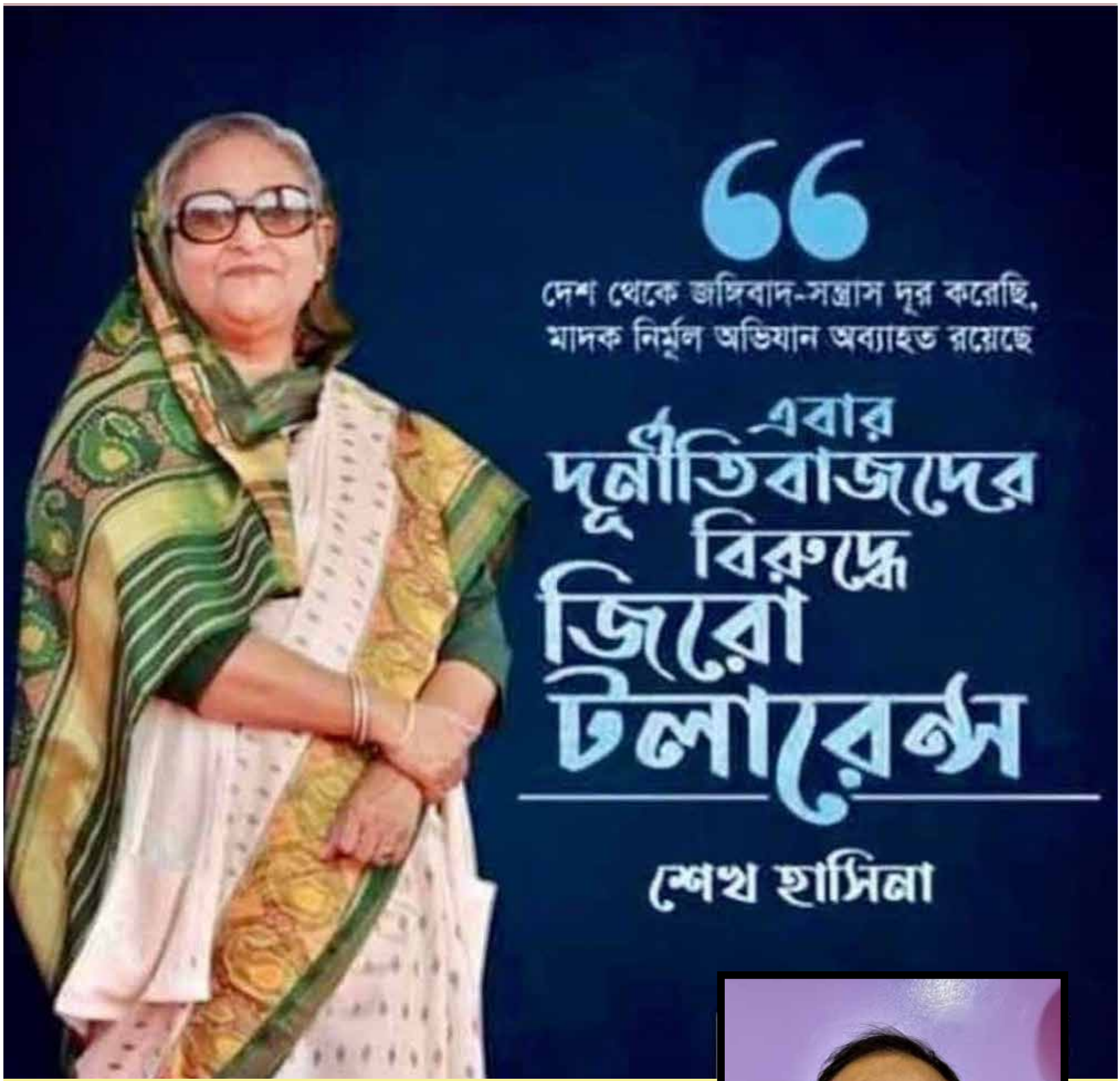

হারুন ভুঁইয়া

বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সভাপতি, জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশান

রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৫ প্রস্তাব

৯ পৃষ্ঠার পর

বিচার আদালত, আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত এবং জাতীয় আদালতের কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা করা;

৩. জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর অব্যাহত দমন-পীড়ন বন্ধে মিয়ানমারের ওপর চাপ সৃষ্টি করা;

৪.আসিয়ানের পাঁচ-দফা ঐক্যমত মেনে চলার অঙ্গীকার পূরণে মিয়ানমারকে দৃঢ়ভাবে আহ্বান জানানো;

৫.মিয়ানমার যাতে বাধাহীন মানবিক প্রবেশাধিকারে রাজি হয় সেজন্য উদ্যোগ নেওয়া।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, "গত মাসে আমরা দীর্ঘায়িত রোহিঙ্গা সংকটের ষষ্ঠ বছরে পা দিয়েছি, তাদের একজনকেও তাদের ঘরে ফিরে যেতে দেখিনি।"

মিয়ানমারের রাজনৈতিক ইতিহাসে রোহিঙ্গাদের অবস্থানের কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আরাকানে, বর্তমানে যা মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্য হিসেবে পরিচিত, অষ্টম শতক থেকেই রোহিঙ্গারা বসবাস করে আসছে।

"১৯৪৮ সালে মিয়ানমার স্বাধীনতা অর্জনের পর সেখানে নতুন সরকার রোহিঙ্গাদের 'টার্গেট' করে এবং তাদের ভিন্ন জাতিগোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত করে। এরপর ১৯৮২ সালে সেখানে নতুন নাগরিকত্ব আইন পাস হয় এবং জাতিগোষ্ঠী হিসেবে রোহিঙ্গাদেরকে তাতে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। অথচ ১৯৫২ সালে যখন ইউ নু প্রেসিডেন্ট ছিলেন, তখনও তার মন্ত্রিসভায় দুইজন রোহিঙ্গা মন্ত্রী এবং তখনকার পার্লামেন্টে ছয়জন রোহিঙ্গা এমপি ছিলেন।"

মিয়ানমারের ওইসব রোহিঙ্গা মন্ত্রী ও এমপিদের নাম উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, "এ থেকে প্রমাণ হয় রোহিঙ্গারা মিয়ানমারের নাগরিক।"

"বর্তমান সংকটের উৎপত্তিস্থল মিয়ানমারে এবং তার সমাধানও সেখানেই রয়েছে," বলেন তিনি।

বাংলাদেশে ১২ লাখ রোহিঙ্গাদের আশ্রয় নেওয়া এবং প্রতিবছর শরণার্থী শিবিরে ৩০ হাজার নবজাতকের জন্ম নেওয়ার তথ্যও তুলে ধরেন শেখ হাসিনা।

তিনি বলেন, "বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দ্বিপক্ষীয় এবং বহুপক্ষীয়ভাবে তাদের শক্তিশালী মানবিক ও রাজনৈতিক সমর্থনের জন্য কৃতজ্ঞ। নিজ দেশে একটি ভালো এবং নিরাপদ ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষায় থাকার এই সময়ে রোহিঙ্গাদের ভরণপোষণের জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অব্যাহত সংহতি প্রয়োজন।"

রোহিঙ্গা সংকটের শুরু থেকেই বাংলাদেশ আলোচনা ও সমঝোতার মাধ্যমে একটি টেকসই ও শান্তিপূর্ণ সমাধান চেয়ে আসছে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "রোহিঙ্গাদের দেশত্যাগের পর ২০১৭ সালে দুই দেশ তিনটি চুক্তি সই করেছে। প্রত্যাবাসন শুরু করার জন্য ২০১৮ ও ২০১৯ সালে দুইবার প্রচেষ্টা চালানো হয়। কিন্তু রাখাইনে অনুকূল পরিবেশের অভাবে বাছাই করা রোহিঙ্গারা ফিরতে রাজি হয়নি।

"তাদের নিরাপত্তা, সহিংসতার পুনরাবৃত্তি না হওয়া, জীবিকার সুযোগ এবং নাগরিকত্ব লাভের পথসহ মৌলিক অধিকারের বিষয়গুলো নিয়ে তাদের উদ্বেগ ছিল।"

তিনি বলেন, "মিয়ানমারের তার বাধ্যবাধকতা অব্যাহতভাবে অমান্য করে চলার পটভূমিতে, বাংলাদেশ একটি ত্রিপক্ষীয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চীনের সহায়তায় প্রত্যাবাসন আলোচনা শুরুর জন্য বিকল্প পথ নেয়। সেপথেও আজ পর্যন্ত তেমন অগ্রগতি হয়নি।"

শেখ হাসিনা বলেন, "বাস্তবতা হচ্ছে, কক্সবাজারে এখন বিশ্বের বৃহত্তম শরণার্থী শিবির অবস্থিত, মাত্রার দিক থেকে বিশ্বের অন্যতম বড় মানবিক সংকট সহায়তা কার্যক্রমের একটি এটা। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহায়তায় বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের নিরাপত্তা ও সুস্থতা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সর্বাত্মক চেষ্টা করে যাচ্ছে। তারা খাদ্য, বাসস্থান, স্বাস্থ্যসেবা ও অন্যান্য সেবা পাচ্ছে।"

বাংলাদেশ তার জাতীয় কোভিড টিকাদান কর্মসূচিতেও রোহিঙ্গাদের অন্তর্ভুক্ত করেছে জানিয়ে সরকার প্রধান বলেন, "তারা মিয়ানমারের পাঠ্যক্রম অনুসরণ করে মিয়ানমারের ভাষা শেখার সুবিধা, দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমে যোগদান এবং জীবিকার সুযোগে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের দক্ষতা বিকাশের সুযোগ পাচ্ছে। এগুলো তাদের সংস্কৃতি এবং ভাষা ধরে রাখতে অবদান রাখছে এবং যা শেষ পর্যন্ত তাদের ফিরে যাওয়ার পরে নিজ সমাজে আবার যুক্ত হতে সাহায্য করবে।"

শেখ হাসিনা জানান, "প্রায় এক লাখ রোহিঙ্গাকে অস্থায়ীভাবে স্থানান্তরের জন্য আমরা আমাদের নিজস্ব সম্পদ থেকে ৩৫০ মিলিয়ন (৩৫ কোটি) ডলার ব্যয় করে ভাসানচর নামে একটি স্থিতিশীল দ্বীপের উন্নয়ন করেছি এবং সেখানে এ পর্যন্ত প্রায় ৩১ হাজার রোহিঙ্গা স্বেচ্ছায় স্থানান্তর হয়েছে।"

তিনি বলেন, "বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের দীর্ঘস্থায়ী অবস্থান আমাদের উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষার জন্য বিরাট চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। ১ দশমিক ২ মিলিয়ন (১২ লাখ) রোহিঙ্গাকে আতিথেয়তা দেওয়ার চাপ বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। রোহিঙ্গাদের জন্য প্রতি বছর আমাদের প্রায় ১ দশমিক ২২ বিলিয়ন (১২২ কোটি) ডলার ব্যয় করতে হয়। "(এছাড়া) জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি, প্রায় ৬ হাজার ৫০০ একর বনভূমির ক্ষতি এবং স্থানীয় জনগণের ওপর এর বিরূপ প্রভাব অপরিমেয়। সামাজিক ও জনসংখ্যাগত ভারসাম্য, দেশীয় ও আঞ্চলিক নিরাপত্তা এবং সহিংস চরমপন্থার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ (অতিরিক্ত) ভার বহন করছে।"

তিনি বলেন, "বিশ্ব এখন নতুন নতুন সংঘাত প্রত্যক্ষ করছে এবং দুর্ভাগ্যবশত রোহিঙ্গা সঙ্কট থেকে মনোযোগ ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে - এর রাজনৈতিক সমাধান খুঁজে বের করা এবং ক্রমবর্ধমান মানবিক সংকটের চাহিদা মেটানো - উভয়ক্ষেত্রেই।"

প্রধানমন্ত্রী জানান, "২০২২ সালের অগাস্ট পর্যন্ত, জেআপি ২০২২-এর অধীনে ৮৮১ মিলিয়ন (৮৮ কোটি ১০ লাখ) ডলার সহায়তা চাওয়া হলেও মাত্র ৪৮ শতাংশ অর্থায়ন করা হয়েছে। একই সময়ে, মিয়ানমারের সাম্প্রতিক অভ্যন্তরীণ সংঘাতের বিরূপ প্রভাব আমাদের গভীরভাবে উদ্বিগ্ন করছে, কারণ এটি তাদের প্রত্যাবাসন শুরু করার সম্ভাবনার জন্য আরও বাধা তৈরি করতে পারে।"

টেকসই প্রত্যাবাসনের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারদের বাস্তব পদক্ষেপ এবং প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে বলেও মত দেন শেখ হাসিনা।

তিনি বলেন, "একটি আঞ্চলিক সংস্থা হিসাবে আসিয়ান এবং এই জোটের স্বতন্ত্র সদস্য দেশগুলো মায়ানমারের সঙ্গে তাদের গভীর ঐতিহাসিক সম্পর্ক বিবেচনায় নিয়ে এ ধরনের একটি সমন্বিত সংযোগ সৃষ্টিতে নেতৃত্বদানকারী হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

"রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারের নাগরিকত্ব অর্জনের পথ তৈরির মূল বিষয়সহ রাখাইন রাজ্যে কফি আনান উপদেষ্টা কমিশনের সুপারিশগুলোর পূর্ণ বাস্তবায়নে তাদের বিস্তৃত প্রচেষ্টা গ্রহণ করা উচিত। বেসামরিক পর্যবেক্ষক হিসেবে তাদের অর্থবহ উপস্থিতি স্বেচ্ছায় প্রত্যাবর্তনের ক্ষেত্রে রোহিঙ্গাদের আস্থা বাড়াবে।"

প্রধানমন্ত্রী বলেন, "কিছু নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে নিষেধাজ্ঞা আরোপ মিয়ানমারকে (বাধ্যবাধকতা মানতে) বাধ্য করতে পারে না। সংকট সমাধানে মিয়ানমার কর্তৃপক্ষের রাজনৈতিক সদিচ্ছা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মিয়ানমারের সঙ্গে বাণিজ্য ও সামরিক সম্পর্ক বৃদ্ধি মিয়ানমারের স্বার্থকেই এগিয়ে নিচ্ছে।

"বাংলাদেশ মনে করে, রোহিঙ্গা সংকটের একটি দীর্ঘ মেয়াদী সমাধান এবং রোহিঙ্গাদের টেকসই প্রত্যাবাসনে একটি গুরুত্বপূর্ণ আস্থা-নির্মাণ ব্যবস্থা খুঁজে পেতে আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার ও জবাবদিহিতার প্রশ্নটি জরুরি হবে।"

বাংলাদেশ ন্যায়বিচার থেকে দায়মুক্তির বিরুদ্ধে এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে যে কোনো উদ্যোগকে সমর্থন করবে জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, "আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়, জাতিসংঘ এবং আসিয়ানের বর্তমান মনোযোগ মিয়ানমারে স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনা হলেও, বাংলাদেশ রোহিঙ্গাদের স্বদেশে টেকসই প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করতে; এবং মিয়ানমারের জনগণের জন্য শান্তি ও ন্যায়বিচার আনতে তাদের শক্তিশালী ভূমিকার অপেক্ষায় রয়েছে।"-সূত্র বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম

রোহিঙ্গাদের জন্য আরো বাংলাদেশকে ১৭০ মিলিয়ন ডলার প্রদান যুক্তরাষ্ট্রের

ওয়াশিংটন ডিসি: বাংলাদেশে আশ্রয় পাওয়া এবং মিয়ানমারের অভ্যন্তরে ও বাইরের রোহিঙ্গাদের জন্য ১৭০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি মানবিক সহায়তা ঘোষণা করেছে যুক্তরাষ্ট্র।

শুক্রবার মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানান।

বিবৃতিতে বলা হয়, 'বিশেষ করে বাংলাদেশে কর্মসূচিগুলোর জন্য প্রায় ১৩৮ মিলিয়ন ডলার প্রদান করা হবে। এ কর্মসূচির অধীনে মিয়ানমারে গণহত্যা, মানবতাবিরোধী অপরাধ ও জাতিগত নির্মূল অভিযান থেকে বেঁচে যাওয়া ৯ লাখ ৪০ হাজারেরও বেশি রোহিঙ্গাদের জীবনরক্ষামূলক উদ্যোগ এবং বাংলাদেশে তাদের ৫ লাখ ৪০ হাজার সদস্যের জন্য এ সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।'

ব্লিঙ্কেন বলেন, 'নতুন এ সহায়তা খাদ্য, নিরাপদ পানি, স্বাস্থ্যসেবা, সুরক্ষা, শিক্ষা, আশ্রয় এবং মানসিক-সামাজিক সহায়তার ব্যবস্থা করতে সক্ষম হবে। যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সরকার ও জনগণসহ এই অঞ্চলে রোহিঙ্গাদের আশ্রয়দানকারী অন্যান্য দেশের উদারতারও প্রশংসা করেছে।'

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, এই নতুন অর্থায়নের মাধ্যমে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট সহায়তা ২০১৭ সালের আগস্ট থেকে প্রায় ১.৯ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। ২০১৭ সালে ৭ লাখ ৪০ হাজারেরও বেশি রোহিঙ্গা মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশের কক্সবাজারে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিল। অতিরিক্ত মানবিক সহায়তার মধ্যে স্টেট ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক ৯৩ মিলিয়ন ডলারের বেশি এবং ইউএসএআইডির মাধ্যমে ৭৭ মিলিয়ন ডলারের বেশি বরাদ্দ করা হয়েছে।

ব্লিঙ্কেন বলেন, 'স্বীকার করছি যে, বার্মার (মিয়ানমার) পরিস্থিতি বর্তমানে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের নিরাপদ, স্বেচ্ছায়, মর্যাদাপূর্ণ এবং টেকসই প্রত্যাবর্তন এবং প্রত্যাবাসনের জন্য সহায়ক নয়। আমরা এই সমস্যার সমাধান খোঁজার জন্য বাংলাদেশ সরকার, রোহিঙ্গা এবং বার্মার অভ্যন্তরের জনগণের সঙ্গে কাজ করছি।'

তিনি মিয়ানমারে সহিংসতার কারণে বিতাড়িত ও ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য মানবিক সহায়তা প্রদান ও সমর্থন বৃদ্ধির লক্ষ্যে অবদান রাখার জন্য অন্যান্য দাতাদের প্রতি আহ্বান জানান। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রতিনিয়ত রোহিঙ্গাদের জীবনরক্ষামূলক কাজ করার জন্য মানবিক সহায়তাকারী মার্কিন অংশীদারদেরও প্রশংসা করেছেন।

WASHINGTON INTERNATIONAL TRADE & CULTURAL EXPO WITCE
2nd WiTCE 2022
Washington DC, USA
DECEMBER 23RD, 24TH & 25TH, 2022
(FRIDAY, SATURDAY & SUNDAY)
JOIN THE BIGGEST EXPO EVER OUT SIDE BANGLADESH
THE AMBASSADOR OR THE REPRESENTATIVES OF 30 COUNTRIES ARE PARTICIPATING IN THE EXPO
TO MAKE BUSINESS BRIDGE BETWEEN WORLD AND USA
CONNECT & PROMOTE YOUR PRODUCT TO THE WORLD
EXHIBITION STAND
SPECIAL MULTI-CULTURAL PROGRAMS WITH LOCAL AND FOREIGN ARTISTS
2nd Washington International Trade and Cultural Expo-2022 main objective is to present to a unique Bangladesh outside the world to introduce Bangladeshi & other 30 countries products in the world market and to increase export earnings.
International and local businesses seeking to establish or expand their business in world and grow their business through global trade. Access to international representatives showcasing economic opportunities in around 30 countries. Featured cultural activities to showcase diversity and promote cultural exchange.
FRIDAY, SATURDAY & SUNDAY
HOLIDAY INN EXPRESS & SUITES
6801 BRANDON AVENUE
SPRINGFIELD, VA 22150 UNITED STATES
Registration
23rd December 2022
Start 10:00 AM
+1 202 577 1400
www.witcedc.com
ZI RUSSELL
CONVENER

আগামী মার্চের মধ্যে পি কে হালদারকে ফেরত পাঠাবে ভারত

৮ পৃষ্ঠার পর

জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবেন।

বৃহস্পতিবার (২২ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১টা নাগাদ তাদের আদালতে তোলা হয়। উভয় পক্ষের শুনানি শেষে সিবিআই স্পেশাল কোর্ট-৪ বিচারক বিদ্যুৎ কুমার রায় ৫৬ দিন পরে আগামী ১৭ নভেম্বর অভিযুক্তদের ফের আদালতে হাজির করার নির্দেশ দেন। ইডির আইনজীবী অরিজিৎ চক্রবর্তী বলেন, অভিযুক্ত প্রত্যেককেই আগামী ১৭ নভেম্বর ফের আদালতে তোলা হবে এবং ততদিন পর্যন্ত তারা কারাগারেই থাকবেন। প্রয়োজনে ইডির কর্মকর্তারা কারাগারে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবেন।

অরিজিৎ চক্রবর্তী জানান, কারাগারে থাকাকালীন অবস্থায় অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদ করে নতুন কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি বা নতুন কোনো সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়নি। এই মুহূর্তে অভিযুক্ত পিকে হালদারসহ পাঁচ পুরুষ অভিযুক্ত রয়েছেন প্রেসিডেন্সি কারাগারে। অন্যদিকে একমাত্র নারী অভিযুক্ত রয়েছেন আলিপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে। এর আগে গেলো ১১ জুলাই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কলকাতার আদালতে চার্জশিট দেয় ইডি। ১০০ পাতার ওই চার্জশিটে পিকে হালদারসহ ছয় অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম রয়েছে। এক্ষেত্রে কেবলমাত্র প্রিভেনশন অব মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট-২০০২ (চগখঅ) মামলায় ওই ছয় অভিযুক্তের নামে চার্জ গঠন করা হয়েছে। চার্জশিটে নাম রয়েছে তাদের দুটি সংস্থার।

ইডির পক্ষ থেকে আজ সাড়ে ৪ হাজার পাতার যে জবষরবফ টঢ়ড়হ উড়পঁসবহঃং (জটউ)-এর কপি জমা দেওয়া হয়েছিল, সেই কপি অভিযুক্তদের হাতে তুলে দেওয়া হয় এবং অভিযুক্তরা তাতে সাক্ষরও করেন। সেক্ষেত্রে আগামী ১৭ নভেম্বর এই কপি যাচাই করে অভিযুক্তরা আদালতে জানাবেন।

এদিকে ইডির একটি সূত্র নিশ্চিত করেছে, চলতি মাসে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরে পিকে হালদারকে দ্রুত দেশে ফেরানোর ব্যাপারে চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে নতুন করে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আর কোনো মামলা দায়ের হবে না।

সূত্রটি আরও দাবি করেছে, মামলার গতিপ্রকৃতি হিসাব করে এই মামলা আর দীর্ঘায়িত করতে চাইছে না ইডি। এমনকি এই মামলায় সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট দেওয়ারও পক্ষপাতী নয় তারা। আগামী বছর ফেব্রুয়ারি বা মার্চের মধ্যেই এই মামলায় রায় হবে বলে আশাবাদী ইডি। সংস্থাটি বলছে এই মামলায় দোষী প্রমাণিত হলে অন্তত সাত বছর কারাদণ্ড হতে পারে অভিযুক্তদের। এরপর ভারতের আদালতের ঘোষিত সাজার মেয়াদ বাংলাদেশে খাটবে এমন শর্তে ভারত-বাংলাদেশ বন্দি প্রত্যর্পণ চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশে ফিরিয়ে দেওয়া হবে পিকে হালদারসহ ছয় অভিযুক্তদের।

এদিনও আদালতে প্রবেশের সময় গণমাধ্যমের কর্মীদের কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে চাননি পিকে হালদার বা তার সহযোগীরা।

চলতি বছরের ১৪ মে কলকাতার বর্ধমান ও অশোকনগরের বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে পি কে হালদার, তার ভাই প্রাণেশ হালদার, স্বপন মিস্ত্রি ওরফে স্বপন মৈত্র, উত্তম মিস্ত্রি ওরফে উত্তম মৈত্র, ইমাম হোসেন ওরফে ইমন হালদার এবং আমানা সুলতানা ওরফে শর্মী হালদারকে গ্রেপ্তার করা হয়। সূত্র সমকাল

বৈশ্বিক সংকটের ফলে সৃষ্ট চ্যালেঞ্জ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্বেগ

৯ পৃষ্ঠার পর

সদরদপ্তরের দ্বিপক্ষীয় বুথে স্লোভেনিয়ার প্রেসিডেন্ট বোরুত পাহোরের সঙ্গে বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বৈঠকে বাংলাদেশ ও স্লোভেনিয়ার মধ্যে সহযোগিতা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। এরপর ইকুয়েডরের প্রেসিডেন্ট গুইলারমো লাসোর সঙ্গেও প্রধানমন্ত্রীর আরেকটি বৈঠক হয়।

দুই নেতা বাংলাদেশ ও ইকুয়েডরের মধ্যে সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা করেন।

অন্যদিকে স্বল্পোন্নত দেশ, ল্যান্ডলকড ডেভেলপিং কান্ট্রিস অ্যান্ড স্মল আইল্যান্ড ডেভেলপিং স্টেটসের (ইউএন-ওএইচআরএলএলএস) হাই রিপ্রেজেন্টেটিভের কার্যালয়ে জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল রাবাব ফাতিমাও সাক্ষাৎ করেন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে।

বৈশ্বিক সংকটে এলডিসি এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর সহায়তায় আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতষ্ঠানগুলো যাতে কঠোর শর্ত আরোপ না করে, সে জন্য ওএইচআরএলএলএস আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে বলে আশা প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী।

২০২৩ সালের মার্চে দোহায় অনুষ্ঠেয় এলডিসি-৫ সম্মেলনে অংশগ্রহণে প্রধানমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানান রাবাব ফাতিমা।

মেটার গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্স প্রেসিডেন্ট নিক ক্লেগ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তার হোটেলের দ্বিপক্ষীয় বৈঠক কক্ষে সাক্ষাৎ করেন।

বৈঠকে তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য সাফল্যের কথা উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। ওই সময় এ খাতে বাংলাদেশ ও মেটার মধ্যে সহযোগিতার সম্ভাব্য দিক নিয়ে আলোচনা হয়।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে বর্তমান সরকারের সাফল্যের প্রশংসা করে নিক ক্লেগ ইন্টারনেটভিত্তিক ব্যবসার চলমান উন্নয়নে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

আমি একা হয়ে গেছি, আক্ষেপ নারায়ণগঞ্জের মেয়র আইভীর

১০ পৃষ্ঠার পর

থাকবে ২৯ কোটি ২৩ লাখ ৮৪ হাজার ১৫৯ টাকা।

মেয়র আইভী আরও বলেন, এবার আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো না। শুধু আমাদের একার নয় বরং পুরো পৃথিবীর অর্থনৈতিক চিত্রও একই রকম। আমাদের দাতা সংস্থা কত টাকা দিবে, সরকার কত দিবে, আমরা রাজস্ব থেকে কত টাকা পাব এসব হিসাব-নিকাশ করেই আমাদের বাজেট প্রণয়ন করতে হয়। তবে ঘাবড়ানোর কিছু নেই, আগামী ৬ মাসের মধ্যে যদি আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো হয় তবে সংশোধনী বাজেটের মাধ্যমে অর্থের পরিমাণ বাড়িয়ে নেওয়া হবে। এছাড়াও বন্ধ হয়ে যাওয়া প্রকল্পগুলো চলমান করা হবে।

মেয়র বলেন, বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ রাখা হয়েছে রাস্তা, ড্রেন নির্মাণ, ব্রিজ ও কালভার্ট নির্মাণ, বৃক্ষ রোপণ, দারিদ্র বিমোচন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, জরুরি ত্রাণ, তথ্য-প্রযুক্তি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যানজট নিরসন, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, মশক নিধন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আধুনিকীকরণ, খেলাধুলার মানোন্নয়নে মাঠ নির্মাণ, স্ট্রিট লাইট স্থাপন ও সুপেয় পানি সরবরাহ। এছাড়াও শীতলক্ষ্যাকে দূষণ থেকে বাঁচাতে বিশেষ গুরুত্ব দিবে নগর প্রশাসন।

বাজেট ঘোষণা শেষে উপস্থিত নাগরিকদের প্রশ্নের জবাবে মেয়র আইভী বলেন, আপনারা বলেছেন গত বছরের চেয়ে এই বছর একশ কোটি টাকার কম বাজেট ঘোষণা করা হয়েছে। আমি চাইলে হয়ত ১ হাজার কোটি টাকার বাজেট ঘোষণা করতে পারতাম। কিন্তু এই বাজেট বাস্তবতার নিরিখে প্রদান করা হয়েছে। আমরা গত অর্থ বছরের বাজেটে ৯২ শতাংশ কাজ করেছি। প্রতি বছরই বড় বাজেট দিয়ে কাজ সম্পূর্ণ করা যায় না। তাই এবার বাজেট কিছুটা কম দেওয়া হয়েছে, যেন বাজেটের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করে শতভাগ কাজ শেষ করা যায়।

এ সময় নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শহিদুল ইসলাম ও নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের ২৭টি ওয়ার্ডের সাধারণ ও সংরক্ষিত কাউন্সিলরসহ নগরীর বিশিষ্টজন ও গণমাধ্যমকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রসঙ্গত, এর আগে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের ৬৮৮ কোটি ২৩ লাখ ১৭ হাজার ৩৫৬ টাকার বাজেট ঘোষণা করেছিলেন নাসিক মেয়র ডা. সেলিনা হায়াৎ আইভী। প্রস্তাবিত ওই বাজেটে রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতে মোট ৬৮৮ কোটি ২৩ লাখ ১৭ হাজার ৩৫৬ টাকা আয় এবং ৬৭৭ কোটি ৪৯ লাখ ৭৩ হাজার ৩৪০ টাকা ব্যয় নির্ধারণ করেছিল নগর প্রশাসন।

এন্টি মাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স প্রতিরোধের ওপর গুরুত্বারোপ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার

৯ পৃষ্ঠার পর

'অভিন্ন স্বাস্থ্য পদ্ধতি'তে স্থিত হওয়া প্রয়োজন।

ইতিমধ্যে প্রায় ১৫০টি দেশের এএমআর বিষয়ে তাদের জাতীয় কর্মপরিকল্পনা রয়েছে উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশে এগুলো বাস্তবায়নের জন্যে অর্থপূর্ণ সহায়তা প্রয়োজন।

তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগিতায় এএমআর গুরুত্ব পাওয়া উচিত এবং ২০১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত মাল্টি-পার্টনার ট্রাস্ট ফান্ড পছন্দের হাতিয়ার হতে পারে।

এএমআর-এর জন্য বিশ্ব ও জাতীয় পর্যায়ে একটি শক্তিশালী বিনিয়োগ পরিস্থিতি তৈরি করা দরকার বলেও তিনি উল্লেখ করেন। খবর বাসসের।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, এএমআর এর দায়িত্ব ও প্রতিক্রিয়া বোঝার জন্য নজরদারি গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ ২০১৯ সাল থেকে গ্লাস প্ল্যাটফর্মে রিপোর্ট করে আসছে।

তিনি আরও বলেন, সংশ্লিষ্ট সকল অংশীদারের জড়িত হওয়া অত্যাবশ্যকীয় এবং একটি রোগী-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গুরুত্বপূর্ণ।

প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা পদ্ধতির সঙ্গে যোগসূত্রের মাধ্যমে শুরুতেই রোগ নির্ণয় নিশ্চিত করা যেতে পারে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

নতুন এএমআর-এর ভ্যাকসিন ও অন্যান্য চিকিৎসার জন্যে গবেষণা ও উদ্ভাবনের অভাবকে উদ্বেগের মূল কারণ হিসেবে উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, এ জন্যে বেসরকারি খাতের যথাযথ প্রণোদনা প্রয়োজন।

সরকার প্রধান বলেন, এএমআর সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টির কোন বিকল্প নেই। এ জন্যে নভেম্বরে বার্ষিক বিশ্ব সচেনতা সপ্তাহ একটি উপযুক্ত উপলক্ষ। শেখ হাসিনা অভিমত দেন যে এই সূচকগুলোর ওপর প্রতিবেদন প্রকাশ মানব স্বাস্থ্য, প্রাণী স্বাস্থ্য, খাদ্য ব্যবস্থা এবং পরিবেশকে প্রভাবিত করে এমন এএমআর নীতি তৈরিতে সাহায্য করতে পারে বলে।

তিনি আশা করেন, আজকের সকালের বৈঠকটি এএমআর এর বিরুদ্ধে আরও রাজনৈতিক গতি তৈরিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং সকলেই বিশেষজ্ঞদের ভাবনা ও উপলব্ধি জানতে ও শুনতে এবং উপকৃত হতে চান।

হাঙ্গেরি সীমান্তে বাংলাদেশিসহ ৭০ অভিবাসী উদ্ধার

৫ পৃষ্ঠার পর

হাঙ্গেরির ন্যদলাক সীমান্ত পাড়ি দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন বলে দেশটির পুলিশ জানায়। স্টিরাইপাসার্জ নামের একটি গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়, রোমানিয়ার এক চালকের একটি ট্রাকে ৩৭ জনকে পাওয়া যায়। ওই ট্রাকটি ইতালিতে রেফ্রিজারেটর পরিবহন করছিল। তারা সবাই শ্রীলঙ্কার নাগরিক। পশ্চিম ইউরোপের দেশে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে তারা সীমান্ত পাড়ি দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। এছাড়া পোল্যান্ডে রেফ্রিজারেটর পরিবহনকারী একটি ট্রাকে ছিলেন সিরিয়া ও তুরস্কের ২০ অভিবাসী। তৃতীয় ট্রাকে ছিলেন বাংলাদেশ ও ইথিওপিয়া থেকে যাওয়া ১৫ অভিবাসী। ওই ট্রাকটি ইতালিতে অটো যন্ত্রাংশ পরিবহন করছিল।

সব সময় বাংলাদেশের পাশে থাকবে সৌদি আরব - রাষ্ট্রদূত আল দুহাইলান

ঢাকা: বাংলাদেশে নিযুক্ত সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত ঈসা বিন ইউসুফ আল দুহাইলান বলেছেন, বাংলাদেশ একটি ভ্রাতৃপ্রতিম দেশ। দক্ষিণ এশিয়ার এই দেশের উন্নয়নে, তার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে সব সময় বাংলাদেশের পাশে থাকবে সৌদি আরব। সৌদি আরবের ৯২তম জাতীয় দিবস উপলক্ষে সৌদি রাষ্ট্রদূত এক বার্তায় এসব কথা বলেন।

বাংলাদেশের 'মিরাকল অর্থনীতি' প্রচণ্ড চাপে, দুর্নীতি-স্বজনপ্রীতিতে ক্ষোভ

৫ পৃষ্ঠার পর

পরিস্থিতি তেমন না হলেও একই রকম সমস্যার মুখে। উচ্চাভিলাসী উন্নয়ন প্রকল্পে অতিরিক্ত খরচ হচ্ছে। দুর্নীতি এবং স্বজনপ্রীতি নিয়ে জনগণের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। বাণিজ্যিক ভারসাম্য দুর্বল হয়েছে। এসব প্রবণতা বাংলাদেশের বিস্ময়কর অগ্রগতিকে খর্ব করছে। এই অর্থনীতিতে বড় অবদান গার্মেন্ট খাত। এর ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ এগিয়ে যায় মধ্যম আয়ের দেশের দিকে।

তেলের উচ্চ মূল্যের কারণে জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি মোকাবিলার জন্য গত মাসে সরকার জ্বালানির মূল্য শতকরা কমপক্ষে ৫০ ভাগ বৃদ্ধি করে। এর ফলে জীবন ধারণের খরচ বৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বিক্ষোভ হয়। এর ফলে সরকার চাল ও অন্যান্য জিনিস সরকার নিয়োজিত ডিলারদের ভর্তুকিমূল্যে বিক্রির নির্দেশ দেয়।

সর্বশেষ এই কর্মসূচি চালু হয় ১লা সেপ্টেম্বর। বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুন্সী বলেছেন, এতে প্রায় ৫ কোটি মানুষ উপকৃত হবেন। তিনি আরও বলেন, নিম্ন আয়ের মানুষদের চাপ কমাতে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। যা বাজারের ওপর প্রভাব ফেলবে এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম প্রতিযোগিতামূলক হবে।

বৃহত্তর বৈশ্বিক এবং আভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জগুলির প্রেক্ষিতে এসব নীতি অস্থায়ী পরিবর্তন ঘটাবে।

'অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ করুন, শিশুকে খাদ্য দিন'-জাতিসংঘে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

৫ পৃষ্ঠার পর

হয়। এর প্রভাব কেবল একটি দেশেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং সব মানুষের জীবন-জীবিকা মহাসঙ্কটে পতিত হয়। মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়। মানুষ খাদ্য, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়। বিশেষ করে, শিশুরাই বেশি কষ্ট ভোগ করে। তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে হারিয়ে যায়।

'আমরা দেখতে চাই, একটি শান্তিপূর্ণ বিশ্ব। যেখানে থাকবে বর্ধিত সহযোগিতা, সংহতি, পারস্পরিক সমৃদ্ধি এবং ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা। আমাদের একটি মাত্র পৃথিবী এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে এই গ্রহকে আরও সুন্দর করে রেখে যাওয়া আমাদের দায়িত্ব।'

বিশ্বব্যাপী নানা সংকটের কথা তুলে ধরে শেখ হাসিনা বলেন, 'এই অধিবেশন এমন এক সময়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে যখন খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার সঙ্গে বিশ্বজুড়ে জলবায়ু পরিবর্তন, সহিংসতা ও সংঘাত, কোভিড-১৯ মহামারির মতো একাধিক জটিল এবং বহুমাত্রিক প্রতিকূলতায় পৃথিবী নামক আমাদের এই গ্রহ আজ জর্জরিত। মানবিক চাহিদা গভীর হচ্ছে, বৈষম্য আরও প্রকট হচ্ছে।'

তিনি বলেন, 'গত আড়াই বছরে বিশ্ব যখন করোনাভাইরাস মহামারির বিধ্বংসী প্রভাব থেকে মুক্ত হতে শুরু করেছে, তখন রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাত বিশ্বকে একটি সম্মিলিত অনিশ্চয়তায় নিমজ্জিত করেছে।

'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনের ক্ষেত্রে সহায়তা-প্রার্থী ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলো এখন আরও প্রতিকূলতার মুখে পড়েছে। বর্তমানে আমরা এমন একটি সঙ্কটময় সময় অতিক্রম করছি, যখন অতীতের যেকোনও সময়ের চেয়ে অধিক পারস্পরিক সংহতি প্রদর্শন করা আবশ্যক।'

বৈশ্বিক সমস্যা সমাধানে জাতিসংঘের এগিয়ে আসার আহ্বান শেখ হাসিনা বলেন, 'আমাদের প্রমাণ করতে হবে যে, সংকটের মুহূর্তে বহুপক্ষীয় ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হলো জাতিসংঘ। তাই সর্বস্তরের জনগণের বিশ্বাস ও আস্থা অর্জনের জন্য জাতিসংঘকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে সবার প্রত্যাশা পূরণে কাজ করতে হবে।'

এই পরিপ্রেক্ষিতে, 'গ্লোবাল ক্রাইসিস রেসপন্স গ্রুপ' গঠন করায় জাতিসংঘের মহাসচিবকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, 'এই গ্রুপের একজন চ্যাম্পিয়ন হিসেবে, আমি বর্তমান পরিস্থিতির গুরুত্ব ও সঙ্কটের গভীরতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি বৈশ্বিক সমাধান নিরূপণ করতে অন্য বিশ্ব নেতাদের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছি।'

তিনি জাতির পিতার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রেখে যাওয়া পররাষ্ট্রনীতি 'সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারও সঙ্গে বৈরিতা নয়'-এর উল্লেখ করে বলেন, 'বাংলাদেশ জন্মলগ্ন থেকেই এই প্রতিপাদ্য-উদ্ভূত জোটনিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করে আসছে।'

১৯৭৪ সালের ২৫-এ সেপ্টেম্বর এই মহান পরিষদে জাতির পিতা প্রদত্ত ভাষণের একটি চুম্বকাংশ উদ্ধৃত করে তিনি বলেন, 'জাতির পিতা বলেছিলেন, 'শান্তির প্রতি যে আমাদের পূর্ণ আনুগত্য, তা এই উপলব্ধি থেকে জন্মেছে, একমাত্র শান্তিপূর্ণ পরিবেশেই আমরা আমাদের কষ্টার্জিত জাতীয় স্বাধীনতার ফল আস্বাদন করতে পারবো। ক্ষুধা, দারিদ্র্য, রোগ-শোক, অশিক্ষা ও বেকারত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য আমাদের সব সম্পদ ও শক্তি নিয়োগ করতে সক্ষম হবো।'

তিনি বলেন, 'বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এই বক্তব্য এখনও সমভাবে প্রাসঙ্গিক। বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস করতেন, শান্তি হলো বিশ্বের সব নারী-পুরুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তব প্রতিরূপ। যুদ্ধের ফলে মানবজাতি, বিশেষ করে শিশু ও নারীরা চরম কষ্ট ভোগ করে। কত মানুষ রিফিউজি হয়ে পড়ে।'

বাংলাদেশে কোভিড-১৯ মহামারির শুরু থেকে এ সংকট মোকাবিলায় বাংলাদেশ মূলত তিনটি বিষয়ের দিকে লক্ষ রেখে কৌশল নির্ধারণ করেছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'প্রথমত, মহামারির সংক্রমণ ও বিস্তার রোধ করতে আমরা জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা প্রসারিত করেছি। দ্বিতীয়ত, আমাদের অর্থনীতিকে সুরক্ষিত রাখতে কৌশলগত আর্থিক প্রণোদনা প্রদান করেছি, এবং তৃতীয়ত, আমরা জনগণের জীবিকা সুরক্ষিত রেখেছি। এসব উদ্যোগ মহামারিজনিত মৃত্যুর সংখ্যা হ্রাস করার পাশাপাশি মানুষের দুর্ভোগ কমাতে সাহায্য করেছে।'

রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে জাতিসংঘের কার্যকর ভূমিকা রাখার পাশাপাশি বিশ্ব নেতাদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, '২০১৭ সালে স্বদেশ থেকে বাস্তুচ্যুত হয়ে তাদের গণহারে বাংলাদেশে প্রবেশের পাঁচ বছর পূর্ণ হয়েছে। রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে নিরাপদে ও মর্যাদার সঙ্গে প্রত্যাবাসনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ তৈরিতে দ্বিপক্ষীয়, ত্রিপক্ষীয় এবং জাতিসংঘসহ অন্যান্য অংশিজনদের নিয়ে আলোচনা সত্ত্বেও একজন রোহিঙ্গাকেও তাদের মাতৃভূমিতে ফেরত পাঠানো যায়নি। মিয়ানমারে চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সশস্ত্র সংঘাত বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনকে আরও দুরূহ করে তুলছে। আশা করি, এ বিষয়ে জাতিসংঘ কার্যকর ভূমিকা রাখবে।'

বিশ্বসভায় প্রধানমন্ত্রী তার ভাষণে রোহিঙ্গা ইস্যুতে বিশ্ব নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি আরও বলেন, 'বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের দীর্ঘায়িত উপস্থিতি বাংলাদেশের অর্থনীতি, পরিবেশ, নিরাপত্তা এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলেছে। তাদের প্রত্যাবাসনের অনিশ্চয়তা সর্বস্তরে ব্যাপক হতাশার সৃষ্টি করেছে।

মালয়েশিয়ায় শিশু পর্নোগ্রাফি তৈরির অভিযোগে বাংলাদেশি শিক্ষার্থী গ্রেপ্তার

৮ পৃষ্ঠার পর

মঞ্জুর করা হয়, তাহলে অভিযুক্ত আবারও শিশু পর্নোগ্রাফি তৈরি করতে পারে কিংবা ভুক্তভোগীদের আরও হয়রানি করতে পারে।

অভিযোগ শুনানির পর বিচারক প্রতিটি অভিযোগের জন্য ৮ হাজার করে মোট ৯৬ হাজার রিঙ্গিতের বিনিময়ে জামিনের সুযোগ দেন। তবে ওই অর্থ পরিশোধে সামর্থ্য নেই বলে জানান সেই শিক্ষার্থী। পরে তাকে সেরেম্বান কারাগারে পাঠানো হয়।

আগামী ৩০ নভেম্বর মামলার শুনানির পরবর্তী দিন ধার্য করেন আদালত।

মালয়েশিয়ায় যৌন অপরাধের শাস্তি বেশ কঠোর। যৌন অপরাধ আইন ২০১৭-এর ৫ ধারার অধীনে কোনো অভিযোগ প্রমাণিত হলে ৩০ বছরের বেশি কারাদণ্ড ও দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর চাবুক মারার শাস্তি আছে।

একই আইনের ধারা ১০-এর অধীন কোনো অভিযোগ প্রমাণিত হলে ৫ বছরের বেশি কারাদণ্ড ও ১০ হাজার রিঙ্গিতের বেশি জরিমানা বা উভয় দণ্ডের বিধান আছে।

জয় বাংলা

আল্লাহ সর্বশক্তিমান

জয় বঙ্গবন্ধু

জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত বিশ্বের
২য় সেরা প্রধানমন্ত্রী মনোনীত হওয়ায়
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, দেশরত্ন
শেখ হাসিনা'কে
শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

জি,আই রাসেল
সহ-সভাপতি
মেট্রো ওয়াশিংটন আওয়ামী লীগ

মদিনায় স্বর্ণ ও তামার খনির সন্ধান

১৪ পৃষ্ঠার পর

খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় এক ঘোষণায় জানায়, উম্মাল-দামার খনির লাইসেন্সের জন্য ১৩ জন দরদাতাকে প্রাথমিক অনুমোদন দিয়েছে সরকার। উম্মাল-দামার সাইটটি ৪০ বর্গকিলোমিটারেরও বেশি এলাকাজুড়ে অবস্থিত এবং এতে বিপুল পরিমাণে তামা, দস্তা, সোনা ও রুপার মজুত রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

২০২২ সালের অক্টোবরের মধ্যে প্রাক-যোগ্য দরদাতাদের তাদের প্রস্তাব জমা দিতে হবে। মন্ত্রণালয়ের খনির পোর্টালে উপলব্ধ প্রকল্পের ব্রোশিয়ার অনুসারে, সাইটটির প্রত্যাশিত বিনিয়োগের আকার ২০০ কোটি সৌদি রিয়াল এবং এটি প্রায় ৪ হাজার নতুন চাকরি তৈরি করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

সৌদি আরবের শিল্প ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় খনি খাতে ৩২ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ আকর্ষণ করার পরিকল্পনার রূপরেখা দিয়েছে। মন্ত্রণালয়ের লক্ষ্যড় মধ্যধারার খনিজ ও ধাতুগুলোর জন্য নয়টি খনির প্রকল্পে অর্থায়ন করা।

এর আগে জানুয়ারিতে সৌদি আরবে ৫ হাজার ৩০০টির বেশি খনিজ পদার্থের সন্ধান মিলেছে।

বিশ্বের ৭ জন ধনী ব্যক্তি কীভাবে তাদের সম্পদ তৈরি করেছেন

১৫ পৃষ্ঠার পর

২৬২ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি ছিল ।

জেফ বেজোস - সম্পদ ১৪২ বিলিয়ন ডলার : ২০২০ সালে টেসলার শ্বাসরুদ্ধকর স্টক পরিচালনা করার পর মাস্ক বেজোস রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। বেজোস আমাজনের জন্য সবচেয়ে বেশি পরিচিত, যার কাজগুলি ই-কমার্স, ক্লাউড কম্পিউটিং, স্ট্রিমিং এবং আরও অনেক কিছুতে বিস্তৃত। এছাড়াও তিনি মহাকাশ সংস্থা ব্লু অরিজিন এবং ওয়াশিংটন পোস্টের মালিক। তার প্রথম উদ্যোগ - একটি নিউজ-বাই-ফ্যাক্স পরিষেবা - ব্যর্থ হওয়ার পর তিনি ওয়াল স্ট্রিটে কাজ শুরু করেছিলেন। ১৯৯৪ সালে ইন্টারনেট বুম দ্বারা উৎসাহিত হয়ে তিনি অসধুড়হ.পড়স এ কাজ শুরু করেন। একটি গ্যারেজ থেকে অসধুড়হ তখন শুধুমাত্র বই বিক্রি করতো। বেজোস তার স্ত্রী, সন্তান এবং দুইজন প্রোগ্রামারের সাহায্যে এটিকে চালু করতে ১০,০০০ ডলার বিনিয়োগ করেছেন। এখন অসধুড়হ ওহপ. এর বাজার মূলধন ১.২৭ ট্রিলিয়ন। ২০২০ সালে, প্রাক্তন স্ত্রী ম্যাকেঞ্জি স্কটের সঙ্গে হাই-প্রোফাইল বিবাহবিচ্ছেদের পরে বেজোস তার মোট সম্পদে বড় ধাক্কা খান। স্কট বিবাহবিচ্ছেদের মীমাংসার অংশ হিসাবে বেজোসের অ্যামাজন স্টকের ২৫ শতাংশ পেয়েছে বলে জানা গেছে, যা তাকে বিশ্বের অন্যতম ধনী নারী করে তুলেছে।

বার্নার্ড আর্নল্ট - সম্পদ ১৩৭ বিলিয়ন : ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে খঠগঐ-এর প্রধান বার্নার্ড আর্নল্টের মোট সম্পদ ১৩৮ বিলিয়নে নেমে এসেছে। খঠগঐ হলো ক্রিশ্চিয়ান ডিওর, লুই ভিটন, ডম পেরিগনন, মোয়েট এট চ্যান্ডন, হেনেসি, সেফোরা এবং ঞঅএ হিউয়ার সহ শীর্ষস্থানীয় বিলাসবহুল ব্র্যান্ডগুলির মালিক। খঠগঐ এ আর্নল্ট পরিবারের ৪৮ শতাংশ শেয়ার রয়েছে। আর্নল্ট পরিবারের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানিতে তার কর্মজীবন শুরু করেছিলেন, কিন্তু তার দর্শন সবসময় সেট ছিল, একটি উচ্চ ফ্যাশন জগৎ। ১৯৮৪ সালে আর্নল্ট বিখ্যাত ইড়ঁংধপ দখল করে নেয়, একটি দেউলিয়া ফরাসি দল যা তখন দ্য হাউস অফ ডিওরের মালিক ছিল। আর্নল্ট-এর পরবর্তী পদক্ষেপগুলি তাকে কুখ্যাত করে তুলেছিল। আর্নল্ট ১৯৮৭ সালে মোয়েট হেনেসি এবং লুই ভিটনকে একত্র করে খঠগঐ-এ বিনিয়োগ করেছিলেন। এরপর তিনি খঠগঐ-এ নিয়ন্ত্রণকারী অংশীদারিত্ব দখল করেন এবং সিইওদের ক্ষমতাচ্যুত করেন। সেইসঙ্গে কোম্পানির সংখ্যাগরিষ্ঠ শেয়ারহোল্ডার, চেয়ারপারসন এবং সিইও হন।

বিল গেটস - সম্পদ ১১০ বিলিয়ন : একসময় বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি বিল গেটস সম্প্রতি আবারও বলেছেন যে, তিনি নাকি বিশ্বের ধনী তালিকা থেকে বাদ পড়তে চলেছেন। কারণ তার সম্পদের একটি বড় অংশ দাতব্য প্রতিষ্ঠানে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। হার্ভার্ড ছাড়ার পর গেটস ১৯৭৫ সালে তার শৈশব বন্ধু পল অ্যালেনের সাথে মাইক্রোসফট চালু করেন। কোম্পানিটি ১৯৮৬ সালে সর্বজনীন হয়ে যায়, আজ পর্যন্ত বিশ্বের বৃহত্তম সফটওয়্যার সংস্থাগুলোর মধ্যে মাইক্রোসফট একটি এবং এখন এর মার্কেটমূল্য ২ ট্রিলিয়নেরও বেশি । গেটস মাইক্রোসফটে মাত্র এক শতাংশ শেয়ারের মালিক, যার মূল্য ২৬ বিলিয়নেরও বেশি। গেটস এবং তার প্রাক্তন স্ত্রী মেলিন্ডা -বিল এবং মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশনের সহ-সভাপতি। এটি বিশ্বের বৃহত্তম ব্যক্তিগত ফাউন্ডেশন। এটি ভ্যাকসিনসহ বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্যপরিষেবার উপর কাজ করার জন্য সবচেয়ে বেশি পরিচিত। গেটস মাইক্রোসফটে তার সিইও পদ ছেড়ে দেওয়ার পরে ২০০০ সাল থেকে এটি তার বর্তমান আকার লাভ করেছে।

ওয়ারেন বাফেট -সম্পদ ৯৪.৬ বিলিয়ন

ওয়ারেন বাফেট ১৪ বছর বয়সে তার প্রথম ট্যাক্স রিটার্ন দাখিল করে বিখ্যাত হয়েছিলেন । তিন্ডিওমাহার ওরাকল্ব নামে পরিচিত এবং সম্পদ তৈরির জন্য বিনিয়োগের ক্ষেত্রে তাকে এঙঅঞ (এৎবধঃবংঃ ঙভ অষষ এঃরসব) হিসাবে বিবেচনা করা হয়। বাফেট তার পোর্টফোলিও তৈরি করতে অবমূল্যায়িত কোম্পানিগুলিতে বিনিয়োগের দিকে মনোনিবেশ করেন। তার ফ্ল্যাগশিপ ফার্ম বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ে ছিল একটি টেক্সটাইল কোম্পানি, যেখানে বাফেট প্রথম ১৯৬২ সালে শেয়ার কিনেছিলেন । ১৯৬৫ সালের মধ্যে, তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ শেয়ারহোল্ডার ছিলেন এবং ১৯৬৭ সালের মধ্যে, বাফেট কোম্পানির স্বার্থকে বীমা এবং অন্যান্য খাতে পরিচালিত করেন। এখন, বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ের একটি শেয়ার ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মাত্র ৪ লক্ষ ২১ হাজার ডলারে ব্যবসা করেছে এবং কোম্পানিটির মূল্য ৭০৫ বিলিয়নেরও বেশি। বাফেট ফার্মের সিইও হিসেবে দায়িত্ব পালন করে চলেছেন । গেটসের মতো বাফেটও তার সম্পদের একটি বড় অংশ দাতব্য প্রতিষ্ঠানে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। বাফেট ২০১০ সালে বিল গেটসের সাথে গিভিং প্লেজ চালু করেন এবং দম্পতির ফাউন্ডেশনে ৪০ বিলিয়ন দান করেন।

ল্যারি পেজ -সম্পদ ৯১.৮ বিলিয়ন : ধনী তালিকায় আরেকজন প্রযুক্তি উদ্যোক্তা ল্যারি পেজের গল্প শুরু হয়েছিল একটি কলেজের ছাত্রাবাস থেকে । পেজ এবং তার বন্ধু সের্গেই ব্রিন ১৯৯৮ সালে গুগল প্রতিষ্ঠা করেন। এই জুটি অনন্য অ্যালগরিদম তৈরি করেছে যা গুগলের অনুসন্ধান প্রযুক্তিকে চালিত করে। প্ল্যাটফর্মটির চাহিদা বিশ্বের সমস্ত সার্চ ট্রাফিকের ৯৭ শতাংশের বেশি। পেজ ২০০১ সাল পর্যন্ত ফার্মের সিইও হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং তারপর ২০১১ থেকে ১৯ পর্যন্ত দায়িত্বে ছিলেন। এরপর সুন্দর পিচাই দায়িত্ব নেন।

অ্যালফাবেটে পেজের ৬ শতাংশ নিয়ন্ত্রণকারী শেয়ার রয়েছে, যার মূল্য ৮৪.৪ বিলিয়ন। গুগল ২০০৫ সালে অ্যান্ড্রয়েড এবং ২০০৬ সালে ভিডিও স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম ইউটিউব কিনেছিল।

এটি ২০১৫ সালে অ্যালফাবেটের অধীনে পুনর্গঠিত হয়েছিল। গুগল-এর রোবোটিক্স, জীবন বিজ্ঞান, স্বাস্থ্যসেবা এবং অ্যান্টি-এজিং-এ সেক্টরেও বিনিয়োগ রয়েছে। সূত্র : gulfnews.com

মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিতে সম্মত ঢাকা-নমপেন

৯ পৃষ্ঠার পর

বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

এ সময় কম্বোডিয়ার প্রধানমন্ত্রী তার দেশ থেকে বাংলাদেশে চাল রফতানির বিষয়ে চুক্তি স্বাক্ষরে আগ্রহ ব্যক্ত করেন। তিনি কম্বোডিয়ায় কৃষি ও স্বাস্থ্য অবকাঠামো উন্নয়ন খাতে বিনিয়োগ করার জন্য বাংলাদেশকে আমন্ত্রণ জানান।

হুন সেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে আশ্বস্ত করেন যে, আসিয়ানের সভাপতি দেশ হিসেবে কম্বোডিয়া রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে সার্বিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে।

এ ছাড়া আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার (আইওএম) মহাপরিচালক অ্যান্টোনিও ভিটোরিনোর সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী।

লিবিয়া ও ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ বিভিন্ন দেশে পাচার হওয়া বাংলাদেশী ভুক্তভোগীদের প্রত্যাবাসনে সহযোগিতা করার জন্য আইওএমকে ধন্যবাদ জানান তিনি।

পরে প্রধানমন্ত্রী কসোভোর প্রেসিডেন্ট ভিজোসা ওসমানি-সাদ্রিউর সঙ্গে আরেকটি দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করেন। বৈঠকে বাংলাদেশ ও কসোভোর মধ্যে দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

বাড়ী ক্রয় বিক্রয়ের বিশ্বস্থ ও নির্ভরযোগ্য রিয়েলটর

☎ 844 464 3267 murshedayaman@gmail.com

sunman express
global money transfer

Fast, Secure & Reliable Remittance

Send Money To Bangladesh, India, Nepal, Pakistan & West Africa
Currency Exchange

Remittance Partners
Agrani Bank Limited
Committed to Serve the Nation
Al-Arafah Islami Bank Limited
aibl
DHAKA BANK LIMITED
EXCELLENCE IN BANKING
JAMUNA BANK
Uttara Bank Limited
Southeast Bank Limited
a bank with vision
SIBL
Social Islami Bank Limited
SBAC Bank Limited

• Bank Deposite & bKash একাউন্টে দ্রুততম সময়ে টাকা জমা হয়। • সর্বনিম্ন ফি, সর্বোচ্চ রেটে বাংলাদেশে টাকা পাঠান।
• বাংলাদেশের ৮টি ব্যাংকের প্রায় ১০ হাজার-এর অধিক শাখায় Instant Cash Pickup।

বৈধ উপায়ে, করমুক্ত ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিটেন্স প্রেরণ করে দেশ মাতৃকার অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

আপনার রেমিটেন্স সংক্রান্ত পরামর্শ ও সেবার জন্য

SUNMAN GLOBAL EXPRESS CORP
সানম্যান গ্লোবাল এক্সপ্রেস কর্পোরেশন
37-14 73 Street (Suite 201), Jackson Heights, NY-11372
Phone: 718-505-2224, E-Mail: info@sunmanexpress.com

HEAD OFFICE:
37-17 74TH STREET (1ST FL)
JACKSON HEIGHTS, NY-11372
PHONE: 718-565-5052

JAMAICA BRANCH:
167-05 HILLSIDE AVE.
JAMAICA, NY-11432
PHONE: 718-297-3443

ASTORIA BRANCH:
29-24 36 AVENUE
L.I.C. NY-11106
PHONE: 718-729-0600

Send Money Online at www.sunmanexpress.com

BARI RESTAURANT

হেল্প ওয়ান্টেড
বারী রেস্টুরেন্ট, ব্রোনক্স
আমাদের প্রয়োজন দক্ষ জনশক্তি

● তান্দুরি শেফ
● ডিশ ওয়াশার
● কিচেন হেল্পার
● ওয়েটার্স

যোগাযোগ :
+১ (৯২৯) ৪০১-৬৪৬৭

শারদীয়
দুর্গোৎসব
2022
"বাংলাদেশ বেদান্ত সোসাইটি" আগামী ২ থেকে ৫ অক্টোবর-২০২২, শারদীয় দূর্গোৎসবের আয়োজন করেছে। ৪ দিন ব্যাপী আয়োজিত আনন্দ অনুষ্টানে থাকবে দুই বাংলা এবং বাংলাদেশ বেদান্ত সোসাইটির নিজস্ব পরিবেশনা।
আপনাদের সবার আমন্ত্রন
BADSHA BULBUL
HOYMONTI
AMIT
MEHRUN
CHANDRA
SHATARUPA
স্থান: তাজমহল পার্টি হল
১৪৮-০১ হিলসাইড এভিনিউ, জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক
তারিখ: ২ থেকে ৫ অক্টোবর ২০২২
পূজা আরম্ভ: দুপুর ১২:১৫ পূজা অন্তে প্রতিদিন প্রসাদ বিতরণ
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হবে প্রতিদিন সন্ধ্যা ৭টায়
TAMA
HARUN
SHANAZ LIPI
UDIPTA
MARIAM MARIA
ALI MAHMUD
SAMANNITTYA
ANIKA
SANTI
ANKUSH
ANURAGH
RITU
UPAMA
আয়োজনে:
Bangladesh Vedanta Society NY, Inc.
বাংলাদেশ বেদান্ত সোসাইটি নিউইয়র্ক, ইন্‌ক

নয়ন-আলী পরিষদের স্কুল ও শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক প্রার্থী মো. সামাদ মিয়ার কৃতজ্ঞতা

নিউইয়র্ক : সদ্য সমাপ্ত বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচনে নয়ন-আলী পরিষদের স্কুল ও শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক প্রার্থী মো. সামাদ মিয়া জাকের এক বিবৃতিতে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনকের ট্রাস্টি বোর্ড, সদস্য, আজীবন সদস্য, নির্বাচন কমিশনার ও ভোটারদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। বিবৃতিতে তিনি বলেছেন 'জয়-পরাজয় বড় কথা নয়, আল্লাহর উপর ভরসা করে মানুষ ও মানবতার কল্যাণে ছুটে চলাই আমার দৃঢ়তা'।

জনাব সামাদ আরো বলেন, গত ১৮ সেপ্টেম্বর রোববার বাংলাদেশ সোসাইটির ৪ বছরের বহুল প্রতিক্ষিত নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত নির্বাচনে আমি নয়ন আলী প্যানেল থেকে নির্বাচন করি। এই নির্বাচন চলাকালীন সময়ে যারা আমার জন্য নিরলসভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করে ভালোবাসা ও দোয়া দিয়েছেন তাদের কাছে আমি চিরঋণী। বিশেষ করে ব্রঙ্কসবাসী যারা আমাকে সর্বোচ্চ ভোট প্রদান করেছেন তাদের প্রতি আমি এবং আমার পরিবারের পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি

বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচনে রব-রুহুল পরিষদের নির্বাচিত নেতৃবৃন্দকে অভিনন্দন জানিয়ে জনাব সামাদ বলেন, নব নির্বাচিত নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশ সোসাইটির মাধ্যমে প্রবাসী বাংলাদেশিদের পাশে থেকে সবসময় মানবতার কল্যাণে কাজ করে যাবেন–এই আশা পোষণ করছি। আমি সোসাইটির আগামী পথচলা শুভ ও সফলতা কামনা করছি।

জনাব সামাদ আরো বলেন, মানব সেবাই হল শ্রেষ্ঠ ধর্ম। সুখে-দুঃখে অতীতের মতো আমি সবসময় আপনাদের পাশে থাকবো ইনশাআল্লাহ।

জ্যাকসন হাইটসের ৭৩ স্ট্রীটকে 'বাংলাদেশ ওয়ে' নামকরণ চূড়ান্ত - ফাহাদ সোলায়মান

৬১ পৃষ্ঠার পর

হলে জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসীর উদ্যোগ ও আয়োজনে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা বিনিময় এর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ফাহাদ সোলায়মান আরো বলেন আমেরিকার মূলধারার রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত না হওয়ার কোন বিকল্প নেই। তিনি বলেন, নিউ ইয়র্ক সিটির জনসংখ্যার বিবেচনায় বাংলাদেশীরা পঞ্চম হলেও প্রাপ্য সুযোগসুবিধা আদায়ে বাংলাদেশীরা অনেক পিছিয়ে। এ অবস্থার পরিবর্তনে প্রয়োজন মূলধারার রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ভোটার তালিকাভুক্ত হওয়া, ভোটপ্রদানে অংশগ্রহণ, স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে অন্তভুক্তি ইত্যাদি। তিনি নাগরিকত্ব লাভ এবং ভোটার তালিকাভুক্ত হওয়ার ব্যাপারে প্রবাসী বাংলাদেশীদের সহায়তার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সোসাইট নিউইয়র্ক সহ প্রবাসের সকল সামাজিক ও আঞ্চলিক সংগঠনসমূহকে এগিয়ে আসার আহবান জানান।

সভায় কম্যুনিটির কল্যাণে অবদান রাখার জন্য ফাহাদ সোলায়মানকে জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে ক্রেষ্ট প্রদান করা হয়। জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসীর সভাপতি শাকিল মিয়ার সভাপতিত্বে ও মোহাম্মদ আলম নমি ও মিয়া মোহাম্মদ দুলালের যৌথ সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে অন্যান্যদের মাঝে বক্তব্য রাখেন মীর নিজামুল হক, বাংলাদেশ সোসাইটি নিউ ইয়র্ক এর সদ্য পুনর্নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন সিদ্দিকী, কবি ও লেখক সালেম সুলেরী, মহিউদ্দীন দেওয়ান, জনাব দিলীপ, সাঈদ তারেক, দেবশীষ দাশ বাবলু, আফতাব জনি, দেওয়ান মিনর,কণ্ঠশিল্পী রিজিয়া পারভীন প্রমুখ।

যুক্তরাষ্ট্রের ২৫ অঙ্গরাজ্যে মুক্তি পেয়েছে 'পরাণ'

৬১ পৃষ্ঠার পর

সংস্থা জানায়, 'পরাণ' দেখা যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক, নিউ জার্সি, পেনসিলভানিয়া, কানেটিকাট, ম্যাসাচুসেটস, ম্যারিল্যান্ড, ভার্জিনিয়া, জর্জিয়া, ফ্লোরিডা, টেক্সাস, আলাবামা, লুসিয়ানা, নর্থ ক্যারোলাইনা, ওহাইও, ওকলাহোমা, মিশিগান, ইলিয়ন, কলোরাডো, মিসোরি, কানসাস, ইউটাহ, অরেগন, ওয়াশিংটন, অ্যারিজোনা, ক্যালিফোর্নিয়ার প্রেক্ষাগৃহে।

যুক্তরাষ্ট্রে 'পরাণ' ছবির পরিবেশক বায়োস্কোপ ফিল্মসের সিইও রাজ হামিদ বলেন, 'পরান ছবিটি মুক্তির পর থেকেই যুক্তরাষ্ট্রের প্রবাসী বাঙালিরা দেখার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন। অবশেষে সবার আগ্রহে সিনেমাটি মুক্তি পাচ্ছে। এরই মধ্যে সিনেমাটির অগ্রিম টিকিট বিক্রি শুরু হয়ে গেছে। ছবিটি নিয়ে আমরা দারুণ আশাবাদী।'

পরাণ ছবিতে শরীফুল রাজ, বিদ্যা সিনহা মিম ও ইয়াশ রোহানের অভিনয় দারুণ প্রশংসিত হয়েছে। সিনেমাটিতে আরও অভিনয় করেছেন রাশেদ মামুন অপু, শহীদুজ্জামান সেলিম, রোজী সিদ্দিকী, শিল্পী সরকার, নাসির উদ্দিন খান প্রমুখ।

জাতীয় আইডির পরিবর্তে পাসপোর্ট কেন নয়, হাইকোর্টে রীটের উদ্যোগ

৬১ পৃষ্ঠার পর

তিনি ঢাকায় হাইকোর্টে রীট করার উদ্যোগে নিয়েছেন বলে জানান। ইতোমধ্যে ঢাকায় দুইজন আইনজীবীর সাথে তাঁর যোগাযোগ হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরীর কাজ শুরু হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি-র সভায় জাতিসংঘের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচী সফল করার আহ্বান

নিউইয়র্ক: যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন ও আখতার হোসেন বাদল নেতৃত্বাধীন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি, নিউইয়র্ক ষ্টেট ও সিটি বিএনপি'র এক সভায় তাদের ভাষায় 'ভোটার বিহীন নির্বাচনের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জাতিসংঘে আগমন ও আওয়ামী লীগ সরকারের অগণতান্ত্রিক কর্মকান্ডের প্রতিবাদ এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন দাবীতে জাতিসংঘ ভবনের সামনে আয়োজিত বিক্ষোভ সমাবেশ সফল করতে দলীয় নেতা-কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়ছে। সভায় বলা হয়, আমরা বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আদর্শের রাজনীতি করি। আমাদের নেতা আপোষহীন নেত্রী, সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া আর বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। এর বাইরে আমাদের কোন নেতা নেই, আমরা সবাই বিএনপি কর্মী। দেশ আজ দু:শাসনের কবলে। তাই দেশ, দেশের মানুষ বাঁচতে, দেশে গণতন্ত্র আর আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা ছাড়া সামনে কোন পথ

নেই। এজন্য দেশ ও প্রবাসে 'হাসিনা সরকার হঠাও' এক দফা আন্দোলন চাই। সেই সাথে দলের মধ্যে নেতৃত্বের কোন্দল নয়, যোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্য পদে চাই। আমাদের মনে রাখতে হবে 'ব্যক্তির চেয়ে দল বড়, দলের চেয়ে দেশ বড়'।

যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র 'যেখানে হাসিনা সেখানেই প্রতিরোধ' কর্মসূচীর অংশ হিসেবে শুক্রবার (২৩ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৩টায় জাতিসংঘের সামনে ম্যানহাটানস্থ ৪৫ স্ট্রীট এন্ড সেকেন্ড এভিনিউ-এ আয়োজিত বিক্ষোভ কর্মসূচী সফল করতে বুধবার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটস্থ একটি রেষ্টুরেন্টে এই প্রস্তুতি সভার আয়োজন করা হয়। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সিনিয়র সহ সভাপতি অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন এবং প্রধান বক্তা ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র প্রতিষ্ঠাতা সাংগঠনিক সম্পাদক, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও ডেমোক্র্যাট দলীয় মূলধারার রাজনীতিক আখতার হোসেন বাদল। নিউইয়র্ক সিটি বিএনপি'র সভাপতি সাইফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের প্রধান সমন্বয়কারী আব্দুল খালেক, বিএনপি নেতা মোহাম্মদ হোসেন কচি, নিউইয়র্ক ষ্টেট কমিটি বিএনপি'র আহ্বায়ক সালেহ আহমেদ মানিক ও সদস্য সচিব দেলোয়ার হোসেন শিপন সহ জাহাঙ্গীর আলম জয়, তাজুল ইসলাম, মোস্তফা কামাল মুকুল, লাভলী জামান প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন নিউইয়র্ক সিটি বিএনপি'র সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুর রহমান।

সভায় শুক্রবারের বিক্ষোভ কর্মসূচী সফল করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ছাড়াও সাংগঠনিক কতিপয় বিষয়ে নীতি-নির্ধারনী আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় বলে সংশ্লিস্টরা ইউএনএ প্রতিনিধিকে জানান। এসময় অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন ও আখতার হোসেন বাদল দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন।

সভায় আশরাফুল হাসান, মোহাম্মদ আশরাফুর রহমান, মাহবুবুর রহমান, বিপ্লব হোসেন, নাজমুল হাসান, আব্দুল কদ্দুস হাওলাদার, রিন্টু আলম, আব্দুর রব প্রমুখ দলীয় নেতা-কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

সভা শেষে শহীদ জিয়ার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থ্যতা সহ দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনা করে বিশেষ দোয়া করা হয়। এরপর সভায় অংশগ্রহণকারীরা ডাইভারসিটি প্লাজায় মিলিত হয়ে আওয়ামী লীগ সরকার বিরোধী শ্লোগান দেয়। - ইউএনএ, নিউইয়র্ক।

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্তর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭২-৩২ ব্রডওয়ে স্যুইট ৩০১-২ জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥

দিব্যধাম সেবাশ্রম মন্দিরে

পূর্ণতিথি অনুযায়ী

শ্রীশ্রী শারদীয় দুর্গা পূজা ২০২২

আয়োজনেঃ সার্বজনীন পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ ইউএসএ, ইন্‌ক

৩৪-৬৩, ৫৬ স্ট্রীট (ব্রডওয়ে ও ৩৭ এভিনিউ এর মধ্যে), উডসাইড, কুইন্স, নিউইয়র্ক ১১৩৭৭

মহালয়াঃ ২৫শে সেপ্টেম্বর রবিবার, ২০২২ইং (৩রা আশ্বিন, ১৪২৯ বাংলা)

ভোর ৫.০০টা থেকে সকাল ৮.০০টা পর্যন্ত, দিব্যধাম সেবাশ্রম মন্দিরে দ্বিতীয় তলা।

তারিখঃ অক্টোবর

১লা, ২রা, ৩রা, ৪ঠা,

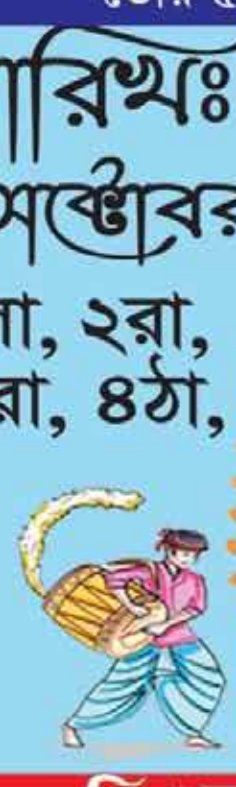

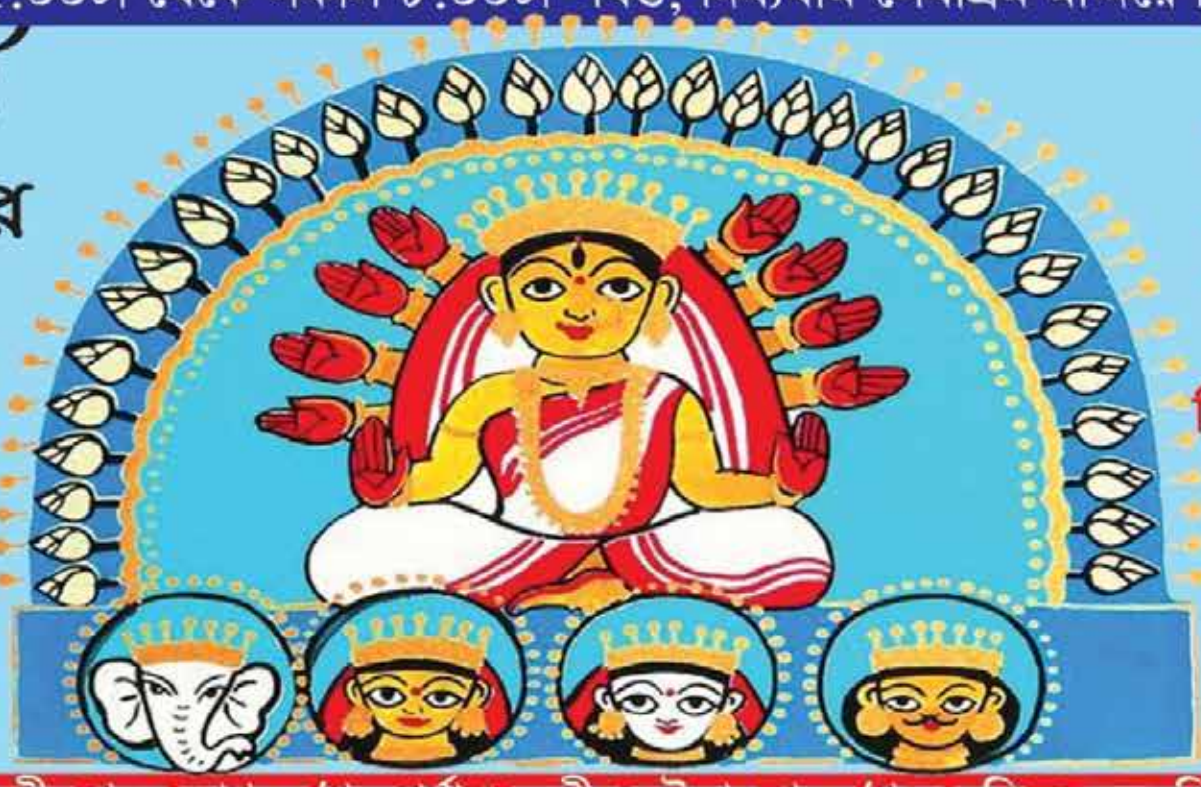

শনিবার
রবিবার
সোমবার
মঙ্গলবার

বিজয়া দশমীতে মহিলাদের

সিঁদুর খেলা

॥ দেবীর গজে আগমন/শস্যপূর্ণা ॥ দেবীর নৌকায় গমন/শস্য বৃদ্ধি ও জলবৃদ্ধি ॥

সময়ঃ সকাল ১০ ঘটিকা থেকে রাত ১১ ঘটিকা পর্যন্ত

অন্যান্য পূজানুষ্ঠানঃ শ্রীশ্রী কোজাগরী লক্ষ্মী পূজাঃ ৯ই অক্টোবর (১৭ই আশ্বিন) ২০২২, রবিবার

শ্রীশ্রী শ্যামা পূজাঃ ২৪শো অক্টোবর' (৬ই কার্ত্তিক) ২০২২, সোমবার

শ্রীশ্রী সরস্বতী পূজাঃ ২৫শে জানুয়ারী' (১০ই মাঘ) ২০২৩, বুধবার

অঞ্জলী প্রদানঃ দুপুর ১ ঘটিকা থেকে রাত ৯ ঘটিকা, প্রসাদ বিতরণঃ দুপুর ২ ঘটিকা, সন্ধিপূজা ও আরতিঃ সন্ধ্যা ৬ ঘটিকা

শ্রদ্ধেয় ভক্তিবৃন্দ নমস্কার, এই শারদীয় মহামায়ার পূজাসহ অন্যান্য সকল পূজা-পার্বনে আপনার/আপনাদের স্বপরিবার, স্ববান্ধব নিমন্ত্রন। আপনাদের উপস্থিতি, সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা আন্তরিকভাবে আমাদের কাম্য।

বিনয়াবনতঃ

সার্বজনীন পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ ইউএসএ'র সকল ভক্ত ও কর্মীবৃন্দ

পূজা উদ্‌যাপন আহ্বায়ক কমিটি

শ্রী প্রবীর কুমার রায়
চেয়ারম্যান, ৯১৭-৮৮৫-৫৯০৫

শ্রী প্রভাষ চন্দ্র মণ্ডল
সভাপতি, ৬৪৬-৪২৭-২৩১৬

শ্রী স্বপন ধর
মেম্বার সেক্রেটারী, ৩৪৭ ২৩৭-৮০০০

শ্রী বিজয় বিশ্বাস
সাধারণ সম্পাদক, (৩৪৭) ২৭৯-১০৬১

প্রতিদিন মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায়

আহ্বায়কঃ ইঞ্জিয়ার শ্রী প্রবীর বিশ্বাস (৬৪৬) ৪৭৯-১২০৯, সদস্য সচিবঃ শ্রী নারায়ণ দেবনাথ (৩৪৭) ৯৯৪-৬৪৩৯

সদস্যঃ শ্রী সঞ্জয় সরকার (৬৪৬) ৪২৭-৮৮৯০, শ্রী সুবল চন্দ্র গোস্বামী (৩৪৭) ৬৫৭-৪৯৫৮, শ্রী প্রদীপ দত্ত (৩৪৭) ৫৭৫-৯১০২, শ্রী বিনয় মজুমদার (৯২৯) ৩৪৪-৯০৭৪, শ্রী সুব্রত সরকার (৭১৮) ২৮৮-২৪১১, শ্রী অনুপ কুমার সাহা (৭১৮)-২১৩-৫২৬৮, শ্রী জয়তূর্য্য চৌধুরী (৯২৯) ২৫৭-৯৮১৯, শ্রী স্বপন বিশ্বাস (স্বপন)(৬৪৬)-৫৯৩-৪২৮৫, শ্রী চন্দন ঘোষ (৯১৭) ৫২০-৪৮৬৫, শ্রীমতি মিতুল দেবনাথ, (৩৪৭) ৭২৩-৮০৫৪, দীপক ঘোষ (৯১৭) ৩০৬-১২১০, রাজীব চন্দ্র নাথ (৩৪৭)২৬৪-২৬০৮, শ্রী ইন্দ্রজিত সাহা (৪৭৫) ২২৮-৪৫৩০, শ্রী সুবীর রায় (৬৪৬) ৫৯৩-৫৪৮১

বিশেষ সহযোগিতায়ঃ শ্রী সঞ্জীব পাল (৬৪৬) ৫২৫-৯১৭২, শ্রী তাপস কৃষ্ণ সরকার (৯২৯) ৩৯৩-২৫৫৫, শ্রী মানিক দেবনাথ (৯৫৪) ৯১৮-৮৬৩৬, শ্রী বিকাশ কুমার বৈদ্য (৭৭৩)-৮১৪-১৫৩৭, শ্রী শুভজিত সাহা (রাজু) (৩৪৭)-৯২২-৬৭৫০, শ্রী বিপ্লব চন্দ্র সুত্রধর (৯১৭)-৩৭৯-৮১০৮, শ্রী সুমন রঞ্জন সাহা (৩৪৭)-৬৪৯-৫৭২০, শ্রী কনক চন্দ্র কান্তি (৩৪৭)-২০৮-১২৮০, শ্রী দীপ্ত সাহা (৩৪৭) ২৯৫-৫৩৭৯, শ্রী লিটন চন্দ্র দেবনাথ (৭৮৬)-৭৮১-৭৯২৭, শ্রী সুব্রত কুমার ভৌমিক (৬৩১)-৯৩৩-৫৮৪০, শ্রী রুবেল মজুমদার (৯২৯)-২৯৯-৯৯০৮, শ্রী বঙ্কিম বৈরাগী (৬৪৬) ২২৯-৮৮৬৮, শ্রী পীযূষ কান্তি বাড়ৈ (৫১৬) ৯২০-৮২৯৭, শ্রী সজল বিশ্বাস (৯২৯) ৫৯৯-৮৬০৮, শ্রী ডাঃ দেবাশীষ কর্মকার (৯২৯) ৩১০-৮১৮১, শ্রী প্রদীপ হালদার (৯২৯) ২৬১-৩৮৮০, শ্রী সুমন সুর (৯১৭) ৯৩৫-৪৩৭১।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গান, নাচ, কবিতা আবৃতি ইচ্ছুক ব্যক্তিদের যোগাযোগের জন্য অনুরোধ করা হলো।

Email: pujaudjapanusa@aol.com, Website: www.spupusa.org , FB: Sarbojanin Puja Udjapan, FB Page: Sarbojanin Puja Udjapan Parishad USA, Inc.

প্রচারপত্র স্বত্ত্বাধিকারীঃ সার্বজনীন পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ ইউএসএ, ইনক
51-69 72nd Street, Woodside, NY 11377

প্রচার সম্পাদকঃ পার্থ সরকার (৩৪৭) ৫৫৩-৬৮৮৬ এবং সহ প্রচার সম্পাদিকাঃ মিতুল দেবনাথ (৩৪৭) ৭২৩-৮০৫৪ কর্তৃক প্রচারিত ও প্রকাশিত
355 South End Avenue, Apt. # 19D, New York, NY 10280

ক্যানসার নিরাময়ে আশা দেখাচ্ছে নতুন থেরাপি

৬১ পৃষ্ঠার পর

হয়ে গেছে। গবেষণায় ব্যবহার করা হয়েছে ঠান্ডাজাতীয় 'হারপেস সিমপ্লেক্স' নামে ভাইরাসের একটি দুর্বল ধরন। টিউমারকে ধ্বংস করতে এটি রূপান্তর (মডিফায়েড) করা হয়েছে। তবে এ বিষয়ে আরও বড় পরিসরের গবেষণা করা প্রয়োজন। যদিও বিশেষজ্ঞরা আশা প্রকাশ করছেন, এই চিকিৎসাপদ্ধতির মাধ্যমে ক্যানসারে আক্রান্ত অনেক জটিল রোগীর জীবন রক্ষা করা যেতে পারে।

ক্যানসার আক্রান্ত রোগীদের ওপর এই চিকিৎসাপদ্ধতির প্রয়োগ এখনো পরীক্ষামূলকভাবে চলছে। এটি পরিচালনা করছে যুক্তরাজ্যের রয়্যাল মারসডেন এনএইচএস ফাউন্ডেশন ট্রাস্টের ইনস্টিটিউট অব ক্যানসার রিসার্চ। ক্যানসার রোগীর ওপর চলমান এই পরীক্ষার ফলাফল ফ্রান্সের প্যারিসে একটি মেডিকেল কনফারেন্সে উপস্থাপন করা হয়েছে।

প্রথম ধাপের এই পরীক্ষায় ক্যানসার আক্রান্ত যেসব রোগী অংশ নিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে একজন পশ্চিম লন্ডনের বাসিন্দা কিরজিস্তফ ওজকোয়াসকি (৩৯)। ২০১৭ সালে তাঁর মুখের কাছে লালাগ্রন্থিতে ক্যানসার শনাক্ত হয়। ওই সময় অস্ত্রোপচার ও অন্য অনেক চিকিৎসা নেন তিনি। কিন্তু এসব সত্ত্বেও তাঁর ওই ক্ষত বাড়তে থাকে।

কিরজিস্তফ বলেন, 'আমাকে বলা হয়েছিল, আমার জন্য আর কোনো উপায় (ক্যানসার নিরাময়ের) অবশিষ্ট নেই। এর পর থেকে আমি আর বেশি দিন বেঁচে নেই ধরে নিয়ে সেবা নিতে থাকি। তখন আমার জন্য সেই পরিস্থিতি ছিল বিপর্যয়কর। ফলে গবেষণা পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার সুযোগ পাওয়াটা আমার জন্য ছিল অবিশ্বাস্য ব্যাপার।'

সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য ওই থেরাপির একটি কোর্স নিয়ে কিরজিস্তফের ক্যানসার নিরাময় হতে দেখা গেছে। তাঁকে হারপেস ভাইরাসের একটি রূপান্তরিত সংস্করণের ইনজেকশন দেওয়া হয়েছিল। কিরজিস্তফ বলেন, 'পাঁচ সপ্তাহ ধরে দুই সপ্তাহ অন্তর আমি ইনজেকশন নিই। এরপর দুই বছর ধরে আমি ক্যানসারমুক্ত।'

গবেষণার অংশ হিসেবে প্রায় ৪০ জন ক্যানসার রোগীর চিকিৎসা দেওয়ার চেষ্টা চালানো হয়। কিছু ব্যক্তিকে ভাইরাস ইনজেকশন দেওয়া হয়, যেটার পোশাকি নাম আরপি২। অন্যদের দেওয়া হয় ক্যানসারের ওষুধ নিভোলুম্যাব। আরপি২ দেওয়া নয়জন রোগীর তিনজনের টিউমার ছোট হয়ে গেছে, যার মধ্যে কিরজিস্তফও রয়েছেন। একসঙ্গে দুটি চিকিৎসাপদ্ধতি প্রয়োগ করা ৩০ জনের মধ্যে ৭ জন ভালো ফল পেয়েছেন। পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া খুবই কম।

থেরাপিতে ব্যবহৃত সাধারণ ভাইরাসটি ইনজেকশনের মাধ্যমে সরাসরি টিউমারে দেওয়া হয়। এরপর সেটি দুইভাবে ক্যানসারে আক্রান্ত ব্যক্তির কোষগুলোকে আক্রমণ করে। প্রথমত, ক্যানসারের কোষগুলোতে আক্রমণ করে এবং সেগুলো ধ্বংস করে দেয়। দ্বিতীয়ত, আক্রান্ত ব্যক্তির রোগ প্রতিরোধব্যবস্থা সক্রিয় করে। বিবিসি

বিশ্বে করোনায় মৃত্যু ও আক্রান্ত বেড়েছে

৬১ পৃষ্ঠার পর

এখন পর্যন্ত মোট করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৬১ কোটি ৯৫ লাখ ৭৮ হাজার ৩৫৭ জন। মৃত্যু হয়েছে ৬৫ লাখ ৩৮ হাজার ৭২৭ জনের।

এদিকে, গত ২৪ ঘণ্টায় যুক্তরাষ্ট্রে মৃত্যু হয়েছে ২৫৯ জনের এবং শনাক্ত হয়েছে ৩৩ হাজার ২৩৮ জনের। একই সময়ে ব্রাজিলে আক্রান্ত ৬ হাজার ৮৬১ জন এবং মৃত ৯১ জন। ইতালিতে আক্রান্ত ২১ হাজার ৮৩ জন এবং মৃত্যু ৪৯ জনের। গত ২৪ ঘণ্টায় তাইওয়ানে আক্রান্ত ৪০ হাজার ২৫ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৪১ জনের। জাপানে মৃত ১০৬ জন এবং আক্রান্ত ৭৮ হাজার ৫৮ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় ফ্রান্সে মৃত ৩৩ জন এবং আক্রান্ত ৩৭ হাজার ৫২৪ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় রাশিয়ায় করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৫৩ হাজার ৩৩৫ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ১০৪ জনের। একই সময়ে অস্ট্রেলিয়ায় নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৩৬ হাজার ৩৬৬ জন এবং ১০৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়ায় করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ২৯ হাজার ৮১ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৬৮ জনের।

উল্লেখ্য, ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে চীনের উহানে প্রথম করোনা রোগী শনাক্ত হয়। ২০২০ সালের ২০ জানুয়ারি বিশ্বজুড়ে জরুরি পরিস্থিতি ঘোষণা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। একই বছরের ১১ মার্চ করোনাকে 'বৈশ্বিক মহামারি' হিসেবে ঘোষণা করে সংস্থাটি।

যুক্তরাষ্ট্রে টানা সপ্তম মাসে বাড়ি বিক্রিতে পতন

৬১ পৃষ্ঠার পর

দাঁড়িয়েছে। এদিকে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক আর্থিক ডাটা ও প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ফ্যাক্টসেট জানায়, ওই সময়ে বাড়ি বিক্রির সংখ্যা অর্থনীতিবিদদের পূর্বাভাসের চেয়ে বেশি।

প্রতিবেদনে বলা হয়, কভিড-১৯ মহামারী শুরুর পর ২০২০ সালের মে মাসের তুলনায় বর্তমানে বাড়ি বিক্রির বার্ষিক গতি ধীর হয়েছে। আগস্টে দেশটিতে বাড়ির গড় মূল্য গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৭ দশমিক ৭ শতাংশ বেড়ে ৩ লাখ ৮৯ হাজার ৫০০ ডলারে পৌঁছেছে। চলতি বছরের শুরুতে বার্ষিক বাড়ি বিক্রি প্রায় ২০ শতাংশ বৃদ্ধির পর বাড়ির মূল্য ধীরগতিতে বাড়ছে। এদিকে কভিড-১৯ মহামারী শুরুর পূর্বে দেশটিতে মাঝারি বাড়ির মূল্য বছরে প্রায় ৫ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল।

এনএআরের প্রধান অর্থনীতিবিদ লরেন্স ইউন বলেন, ক্রমবর্ধমান বন্ধকি ঋণের সুদহার স্পষ্টভাবে আবাসন বাজারকে বাধাগ্রস্ত করছে। তবে আগস্টের বাড়ি বিক্রির তথ্যই প্রমাণ করে যে হাউজিং মার্কেট দেশটির অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মূল চালিকাশক্তি। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোয় এ খাতের গতি আশঙ্কাজনক হারে ধীর হয়েছে। কারণ বাড়ি ক্রেতারা এক দশকেরও বেশি সময়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বন্ধকি হারের সম্মুখীন হয়েছে। একই সঙ্গে দেশটিতে মূল্যস্ফীতিও চার দশকের মধ্যে সর্বোচ্চে রয়েছে।

ফেডারেল হোম লোন মর্টগেজ কোম্পানি ফ্রেডি ম্যাক জানিয়েছে, ৩০ বছরের হোম লোনের গড় সুদের হার গত সপ্তাহে বেড়ে ৬ দশমিক শূন্য ২ শতাংশ হয়েছে। ২০০৮ সালের পর এবারই প্রথম বাড়ির ঋণে সুদের হার ৬ শতাংশ ছাড়িয়েছে। যেখানে এক বছর আগেও গড় সুদের হার ছিল ২ দশমিক ৮৬ শতাংশ। - খবর রয়টার্স।

বাংলাদেশে বিপুল মার্কিন বিনিয়োগ চাইলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

৯ পৃষ্ঠার পর

জন্য পারস্পরিক অন্তর্ভুক্তিমূলক অংশীদারিত্বের জন্য আমাদের হাত মেলাই।'

শেখ হাসিনা বলেন, এ বছর বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র উভয়েই কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর উদযাপন করেছে।

যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের একটি প্রধান অর্থনৈতিক ও উন্নয়ন অংশীদার এবং বাণিজ্য, বিনিয়োগ, সামরিক-সামরিক সহযোগিতা, নিরাপত্তা, জলবায়ু পরিবর্তন এবং বৈশ্বিক স্বাস্থ্যসহ বিস্তৃত বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে এর ব্যাপক সম্পৃক্ততা রয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্য এবং জনগণের মধ্যে যোগাযোগের প্রসারের মাধ্যমে পারস্পরিক সমৃদ্ধিতে দুদেশের অভিন্ন লক্ষ্যগুলো প্রতিধ্বনিত হয়েছে, তিনি বলেন।

প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন, ২০২১-২২ সালে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রপ্তানি ছিল প্রায় ১০ দশমিক ৪২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং আমদানি ছিল প্রায় ২ দশমিক ৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

শেখ হাসিনা বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন যেখানে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ একটি শোষণমুক্ত সমাজ এবং পূর্ণ অর্থনৈতিক মুক্তি পাবে, তিনি আরও বলেন, 'আমার সরকার বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত স্বপ্ন বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।'

তিনি বলেন, বাংলাদেশ গত ১৩ বছরে বিশেষ করে নারীর ক্ষমতায়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, পুষ্টি, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, প্রাথমিক শিক্ষা এবং আইসিটি ক্ষেত্রে একটি অনুকরণীয় আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি অর্জন করেছে।

প্রধানমন্ত্রী সরকারের ধারাবাহিকতা, গ্রামীণ অর্থনীতিতে বিনিয়োগ এবং নারীর ক্ষমতায়নকে সাফল্যের চাবিকাঠি বলে উল্লেখ করেন। তিনি উল্লেখ করেন, বাংলাদেশ ২০২৬ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশে পরিণত হবে।

তিনি বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশকে একটি 'স্মার্ট বাংলাদেশে' রূপান্তরিত করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে, যেখানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁর সরকার 'ডেল্টা প্ল্যান ২১০০' হাতে নিয়েছে, যা জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা করে সবুজ সমৃদ্ধির জন্য একটি কৌশলগত রোডম্যাপ।

তিনি বলেন, কোভিড-১৯ মহামারী বিশ্বকে একটি স্থিতিস্থাপক বিশ্ব স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা দেখিয়েছে।

একটি ঘনবসতিপূর্ণ দেশ হওয়া সত্ত্বেও, সরকার কর্তৃক গৃহীত প্রাথমিক এবং কার্যকর পদক্ষেপের কারণে মহামারী চলাকালীন মৃত্যুর হার খুবই কম ছিল।

তিনি আনন্দের সঙ্গে জানান যে, বাংলাদেশের লক্ষ্যমাত্রার জনসংখ্যার ১০২% (১২১ মিলিয়ন) কমপক্ষে দু'টি ডোজ কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন পেয়েছে। এইভাবে, আমাদের অর্থনীতি মহামারী মোকাবেলায় দুর্দান্ত স্থিতিস্থাপকতা দেখিয়েছে, তিনি বলেন।

কোভ্যাক্সের মাধ্যমে বাংলাদেশকে ৭৫ মিলিয়নেরও বেশি কোভিড-১৯ টিকা অনুদান প্রদান করায় তিনি মার্কিন সরকারের আন্তরিক প্রশংসা করেন। - বাসস

২৩, ২৪ ও ২৫ ডিসেম্বর ওয়াশিংটন ডিসি-র উপকণ্ঠে ২য় ওয়াশিংটন ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড এন্ড কালচারাল এক্সপো

৬১ পৃষ্ঠার পর

ওয়াশিংটন ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড এন্ড কালচারাল এক্সপোর অন্যতম লক্ষ্য বলে জানিয়েছেন জি আই রাসেল। মেলায় অতিথি

হিসেবে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. মোমেন, বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কম্যুনিকেশনস বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. শাজাহান মাহমুদ ও প্রধানমন্ত্রীর চিকিত্সক ডা. হৌহিদা রোজীকে।

চাঁদপুরকে অত্যন্ত আধুনিক শহরে রুপান্তরিত করার কাজ চলছে - নিউ ইয়র্কে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি

৬১ পৃষ্ঠার পর

ও সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান ডা. দীপু মনি। তবে মিথ্যা অভিযোগে রাজনীতিবিদদের হেয় করার প্রবণতায় ক্ষোভ প্রকাশ করে মন্ত্রী বাংলাদেশে এক শ্রেণীর মানুষ এখনো হত্যার রাজনীতিতে বিশ্বাস করেন। এটা একটি সভ্য জাতির কাম্য হতে পারেনা।

যুক্তরাষ্ট্র নাগরিক কমিটির সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর শেখ হাসিনার কাছে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের নতুন কমিটি গঠন করার আবেদন

নিউইয়র্ক : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের নতুন কমিটি গঠন করার আবেদন করেছে যুক্তরাষ্ট্র নাগরিক কমিটি । গত ২০ সেপ্টেম্বর জ্যাকসন হাইটসের একটি রেষ্টুরেন্টে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ আবেদন জানান হয়।সংবাদ সম্মেলন পঠিত লিখিত বক্তব্যে নাগরিক কমিটির নেতৃবৃন্দ বলেন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গণতন্ত্রের মানসকন্যা, দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনার জাতিসংঘ ৭৭তম অধিবেশনে আগমন উপলক্ষে জানাই শুভেচ্ছা ও স্বাগতম। প্রথমত জাতিসংঘের আসন্ন অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আগমন উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্র নাগরিক কমিটি নানা কর্মসূচি হাতে নিয়েছে।

বিশেষ করে গত ১৩ বছর শেখ হাসিনা সরকারের সকল উন্নয়ন দেশবাসীকে আশার সঞ্চার করেছে। স্বাধীনতার পর থেকে বর্তমান পর্যন্ত আওয়ামী লীগ সরকার তথা স্বাধীনতার স্বপক্ষের শক্তি মাত্র ২২ বছর এ দেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় ছিল। এদেশের যাবতীয় উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি এই সময়ের মধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। ১৯৭১ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু এ দেশকে সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার সূচনা করেছিলেন আর বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিয়ে বাংলাদেশকে উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশে পরিণত করছেন। ১৯৯৬ থেকে ২০০১ এবং ২০০৯ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু কন্যার হাত ধরে যত উন্নয়ন, তার বীজ বপন করেছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে ধ্বংস্তূপ থেকে এ দেশের মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে একেবারে শুরু থেকে কাজ শুরু করেছিলেন। প্রথমেই কৃষিকে গুরুত্ব দিয়েছেন জাতির পিতা। তার স্বপ্নের সোনার বাংলায় তিনি দেখতে চেয়েছিলেন কৃষি ও কৃষকের সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন এবং স্বনির্ভরতা। সেই লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক কৃষি উন্নয়নে বঙ্গবন্ধু বৈপ্লবিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। কৃষিভিত্তিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন, পুনঃসংস্করণ, উন্নয়ন এবং ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন, উদ্যান উন্নয়ন বোর্ড, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রণয়ন এবং স্বায়ত্তশাসন প্রদান, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি, ইক্ষু গবেষণা প্রতিষ্ঠান, মৎস্যউন্নয়ন করপোরেশন সহ অনেক নতুন প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করেন। তিনি খাদ্য নিরাপত্তার জন্য কৃষিতে ১৯৭২-৭৩ অর্থবছরে ৫০০কোটি টাকা উন্নয়ন বরাদ্দ থেকে ১০১ কোটি টাকা শুধু কৃষি উন্নয়নের জন্য রেখেছিলেন।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত এদেশের কৃষিতে উল্লেখযোগ্য কোনো উন্নয়ন হয়নি বরং বাংলাদেশের কৃষি পিছিয়ে পড়েছিল। ১৯৯৬ সালে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা প্রথমবার বাংলাদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসেন এবংকৃষিতে বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজগুলো পুনরায় শুরু করে মাত্র পাঁচ বছরে বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে। ১৯৯৬সালে বঙ্গবন্ধু কন্যা যখন ক্ষমতায় আসেন তখন ২৪ লাখ টন খাদ্য ঘাটতি ছিল। পাঁচ বছর পর যখন তিনি ক্ষমতা থেকে বিদায় নেন তখন ২৬ লাখ টন খাদ্য উদ্বৃত্ত ছিল। তার মানে বাংলাদেশকে তিনি খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে পেরেছিলেন। ২০০১ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত দেশ আবার আগের খাদ্য ঘাটতি এবং আমদানি নির্ভর অবস্থায় ফিরে যেতে সময় নেয়নি। ২০০৯ থেকে ২০২১এই ১২ বছরে তার সুযোগ্য নেতৃত্বে এ দেশের কৃষি এগিয়েছে বহুদূর। এখন সবজি উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে, আলু উৎপাদনে ষষ্ঠ, ধান উৎপাদনে চতুর্থ, মিঠা পানির মাছ উৎপাদনে তৃতীয়, ইলিশ উৎপাদনে প্রথম, পাট উৎপাদনে বিশ্বে দ্বিতীয় এবং রপ্তানিতে প্রথম, চা উৎপাদনে নবম, গরু-ছাগল উৎপাদনে দ্বিতীয় এবং আম ও পেয়ারা উৎপাদনে অষ্টম অবস্থানে রয়েছে। ২০০১ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত তৎকালীন সরকারগুলোর সময় এসবের সূচক ছিল অনেক নিচে। খাদ্যউৎপাদন বাড়াতে ২০২১-২২ অর্থবছরের ৩ হাজার ২০ কোটি টাকার কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর। ২০২১-২২ অর্থবছরে কৃষি খাতের ভর্তুকির পরিমাণ ৯ হাজার ৫০০ কোটি টাকা যা বছর শেষে আরো ৫০০ কোটি টাকা বাড়তে পারে। সারের দাম যা বিএনপি সরকারের আমলে ৯০ টাকা ছিল, তা আজ বঙ্গবন্ধু কন্যা ১২ টাকায় নামিয়ে এনেছেন।

শিক্ষা ও স্বাস্থ্যতেও সমান গুরুত্ব দিয়েছেন জাতির পিতা। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে দেশবাসীর উদ্দেশে বঙ্গবন্ধুর দেওয়া বেতার-টেলিভিশন ভাষণ থেকে আমরা তার শিক্ষা-ভাবনা সম্বন্ধে সম্যক ধারণা পাই। দেশ স্বাধীনের পর তিনি জাতীয়শিক্ষা কমিশন গঠন করেছেন। স্কুল ও কলেজগুলোকে জাতীয়করণ করেছেন। উচ্চশিক্ষার জন্য বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন গঠন করেছেন। বাংলাদেশে একটি আধুনিক ও বিজ্ঞানমুখী শিক্ষানীতি প্রণয়নে গুরুত্ব দিয়েছেন। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বিজ্ঞানী ড. কুদরত-ই-খুদাকে চেয়ারম্যান করে ১৯৭২ সালের ২৬ জুলাই গঠন করেন বাংলাদেশের প্রথম শিক্ষা কমিশন 'জাতীয়শিক্ষা কমিশন' গঠন করেছেন। চারটি বিশ্ববিদ্যালয়কে তিনি ৭৩-এর অ্যাক্টের মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসন দিয়েছেন। গবেষণায় উদ্বুদ্ধকরার জন্য বুয়েট এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়কে ৭৩-এর অ্যাক্টের বাহিরে রেখেছেন। সব প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করেছেন। প্রাথমিকের শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি করেছেন। তিনি টিসিবিকে ওষুধ আমদানি করার জন্য নির্দেশ প্রদানকরেন এবং সেই সঙ্গে দেশীয় ওষুধ কোম্পানিগুলোকে সেই ওষুধ তৈরির নির্দেশ দেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর থেকে১৯৯৬ সাল পর্যন্ত এই সেক্টরও ক্ষতির ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। ১৯৯৬ সালে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা প্রথমবার রাষ্ট্রক্ষমতায় আসার পর জাতির পিতার মতো তিনিও শিক্ষায় অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। ১২টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনকরেছেন। সৃজনশীল শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করেন, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাকে নকলমুক্ত করেন, শিক্ষায় প্রযুক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করেন এবং কারিগরি শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটান। দেশে বর্তমানে সাক্ষরতার হার ৭৪ দশমিক ৭ শতাংশ। ২০০৫ সালেতৎকালীন বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সময় ছিল মাত্র ৫৩ দশমিক ৫ শতাংশ। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা অর্ধশত, প্রত্যেক জেলায় জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে বঙ্গবন্ধু কন্যার। এরই মধ্যে কয়েকটি বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অভূতপূর্ব সফলতা অর্জন করেছে। এ দেশের তরুণদের প্রযুক্তি শিক্ষায় শিক্ষিত করে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে নেতৃত্ব দেওয়ার উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছেন। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু কন্যা গভীরভাবে মনোযোগ দিয়েছিলেন। ফলে করোনার মতো কঠিন মহামারিতে বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশ অনেক ভালো অবস্থানে আছে।

২০০১ সালে শেখ হাসিনার সরকার যখন বিদায় নেয় তখন তিনি ৪ হাজার ৩০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ রেখে যান। পরবর্তী সময়ে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সময় লুটপাটের ফলে আবারও জ্বালানি খাত মুখ থুবড়ে পড়ে। ২০০৯ সালে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে দেশ আবার বিদ্যুৎ ও জ্বালানি নিরাপত্তার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে অগ্রসর হচ্ছে। ২০০৯ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত ২০ হাজার ২৯৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করেছেন। বর্তমানে আমাদের ধারণক্ষমতা হচ্ছে ২০ হাজার ২৩৫ মেগাওয়াট।

২০৩০ সালে এটি হবে ৪০ হাজার মেগাওয়াট এবং ২০৪১ সালে হবে ৬০ হাজার মেগাওয়াট।

সরকারের সময় লুটপাটের ফলে আবারও জ্বালানি খাত মুখ থুবড়ে পড়ে। ২০০৯ সালে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে দেশ আবার বিদ্যুৎ ও জ্বালানি নিরাপত্তার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে অগ্রসর হচ্ছে। ২০০৯ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত ২০ হাজার ২৯৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করেছেন। বর্তমানে আমাদের ধারণক্ষমতা হচ্ছে ২০ হাজার ২৩৫ মেগাওয়াট। ২০৩০ সালে এটি হবে ৪০ হাজার মেগাওয়াট এবং ২০৪১ সালে হবে ৬০ হাজার মেগাওয়াট।

সদ্য স্বাধীন এই দেশকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে তৃতীয় শিল্প বিপ্লবের সম্ভাবনাকে পুরোপুরি কাজে লাগানোয় মনোনিবেশ করেন জাতির পিতা। সেজন্য দ্রুততম সময়ের মধ্যে বাংলাদেশকে টেলিকমিউনিকেশনের সদস্য বানানোর উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ১৯৭৫ সালের ১৪ জুন দুর্গম এলাকা রাঙামাটির বেতবুনিয়ায় স্থাপন করেছেন ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র। জাতিরপিতার প্রচেষ্টায় ১৯৭৩ সালে আইটিইউর সদস্যপদ পায় বাংলাদেশ। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর ১৯৯৬ সালে বঙ্গবন্ধু কন্যা এ দেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসার পূর্ব পর্যন্ত এই সেক্টরে কোনো কাজই হয়নি। বিনামূল্যে সাবমেরিন ক্যাবল থেকেও আমরা বঞ্চিত হয়েছি শুধুমাত্র তথ্য পাচারের অজুহাতে। ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সালে শেখ হাসিনার সরকারের সময় ডিজিটাল বাংলাদেশের ধারণা তখন তিনি শুরু করেছিলেন। সাবমেরিন ক্যাবল অনুমোদন দিয়েছিলেন, কম্পিউটার ও মোবাইল ফোনের ওপর শুল্ক তুলে দিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সময় লুটপাটের ফলে আবারও এই সেক্টরের ক্ষতি সাধিত হয়। বঙ্গবন্ধু কন্যার গৃহীত পদক্ষেপ গুলো বাতিল করা হয়। ফলে আবারও প্রযুক্তি থেকে পিছিয়ে পড়ে বাংলাদেশ।২০০৮ সালের ১২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রতিশ্রুতি, ২০১৪ সালে শান্তি গণতন্ত্র উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি এবং ২০১৮ সালে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার প্রতিশ্রুতি দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় প্রধানমন্ত্রীকে নিরলসভাবে সহায়তা করছেন তার সুযোগ্য পুত্র এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়। মাত্র ১৪ বছরে বাংলাদেশ পরিণত হয়েছে বিশ্বের বিস্ময়, উন্নয়নের রোল মডেল।

বঙ্গবন্ধুকন্যার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জনমুখী একটি সরকার ব্যবস্থা। আমরা ধীরে ধীরে সেদিকেই যাচ্ছি। তার দক্ষ নেতৃত্বে এখন আমরা বৈশ্বিক দুর্নীতির সূচকে অনেক পেছনে আছি। বঙ্গবন্ধুর মতো তার সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনাও বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা যখন ২০০৯ সালে বাংলাদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসেন তখন বাংলাদেশের জিডিপি ছিল মাত্র ১০০ বিলিয়ন ডলার মাত্র। ১৩ বছরে তা তিনি চারগুন করেছেন। বর্তমানে বাংলাদেশের জিডিপি এখন ৪১৬ বিলিয়ন ডলার। বঙ্গবন্ধুকন্যা ১৯৯৬ থেকে ২০০১ পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশের মাথাপিছু জিডিপি ৩০০ থেকে ৪১৫ তে উন্নীত করেন। ২০০৯ সালে যখন বঙ্গবন্ধু কন্যা বাংলাদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতা গ্রহণ করেন তখন বাংলাদেশের মাথাপিছু জিডিপি ছিল ৬৩৫ডলার, মাত্র ১৩ বছর সময়ে বর্তমানে তিনি তা ২ হাজার ৫০৩ ডলারে উন্নীত করেছেন।

২০০৯ থেকে ২০২১ উন্নয়নের স্বর্ণালী যুগ। উন্নয়নের প্রায় প্রতিটি সূচকেই অকল্পনীয় প্রবৃদ্ধি অর্জন রাষ্ট্র পরিচালনায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সফলতার প্রমাণ বহন করে। নানা ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে মাথাপিছু আয়, খাদ্য ও পুষ্টিপ্রাপ্তি, শিক্ষা-স্বাস্থ্য-সামাজিক নিরাপত্তাসহ নানা ক্ষেত্রে বাংলাদেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি দক্ষিণ এশিয়ায় সর্বোচ্চ। এমনকি, ভয়াবহ করোনা মহামারিও দীর্ঘ লকডাউনও বাংলাদেশের অগ্রগতিকে আটকাতে পারেনি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার শুরু থেকেই কৃষি খাতকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিচ্ছে। ফলে বাংলাদেশ আজবিশ্বের তৃতীয় ধান উৎপাদনকারী দেশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। বিএনপি-জামায়াত শাসনামলে সারের দাবিতে কৃষককে জীবন দিতে হয়েছে। অন্যদিকে, আওয়ামী লীগ সরকার কৃষি খাতে ভর্তুকি এবং কৃষি ঋণের পরিমাণ কয়েক গুণ বাড়িয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বের গুণে দ্রুত উন্নয়ন হয়েছে। বাংলাদেশ শুধু এশিয়ায় নয়, বিশ্বসভায় মাথা উঁচুকরে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমান বিশ্বে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ শুধু বিস্ময় নয়, উন্নয়নের রোল মডেলহিসেবে অভিহিত।'

আমরা স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে পরিচিত লাভ করেছি । উন্নয়নের এ ধারা অব্যাহত থাকলে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই বাংলাদেশ উন্নত দেশ হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে।

জাতির পিতার হাতেগড়া সেই আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকার সময়েই এ দেশের স্বাধীনতা ও বিজয়ের ৫০ বছরপূর্তি উদযাপিত হয়েছে। আবার বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী মুজিববর্ষও উদযাপন হয়েছে আওয়ামী লীগ সরকারের নেতৃত্বেই।

মানুষের জীবন-জীবিকার উন্নয়ন এ সরকারের একটি বড় অর্জন। গত কয়েক বছরে মাথাপিছু গড় আয় অনেক বেড়েছে।একসময় বিদ্যুতের ব্যাপক সংকট ছিল। বাংলাদেশ এখন ২৫ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম। যোগাযোগ ব্যবস্থায় উন্নয়নের আরেক নাম বাংলাদেশ।

দেশের আট বিভাগকেই ফোর লেন সড়ক যোগাযোগের আওতায় নিয়ে আসা হচ্ছে। ইতিমধ্যে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা লাভ করেছে বাংলাদেশ। পেয়েছে টেকসই (এসডিজি) লক্ষ্যমাত্রার অগ্রযাত্রার পুরস্কারও। দেশে এখন সাক্ষরতার হার ৭৫ দশমিক২ শতাংশ। গড় আয়ু বেড়ে ৭২ দশমিক ৮ বছর হয়েছে। অন্যদিকে দেশে দারিদ্র্যের হার কমে ২০ দশমিক ৫ শতাংশে নেমে এসেছে। কৃষি ও খাদ্য উৎপাদনে ব্যাপক উন্নতি করেছে। বাংলাদেশ এখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ।

পার্বত্য শান্তি চুক্তি জননেত্রী শেখ হাসিনার অন্যতম অর্জন, সমুদ্রসীমা বিজয়, ছিটমহল বিজয়, মহাকাশে আজ বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট, নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত হয়েছে ইতিমধ্যে। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, পায়রা ও মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর, হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনালসহ আরও কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ এগিয়ে চলছে। দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার যুগান্তকারী প্রকল্প বঙ্গবন্ধু টানেল দিয়ে এ বছরই গাড়ি চলবে। এরই মধ্যে বহুল প্রত্যাশিত টানেলের কাজের সার্বিক অগ্রগতি হয়েছে প্রায় ৯০ শতাংশ। ব্যয়বহুল প্রকল্প মেট্রোরেলের পরীক্ষামূলক চলাচল শুরুহয়েছে। আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে মেট্রোরেল উদ্বোধন হবে।

যেকোনো বৈশ্বিক দুর্যোগে সবার আগে এগিয়ে যান শেখ হাসিনা। এই করোনার সময় আমরা দেখেছি, তার নিরলস পরিশ্রমের কারণে অনেক উন্নত দেশের তুলনায় বাংলাদেশে সংক্রমণ ও মৃত্যুহার অনেক কম। এই মহামারি থেকে দেশের অর্থনীতিকে রক্ষাকরে মানুষর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে একাই লড়ছেন তিনি। সংকট মোকাবিলায় নিয়মিত দাপ্তরিক কাজের পাশাপাশি দুর্গত মানুষকে খাদ্য ও আর্থিক সহায়তা দেওয়ার বিষয়টি সরাসরি তদারকি করেছেন। প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসের ছোবল থেকে বিশ্ববাসীকে রক্ষায় সুদৃঢ় ভূমিকা রেখেছেন। একাধিক ভিডিও কনফারেন্সিং করেছেন বিশ্ব নেতাদেরসহ প্রতিবেশী দেশগুলোর সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে। আহ্বান জানিয়েছেন বৈশ্বিক এই সংকট মোকাবিলায় একসঙ্গে কাজ করার। বিশ্বে শান্তি ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় তার তুলনা তিনি নিজেই। আমরা এখন পর্যন্ত বিশ্বে তার মতো এমন মানবিক নেতা দেখতে পাইনি। এই মানবিক নেতার সংস্পর্শে বাংলাদেশের মানুষ যুগ যুগ ধরে থাকতে চায়।

নাগরিক কমিটি, আমাদের পরিচয়:

একটি মহৎ উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ, নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগ, স্টেট আওয়ামী লীগ, যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগ,যুক্তরাষ্ট্র শ্রমিক লীগ,যুক্তরাষ্ট্র স্বেচ্ছাসেবক লীগ,যুক্তরাষ্ট্র ছাত্রলীগ ও মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের সংগঠন বাংলাদেশ ক্লাব যুক্তরাষ্ট্র,বঙ্গবন্ধু সাংস্কিতিক জোট ও অন্যান্য সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের বাংলাদেশী-আমেরিকানদের সমন্বয়ে গঠিত আজকের এই নাগরিক কমিটি।

ইতিমধ্যে বাংলাদেশ পুলিশ মহাপরিদর্শক বেনজির আহমেদ সহ বেশ কয়েকটি সমাবেশ ও মতবিনিময় সভা সহ রাষ্ট্রবিরোধী সকল কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র নাগরিক কমিটি প্রতিরোধ গড়েছে। প্রতিবারের ন্যায় এইবার বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার আগমন উপলক্ষে নাগরিক কমিটি বেশ কয়েকটি কর্মসূচি হাতে নিয়েছে।বরাবরের ন্যায় বিশ্বনেত্রী,দেশরত্ন,মানবতার প্রতীক,নারী নেতৃত্বের অন্যতম পুরোধা,বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা ৭৭তম জাতিসংঘের অধিবেশনে আগমন উপলক্ষে আমরা আমাদের কর্মসূচি ঘোষণা করেছি, তার মধ্যে অন্যতম:-

১. আজকের এই সংবাদ সম্মেলন ২. জেএফকে বিমানবন্দরে নেত্রীকে অভ্যর্থনা ও স্বাগতম ৩. বিএনপি, জামাতকে প্রতিরোধ ৪. জাতিসংঘ শান্তি সমাবেশে অবস্থান ৫. জননেত্রী শেখ হাসিনাকে নাগরিক সংবর্ধনা

পরিশেষে যুক্তরাষ্ট্র নাগরিক কমিটি মনে করে যুক্তরাজ্যের নেতাকর্মীর সঙ্গে নেত্রীর যে সাক্ষাৎকারের চিত্র আমরা দেখেছি আমরা মনে প্রাণে আশাবাদী হয়েছিলাম ম্যানহাটন হোটেল লবিতে যুক্তরাজ্যের ন্যায় যুক্তরাষ্ট্রেও মাননীয় নেত্রী আমাদেরকে হাত উঁচিয়ে উৎসাহিত করবেন। যে কোন কারণেই হোক নেতাকর্মীদের সে আশা পূর্ন হয়নি। আমরা এখনো আশাবাদী যুক্তরাজ্যের ন্যায় যুক্তরাষ্ট্রেও নেত্রীর সঙ্গে নেতাকর্মীদের সাক্ষাৎ হবে।

যেহেতু যুক্তরাষ্টের তৃণমূলের নেতাকর্মীদের নিয়ে গঠিত এই নাগরিক কমিটি। সুতরাং আমরা মনে করি একটি নতুন কমিটিই পারে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগকে একটি শক্তিশালী ও গতিশীল সংগঠনে রূপান্তরিত করতে।

সর্বপরি বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার কাছে আমাদের আকুল আবেদন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের একটি নতুন কমিটি গঠন করার জন্য সুদৃষ্টি কামনা করছি। - হিন্দাল কাদির বাপ্পা, আহবায়ক নুরুল আমিন বাবু, সদস্য সচিব, যুক্তরাষ্ট্র নাগরিক কমিটি।

২০ সেপ্টেম্বর ২০২২:

utshob courier
"উৎসব ও ঐতিহ্যের রঙে রঙিন হউক আমাদের প্রজন্ম"
এই শ্লোগান নিয়ে এই প্রথমবারের মত
নিউইয়র্কে আয়োজিত হচ্ছে সার্বজনীন
FREE ENTRY
শারদ মেলা
স্থান: তাজমহল পার্টি হল
১৪৮-০১ হিলসাইড এভিনিউ, জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩৫
তারিখ: সেপ্টেম্বর ২৫, ২০২২, রবিবার
সময়: দুপুর ১২ টা থেকে রাত ১১টা
মেলায় থাকছে:
রকমারী পোষাক এবং গহনার ষ্টল
- দেশীয় খাবারের সমাহার
ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
Live Music
বিশেষ সঙ্গীতানুষ্ঠান 'প্রজন্ম'
সঙ্গীত পরিবেশন করবেন
জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী শান্তনীল ধর
বর্ষা, উদীপ্ত
ঋত্বীকা, অহনা,
সপ্তর্ষী, সৌরভ
ও ঋতাজা
বিশেষ আকর্ষন:
ধামাইল নৃত্য ও ডান্ডিয়া
আবৃত্তিতে: ডা: উৎপল চৌধুরী
মো: শফিক জামিল
উপস্থাপনায়:
বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব
অসীম সাহা ও
উৎপল চৌধুরী
সঙ্গীতে
সবিতা দাস
তমা চক্রবর্তী
প্রাঞ্জলি দাস
বিজন সরকার
বীনা সরকার
তমা সাহা
সেলিম ইব্রাহীম
নৃত্যে
জয়া
শুভ্রা
পূজা
দেবশ্রী
রিতিকা
জেসিকা
দেবারতি
অনন্দিতা
প্রিতু
Elizabeth M. Barna
Attorney at Law
VIORIO REAL ESTATE
Rahat Hossain
Bangladeshi Heritage of NY Inc
STAR FURNITURE
পৃষ্ঠপোষক
এটর্নী মঈন চৌধুরী
Moin Choudhury, Esq.
917-282-9256
PG Care Pro
PG CARE PRO
PG HOME CARE
TRUE MEDICAL CARE P.C.
Utpal Chowdhury, M.D.
Gobinda Paul M.D., F.A.C.P.
J.K. Bain Multiservices
SABITA MOTHER & CHILDREN FOUNDATION, INC.
বহ্নিশিখা সঙ্গীত
সঙ্গীত নিকেতন
BIANCA DRIVING SCHOOL
গোপাল সাহা
বিশিষ্ট ব্যবসায়ী
এবং কমিউনিটি এক্টিভিষ্ট
ADAN ISLAM
917-207-7239
মীনা ইসলাম
প্রেসিডেন্ট - তারার আলো
এবং কমিউনিটি এক্টিভিষ্ট
সার্বিক সহযোগিতায়
Ahraf Alam
Executive Director
NEW AMERICAN DEMOCRATIC CLUB INC.
Member - Queens Community Board 12
আয়োজনে: "বাঙালিয়ানা"
রমনীয়া ইউএসএ ইনক
বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৯৯-৩৯৩১

বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচনে সব পদে ‘রব-রুহুল’ প্যানেলের নিরঙ্কুশ বিজয়

৬১ পৃষ্ঠার পর

আব্দুল মোমেন সোহেলের কোন প্রচার প্রচারণা লক্ষ্য করা যায়নি। বলা যায় এই দুই প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করলেও নির্বাচন থেকে স্বেচ্ছায় দূরে ছিলেন।

রোববার সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত টানা ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। তবে নির্বাচনে ভোটারের উপস্থিতি ছিলো কম। তালিকাভুক্ত ভোটারের সংখ্যা ২৭ হাজারের ও বেশী থাকলেও ভোট প্রদান করেছেন মাত্র সাড়ে ৫ হাজারের মত ভোটার।

কুইন্সের জ্যামাইকা কেন্দ্রে ভোটিং মেশিন ঠিকমত কাজ না করায় এক ঘন্টা ৭ মিনিট পরে অর্থাৎ সকাল ১০টা ৭ মিনিটে ভোট গ্রহণ শুরু হয় এবং রাত ১০টা ৭ মিনিটে ভোট গ্রহণ শেষ হয়। এই কেন্দ্রে প্রথম ভোট প্রদান করেন প্রবীণ প্রবাসী, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির অন্যতম উপদেষ্টা ছদরুন নূর। জ্যামাইকা কেন্দ্রে দু'বার ভোটিং মেশিনে সমস্যা দেখা দেয় বলে সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী মোহাম্মদ আলী অভিযোগ করলেও দুই প্যানেলের এজেন্টদেও সামনেই মেশিনগুলো ঠিক করে তাতে ভোট নেয়া হয় বলে নির্বাচন কমিশন জানায়। উডসাইড কেন্দ্রে ভোটার লিষ্টে জন্ম তারিখ আর নাম ঠিকতম লিখা না থাকায় কোন কোন ভোটারের ভোট গ্রহণ নিয়ে মৃদু উত্তেজনার সৃষ্ট হয়। তবে অন্যান্য কেন্দ্রে শান্তিপূর্ন পরিবেশে বাংলাদেশী স্টাইলেই ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। কেন্দ্রগুলেঅ ছিলো কুইন্সে উডসাইডের গুলশান টেরেস এবং জ্যামাইকায় ইকরা পার্টি সেন্টার, ওজোনপার্কে দেশি সিনিয়র সেন্টার, ব্রকলীনে এভিনিউ সি এর উপর অবস্থিত পিএস ১৭৯ এবং ব্রঙ্কসে স্টার্লিং-বাংলাবাজার এলাকায় গোল্ডেন প্যালেস পার্টি হল।

সকল কেন্দ্রের ভোট গণনার পর উডসাইড কেন্দ্রে সকল ভোট গণনার পর বেসরকারীভাবে চুড়ান্ত ফলাফর ঘোষণা করা হয়। ফলাফল ঘোষণা পর্ব পরিচালনা করেন নির্বাচন কমিশনের অন্যতম সদস্য মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন। এসময় কমিশনের অপর সদস্য মোহম্মদ এ. হাকিম মিয়া, কাওসারুজ্জামন (কয়েস) এবং রুহুল আমিন সরকার উপস্থিত ছিলেন। কমিশনের সদস্যরা সংক্ষিপ্ত বক্তব্যও রাখেন। চুড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার জামাল আহমেদ জনি।

রব-রুহুল যানেলের বিজয়ের নেপথ্যে জাহিদ মিন্টুর সাংগঠনিক দক্ষতা

অনুসন্ধানে জানা যায়, নীরব বিপ্লবের মধ্যদিয়ে প্যানেল ভিত্তিক ভোট প্রদানের কারনেই ‘রব-রহুল’ প্যানেল জয়লাভ করেছে। আর এই প্যানেলের বিজয়ের নেপথ্যের নায়ক হিসেবে নির্বাচন প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে আলোচিত হচ্ছেন কমিউনিটির পরিচিত মুখ ও *বাকি অংশ ৫৮ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচনে সব পদে ‘রব-রুহুল’ প্যানেলের নিরঙ্কুশ বিজয়

৫৭ পৃষ্ঠার পর

বিশিষ্ট সমাজসেবী, বৃহত্তর নোয়াখারী সমিতি ইউএসএ’র অত্যন্ত সফল সাধারণ সম্পাদক জাহিদ মিন্টু। তার সাংগঠনিক দক্ষতা আর নির্বাচনী কৌশলেই বিজয়ী হয়েছেন ‘রব-রুহুল’ প্যানেল। বিশেষ করে ব্রুকলীন এর ভোটকেন্দ্রে রব-রুহুল প্যানেলের দায়িত্বে ছিলেন জাহিদ মিন্টু। ভোট গণণার পর দেখা যায়, এ কেন্দ্রে রব-রুহুল প্যানেল ও নয়ন-আলী প্যানেলের প্রার্থীদের মধ্যে প্রাপ্ত ভোটের ব্যবধান দাঁড়ায় গড়পড়তায় ৫০০ থেকে ৮০০ ভোট পর্যন্ত। যা পরবর্তীতে কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি নয়ন-আলী প্যানেলের কোন প্রার্থীর পক্ষেই। যদি আগ্রহী হন, তাহলে জাহিদ মিন্টু-ই হতে পারেন বাংলাদেশ সোসাইটির পরবর্তী সাধারণ সম্পাদক- এমন আলোচনাও শুরু হয়েছে ইতোমধ্যে।

অপরদিকে ‘জনশ্রুতি’ অনুযায়ী ‘নয়ন-আলী’ প্যানেল বেশী ভোটার তালিকাভুক্ত করলেও ভোটারদের বেশীরভাগই কেন্দ্রে এসে ভোট দেয়নি বলে ‘নয়ন-আলী’ প্যানেলের ভরাডুবি হয়েছে-এমনটি মনে করছেন নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্টরা। এদিকে এই প্যানেলের ‘হেভিওয়েট’ প্রার্থী হিসেবে পরিচিত সভাপতি পদপ্রার্থী কাজী আশরাফ হোসেন নয়ন, সিনিয়র সহ সভাপতি পদপ্রার্থী আব্দুর রহীম হাওলাদার, সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী মোহাম্মদ আলী, সহ সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী মিয়া মোহাম্মদ দুলাল ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদপ্রার্থী মনিকা রায় এর পরাজয় কমিউনিটিতে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

নির্বাচনে বিজয়ী প্রার্থীরা হলেনঃ

সভাপতি- আবদুর রব মিয়া, সাধারণ সম্পাদক- রুহুল আমিন সিদ্দিকী (পুন:নির্বাচিত), সিনিয়র সহসভাপতি- মো. মহিউদ্দিন দেওয়ান, সহসভাপতি- ফারুক চৌধুরী, সহ সাধারণ সম্পাদক- আমিনুল ইসলাম চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ- মো. নওশেদ হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক- আবুল কালাম ভূঁইয়া, সাংস্কৃতিক সম্পাদক- ডা. শাহনাজ লিপি, জনসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক রিজু মোহাম্মদ (পুন:নির্বাচিত), সমাজকল্যাণ সম্পাদক- মো. টিপু খান, সাহিত্য সম্পাদক- ফয়সাল আহমদ, ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক- মাইনুল উদ্দিন মাহবুব, স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক- প্রদীপ ভট্টাচার্য এবং কার্যকরী সদস্য মো. সাদী মিন্টু (পুন:নির্বাচিত), ফারহানা চৌধুরী (পুন:নির্বাচিত), শাহ মিজানুর রহমান, সিরাজদৌল্লাহ হক বাশার, মো. আখতার বাবুল ও সুশান্ত দত্ত।

নির্বাচনে কে কত ভোট পেলেনঃ

বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচনে বিজয়ী সভাপতি পদে আবদুর রব মিয়ার প্রাপ্ত ভোট ৩,১৬০। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কাজী আশরাফ হোসেন পেয়েছেন ২,৫৪০। সভাপতি পদের অপর প্রার্থী জয়নাল আবেদীন পেয়েছেন ৬৭ ভোট।

সাধারণ সম্পাদক পদে বিজয়ী রুহুল আমিন সিদ্দিকী (পুনঃনির্বাচিত) পেয়েছেন ৩,১৮৯ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মোহাম্মদ আলী পেয়েছেন ২,৪৭৯ ভোট। এই পদেও অপর প্রার্থী আব্দুল মোমেন সোহেল পেয়েছেন ৬৭ ভোট।

সিনিয়র সহ-সভাপতি পদে বিজয়ী মহিউদ্দিন দেওয়ান পেয়েছেন ৩,২১৪ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আব্দুর রহিম হাওলাদার পেয়েছেন ২,৪২০ ভোট।

সহ-সভাপতি পদে বিজয়ী ফারুক ইউ চৌধুরী পেয়েছেন ৩,০৫২ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী রেজাউল করিম সগির পেয়েছেন ২,৪৪০ ভোট।

সহ-সাধারণ সম্পাদক পদে বিজয়ী আমিনুল ইসলাম চৌধুরী পেয়েছেন ২,৮৭৫ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মিয়া মোহাম্মদ দুলাল পেয়েছেন ২,৬৫০ ভোট।

কোষাধ্যক্ষ পদে বিজয়ী নওশেদ হোসেন পেয়েছেন ২,৯৮২ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মোহাম্মদ খান ডিউক পেয়েছেন ২,৫৩৩ ভোট।

সাংগঠনিক সম্পাদক পদে বিজীয় আবুল কালাম ভূঁইয়া পেয়েছেন ২,৯৩৭ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আহসান হাবীব পেয়েছেন ২,৫৯৪ ভোট।

সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে বিজয়ী ডা. শাহনাজ লিপি পেয়েছেন ২,৯৯০ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মনিকা রায় পেয়েছেন ২,৫৬০ ভোট।

জনসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক পদে বিজয়ী রিজু মোহাম্মদ (পুনঃনির্বাচিত)পেয়েছেন সর্বোচ্চ ৩,২৯১ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শেখ হায়দার আলী পেয়েছেন ২,২৩৯ ভোট।

সমাজকল্যাণ সম্পাদক পদে বিজয়ী খান মোহাম্মদ টিপু পেয়েছেন ২৯৪৩ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কাশেম চৌধুরী পেয়েছেন ২,৫৩২ ভোট।

সাহিত্য সম্পাদক পদে বিজীয় ফয়সাল আহমদ পেয়েছেন ৩,০২০ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী হাসান জিলানী পেয়েছেন ২,৪৯৩ ভোট।

ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক পদে বিজীয় মাইনুল উদ্দিন মাহবুব পেয়েছেন ২,৯৭৫ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী রশিদ রানা পেয়েছেন ২,৫৫১ ভোট।

স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক পদে বিজয়ী প্রদীপ ভট্টাচার্য পেয়েছেন ২,৭৫৯ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সামাদ মিয়া (জাকির) পেয়েছেন ২.৬৭২ ভোট।

সোসাইটির কার্যকরী সদস্য পদে ‘রব-রহুল’ প্যানেল থেকে বিজয়ী সাদী মিন্টু (পুনঃনির্বাচিত) পেয়েছেন ২,৯১৩ ভোট, ফারহানা চৌধুরী (পুনঃনির্বাচিত) পেয়েছেন ৩,২১০ ভোট, শাহ মিজানুর রহমান পেয়েছেন ২,৯০৯ ভোট, সিরাজদৌল্লাহ হক বাশার পেয়েছেন ২,৯৯৩, মোহাম্মদ এ আখতার পেয়েছেন ৩,১৬৭ ভোট, সুশান্ত দত্ত পেয়েছেন ২,৯৪৯ ভোট।

অপরদিকে কার্যকরী সদস্য পদে ‘নয়ন-আলী’ প্যানেল থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সাইদুর খান ডিউক পেয়েছেন ২,২৫১ ভোট, মাহমুদ আলম পেয়েছেন ২,৩৪০ ভোট, মোহাম্মদ এ সিদ্দিকী পেয়েছেন ২,৬০৬ ভোট ও আহসান উল্লাহ মামুন পেয়েছেন ২,৫০৩ ভোট।

এবারের নির্বাচনে সবচেয়ে বেশী ভোট পেয়েছেন জনসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক পদে পুনর্নির্বাচিত রিজু মোহাম্মদ ৩২৯১ ভোট এবং সবচেয় কম ব্যবধানে (২২৫ ভোট) পরাজিত হয়েছেন সহ-সাধারণ সম্পাদক পদে নয়ন-আলী প্যানেলের প্রার্থী মিয়া মোহাম্মদ দুলাল। বাংলাদেশে অবস্থান করেও বিজয়ী হয়েছেন রব-রুহুল প্যানেলের দুইজন প্রার্থী সহ-সাধারণ সম্পাদক পদে বিজয়ী আমিনুল ইসলাম চৌধুরী ও কার্যকরী সদস্য পদে বিজয়ী শাহ মিজানুর রহমান এবং নয়ন-আলী প্যানেলের পক্ষে জনসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক পদে পরাজিত প্রার্থী শেখ হায়দার আলীও বাংলাদেশে অবস্থান করছেন।

সুত্র ইউএনএ

নিউইয়র্কে এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে মাদ্রাসা ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ

নিউ ইয়র্ক: এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে স্থানীয় আলআমিন মসজিদে মাদ্রাসা ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে শিক্ষা সামগ্রী বিতরন করা হয়েছে।

এই সময় প্রায় শতাধিক শিক্ষার্থীর মাঝে এই ধরনের সামগ্রী বিতরন করা হয়।

এই আয়োজনে সংগঠনের সভাপতি সোহেল আহমেদের সভাপতিত্বে এবং সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দিনের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের উপদেষ্টা এমাদ চৌধুরী ও দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী, মসজিদের ইমাম ও খতিব হযরত মাওলানা লুৎফুর রহমান চৌধুরী, মুয়াজ্জিন মাওলানা নেছার আহমেদ, শিক্ষক মাওলানা মহিউদ্দিন, মোহাম্মদ হোসেন, আব্দুল খালেক, অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন সংগঠনের সদস্য সামছুল ইসলাম, সাব্বির আহমেদ, আব্দুল হামিদ আবু, আলামিন সহ আরো অনেকেই। উল্লেখ্য, এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি বিভিন্ন সময় নানা মানবিক কাজের সাথে জড়িত।-প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আগমন শুভেচ্ছা-স্বাগতম' স্লোগানে মুখরিত জেএফকে এয়ারপোর্ট

নিউইয়র্ক : জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৭তম অধিবেশনে যোগ দিতে লন্ডন থেকে নিউইয়র্কে পৌঁছেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। রাত সাড়ে ১০ টায় বাংলাদেশ বিমানের চার্টার্ড ফ্লাইটে নিউইয়র্কের জন এফ কেনেডি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান তিনি। এসময় প্রধানমন্ত্রীকে অভ্যর্থনা জানান ওয়াশিংটনে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মুহাম্মদ ইমরান এবং জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি মুহাম্মদ আব্দুল মুহিত। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া সত্ত্বেও বিপুলসংখ্যক প্রবাসীর সমাগম ঘটেছিল জেএফকে এয়ারপোর্টে। ১৯ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যার পর শতশত প্রবাসীর 'শেখ হাসিনার আগমন-শুভেচ্ছা-স্বাগতম' স্লোগানে মুখরিত ছিল নিউইয়র্কের এই এয়ারপোর্টের ৪ নম্বর টার্মিনালের মূল গেইটের সামনের এলাকা। নিরাপত্তা রক্ষীরাও ছিলেন সরব। শান্তিপূর্ণভাবে ঘণ্টা তিনেকের এই স্লোগান-র‍্যালি থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জাতিসংঘ সফরের সাফল্য কামনা করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ, যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগ, যুক্তরাষ্ট্র মহিলা আওয়ামী লীগ, যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন, নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতা-কর্মীগণের সাথে ছিলেন নিউইংল্যান্ড আওয়ামী লীগ, পেনসিলভেনিয়া আওয়ামী লীগ, নিউজার্সি আওয়ামী লীগ, কানেকটিকাট আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরাও।

উল্লেখ্য, রাত ১০টার পর শেখ হাসিনাকে বহনকারি বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের বিশেষ ফ্লাইট লন্ডন থেকে জেএফকে এয়ারপোর্টে অবতরণ করে। ততক্ষণ পর্যন্ত নেতা-কর্মীরা ছিলেন মুখরিত-উল্লসিত। পুরো কর্মসূচির সমন্বয়ে ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান। নেতৃবৃন্দের মধ্যে আরো ছিলেন সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদ, প্রচার সম্পাদক হাজী এনাম দুলাল মিয়া, নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি জাকারিয়া চৌধুরী, ভাইস প্রেসিডেন্ট আবুল হোসেনর, যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের সেক্রেটারি আব্দুল কাদের মিয়া, যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগের আহ্বায়ক তারিকুল হায়দার চৌধুরী, মহিলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জাহানারা আলী, সেক্রেটারি ফরিদা ইয়াসমীন, বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবী পরিষদের সভাপতি মোর্শেদা জামান, পেশাজীবী সমন্বয় পরিষদের সেক্রেটারি কৃষিবিদ আশরাফুজ্জামান, আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি নুরুজ্জামান সর্দার, নিউইংল্যান্ড আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি ইকবাল ইউসুফ প্রমুখ।

জননেত্রী শেখ হাসিনার সফ সফল ও সার্থক করার লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ এবং সহযোগী সংগঠনের উদ্যোগে কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত

নিউ ইয়র্ক: জাতির জনকের সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার জাতি সংঘের ৭৭তম অধিবেশনে যোগদান সফল ও সার্থক করার লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ এবং সহযোগী সংগঠনের উদ্যোগে কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৮ সেপ্টেম্বর রোববার সন্ধ্যায় নিউ ইয়র্কের কুইন্স সেন্টারে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ সভাপতি বসারত আলী।

কর্মী সভা আয়োজন কমিটির আহ্বায়ক ডাক্তার মাসুদুল হাসানের সভাপতিত্বে ও যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য কাজী কয়েসের সঞ্চালনায় সমাবেশে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন আইরিন পারভীন, মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকী, শাহ মোহাম্মদ বখতিয়ার, এম এ করিম জাহাঙ্গীর, বীর মুক্তিযোদ্ধা ডাক্তার আব্দুল বাতেন, মিসবাহ আহমেদ, ফরিদ আলম, রেজাউল করিম চৌধুরী, বীর মুক্তিযোদ্ধা শরাফ সরকার, চন্দন দত্ত,, দুরুদ মিয়া রনেল, এমদাদ চৌধুরী, সাইকুল ইসলাম, নুরুল আমিন বাবু,জামাল হোসেন এবং নাফিকুর রহমান তুরান,ডাক্তার বর্ণালী হাসান প্রমুখ।

সমাবেশের শুরুতে কোরআন তিলায়াত করেন আলী আজমল এবং গীতা পাঠ করেন বাবু প্রভাষ চক্রবর্তী।

বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আলমগীর হোসেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা মাহবুবে খোদা, রমেশ নাথ, এনায়েত হোসেন জালাল,শেখ মকলু মিয়া, সোহান আহমেদ টুটুল,টিপু সুলতান,বরুজ্জামান পান্না, মনজুর চৌধুরী, খন্দকার জাহিদুর ইসলাম,জাহিদ হাসান,শহিদুল ইসলাম, রবিউল ইসলাম, হেলিম উদ্দিন মোহাম্মদ নুর উদ্দিন, মেহরাজ ফাহমী, অবিনাশ আচার্য,প্রবাস চক্রবর্তী, এ কে চৌধুরী, জালাল উদ্দিন, বিপ্লব, মোহাম্মদ মঈনুদ্দীন, অনন্ত কুমার রায়,স্বদেশ,সাইফুল ইসলাম, রিটন সরকার, মোহাম্মদ ফারুক হোসেন, ফখর উদ্দিন, হাসান রেজা,শাহীন আহমেদ, মোহাম্মাদ মোতাহের হোসেন, মুকুল হক,আফসার উদ্দিন জন, নার্গিস বিউটি, রুমানা আক্তার, জেসমিন বুখারী, আজহারুল চৌধুরী, আলম হোসেন প্রমুখ।

বক্তারা বলেন তাদের বক্তব্যে বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর কন্যা কাজ করে যাচ্ছেন। জননেত্রী শেখ হাসিনা জাতি সংঘের ৭৭তম অধিবেশনে যোগদান সফল ও সার্থক করার লক্ষ্যে কর্মীদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। তাছাড়া বক্তারা সকলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের নতুন কমিটি দাবি করেন এবং যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান এর অসাংগঠনিক কর্মকান্ড এবং পদবাণিজ্যের তীব্র প্রতিবাদ জানান। কর্মী সমাবেশে সংগীত পরিবেশন করেন বিশিষ্ট কণ্ঠ শিল্পী শুভ্র দেব। প্রেস বিজ্ঞপ্তি

জ্যামাইকায় বাসা ভাড়া
জ্যামাইকায় হিলসাইড এভিনিউর নিকটে ৮৪ এভিনউ ও ১৬৯ স্ট্রীটে ৩ বেডরুম, ২ বাথরুম ও ২ ব্যালকনিসহ এপার্টমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে।
যোগাযোগ: 929-582-1455

GOLDEN AGE
HOME CARE

Licensed Home Health Care Agency

সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেলথ কেয়ার এজেন্সী

হোম কেয়ার

HHA/PCA & CDPAP SERVICE

যারা হোম কেয়ার সার্ভিস পাচ্ছেন
বাড়ী ভাড়া বাবদ সরকার থেকে
প্রতিমাসে ৮০০ ডলার পেতে পারেন
আজই যোগাযোগ করুন

প্রশিক্ষণ ছাড়াই
ঘরে বসে আপনজনকে
সেবা দিয়ে অর্থ
উপার্জন করুন

৫জি আনলিমিটেড ইন্টারনেটসহ
স্যাংসাম গ্যালাক্সী ট্যাব
সম্পূর্ণ ফ্রি

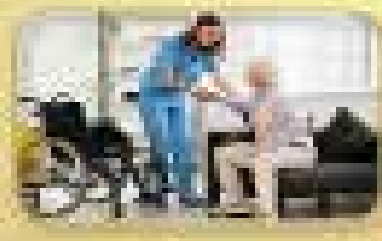

সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা

CALL: (718) 775-7852

SHAH NAWAZ MBA
President & CEO
Cell: 646-591-8396

Email: info@goldenagehomecare.com

Jackson Hts Office	Bronx Office	Yonkers Office	Jamaica Ave. Office
71-24 35th Avenue	831 Burke Avenue	558 E Kimball Ave	180-15 Jamaica Ave
Jackson Hts, NY 11372	Bronx, NY 10467	Yonkers, NY 10704	Jamaica, NY 11432
Ph: 718-775-7852	Ph: 347-449-5983	Ph: 718-844-4092	Ph: 718-785-6883
Fax: 917-396-4115	Fax: 347-275-9834	Fax: 917-396-4115	Fax: 917-396-4115

www.goldenagehomecare.com

পরিচয়
WEEKLY THE PARICHOY

বিজয়ের নেপথ্যে জাহিদ মিন্টুর সাংগঠনিক দক্ষতা

বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচনে সব পদে 'রব-রুহুল' প্যানেলের নিরঙ্কুশ বিজয়

নিউইয়র্ক: মামলা-মকদ্দমার কারণে গত প্রায় চার বছরে দুই দুইবার স্থগিত থাকার পর অবশেষে বহুল আলোচিত ও প্রত্যাশিত বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচনে 'রব-রুহুল' প্যানেল এর সকল প্রতিদ্বন্দ্বী নিরঙ্কুশ ও ঐতিহাসিক বিজয় অর্জন করেছে।

গত রোববার (১৮ সেপ্টেম্বর) ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনায় অনুষ্ঠিত নির্বাচনে প্রদত্ত ভোটের বিপুল ব্যবধানে আব্দুর রব মিয়া সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে রুহুল আমীন সিদ্দিকী পুন নির্বাচিত হয়েছেন।

নিউইয়র্ক সিটির ৫টি কেন্দ্রে (ব্রুকলীন, ব্রঙ্কস এবং কুইন্সের উডসাইড, ওজনপার্ক ও জ্যামাইকা) ভোটগ্রহণ শেষে মধ্যরাত ১২টার দিকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার জামাল আহমেদ জনি চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করেন। এসময় নির্বাচন কমিশনের সদস্যবৃন্দ সহ সোসাইটির কর্মকর্তা, দুই প্যানেলের প্রার্থী, সমর্থক ও শুভানুধ্যায়ীরা উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, ২০১৮ সালের ২১ অক্টোবর, রোববার সোসাইটির দ্বি-বার্ষিক (২০২২-২০২৩) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিলো। বাংলাদেশ সোসাইটির এবারের নির্বাচনে দু'টি প্যানেল সহ কার্যকরী পরিষদের ১৯টি পদে ৩৭জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। 'রব-রুহুল' প্যানেল থেকে সোসাইটির কার্যকরী পরিষদের ১৯ পদে ১৯জন আর 'নয়ন-আলী' প্যানেল থেকে ১৭জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এছাড়াও সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক জয়নাল আবেদীন সভাপতি পদে এবং সোহেল সাধারণ সম্পাদক পদে স্বতন্ত্রভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। যদিও নির্বাচনী কর্মকান্ডে জয়নাল আবেদীন ও *বাকি অংশ ৫৭ পৃষ্ঠায়*

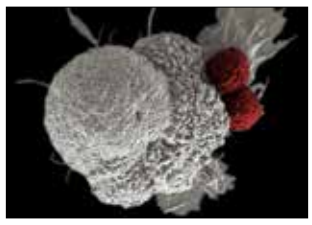

ক্যানসার নিরাময়ে আশা দেখাচ্ছে নতুন থেরাপি

লন্ডন: ক্যানসারের চিকিৎসায় নতুন একটি থেরাপি (চিকিৎসাপদ্ধতি) বেশ আশা জাগিয়েছে। সেই থেরাপিতে শরীরের ক্ষতিকর কোষ ধ্বংস করে দেয়, এমন একটি সাধারণ ভাইরাস ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাথমিক পরীক্ষায় যুক্তরাজ্যের গবেষকেরা এ ক্ষেত্রে বড় সাফল্য পাওয়ার কথা জানিয়েছেন। ওই পরীক্ষায় দেখা গেছে, একজন ব্যক্তির ক্যানসার নিরাময় হয়েছে। অন্যদের টিউমারও ছোট *বাকি অংশ ৫৩ পৃষ্ঠায়*

বিশ্বে করোনায় মৃত্যু ও আক্রান্ত বেড়েছে

জেনেভা: গত ২৪ ঘণ্টায় (শুক্রবার ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে ২৪ সেপ্টেম্বর) বিশ্বে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৪ লাখ ২ হাজার ৯৪৬ জন। এ সময় ভাইরাসটিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ১ হাজার ১৮৯ জনের।

শনিবার (২৪ সেপ্টেম্বর) সকালে করোনার হিসাব রাখা ওয়েবসাইট ওয়ার্ল্ডোমিটারস থেকে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

ওয়ার্ল্ডোমিটারসের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বে *বাকি অংশ ৫৩ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রে টানা সপ্তম মাসে বাড়ি বিক্রিতে পতন

নিউ ইয়র্ক: যুক্তরাষ্ট্রে বাড়ি বিক্রিতে নিম্নমুখী প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে। আগস্টে টানা সপ্তম মাসের মতো দেশটিতে ব্যবহৃত বাড়ির বিক্রি সংকুচিত হয়েছে। গত মাসে বাড়ি বিক্রি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৯ দশমিক ৯ শতাংশ কমেছে। বন্ধকি ঋণে উচ্চ সুদের হার এবং মূল্য বাড়ার কারণে বাড়ি বিক্রি কমছে।

গত বুধবার ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব রিয়েলটরস (এনএআর) জানায়, জুলাইয়ের তুলনায় আগস্টে বাড়ি বিক্রির পরিমাণ দশমিক ৪ শতাংশ কমে ৪৮ লাখে *বাকি অংশ ৫৩ পৃষ্ঠায়*

বাইডেনকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার

নিউ ইয়র্ক: প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।বুধবার (২১ সেপ্টেম্বর) জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে যোগ দিতে নিউ ইয়র্কে উপস্থিত রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানদের সম্মানে দেয়া মার্কিন প্রেসিডেন্ট ও তার সহধর্মিণী জিল বাইডেনের দেয়া সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে বাইডেনকে এ আমন্ত্রণ জানান প্রধানমন্ত্রী।

এ সময় প্রধানমন্ত্রীকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান জো বাইডেন ও তার স্ত্রী। কুশল বিনিময় করে বিভিন্ন ইস্যুতে কথা বলেন দুই নেতা।

আমেরিকান মিউজিয়াম অব ন্যাচারাল হিস্টোরিতে এ সংবর্ধনায় যোগ দেন জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে অংশ নেয়া সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানরা।

পরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন হোটেল লোটে প্যালেসে সাংবাদিকদের ব্রিফিং করেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, অনুষ্ঠানস্থলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান জো বাইডেন এবং তার স্ত্রী। দুই নেতা কুশল বিনিময় করেন এবং বিভিন্ন ইস্যুতে কথা বলেন।

এ সময় জো বাইডেনকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

২৩, ২৪ ও ২৫ ডিসেম্বর ওয়াশিংটন ডিসি-র উপকণ্ঠে ২য় ওয়াশিংটন ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড এন্ড কালচারাল এক্সপো

পরিচয় রিপোর্ট: আগামী ২৩, ২৪ ও ২৫ ডিসেম্বর ওয়াশিংটন ডিসি-র উপকণ্ঠে হলিডে ইন এক্সপ্রেস এ ২য় ওয়াশিংটন ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড এন্ড কালচারাল এক্সপোর আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত এক্সপোতে ৩বাংলাদেশসহ ৩০টি দেশের প্রতিনিধিত্ব থাকছে বলে জানিয়েছেন আয়োজকদের অন্যতম ও ২০২১ সালে অনুষ্ঠিত সফল ফোবানা সম্মেলনের কনভেনর জি আই রাসেল। যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বহি:বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ব্যবসায়ীদের যোগসুত্র স্থাপনই ২য় *বাকি অংশ ৫৩ পৃষ্ঠায়*

জাতীয় আইডির পরিবর্তে পাসপোর্ট কেন নয়, হাইকোর্টে রীটের উদ্যোগ

পরিচয় রিপোর্ট: প্রবাসী বাংলাদেশী যারা এখনো বাংলাদেশের পাসপোর্ট ব্যবহার করেন তারা কেন বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রমাণের জন্য নির্বাচন কমিশনের ইস্যু করা ন্যাশনাল আইডির পরিবর্তে পাসপোর্ট ব্যবহার করতে পারবেন না প্রশ্ন তুলেছেন নিউ ইয়র্ক প্রবাসী বিশিষ্ট রিয়েল এস্টেট ইনভেষ্টর মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন। যেহেতু প্রবাসে অবস্থান করে জাতীয় আইডি কার্ড পাওয়া সম্ভব নয় সেহেতু নাগরিকত্ব প্রমাণের জন্য পাসপোর্ট ব্যবহারের সুযোগ থাকা উচিত বলে মনে করেন তিনি। এই সমস্যার সুরাহার লক্ষ্যে *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

চাঁদপুরকে অত্যন্ত আধুনিক শহরে রুপান্তরিত করার কাজ চলছে - নিউ ইয়র্কে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি

পরিচয় রিপোর্ট: চাঁদপুরবাসীর কল্যাণে বেশ কিছু প্রকল্পের কাজ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে, বিশেষ করে দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত হাইমচর এলাকা এখন উন্নয়নের প্রতীক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। বর্তমানে নিই ইয়র্ক সফররত বাংলাদেশের সাবেক পররাষ্ট্র ও বর্তমানে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি গত ২১ সেপ্টেম্বর জ্যাকসন হাইটসে আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় উপরোক্ত মন্তব্য করেন। জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন রেষ্টুরেন্টে প্রবাসের অন্যতম জনপ্রিয় সামাজিক ও আঞ্চলিক সংগঠন রুপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন আয়োজিত উক্ত মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি বিপ্লব সাহা ও সঞ্চালনায় ছিলেন সাইফুল ইসলাম ও মামুন মিয়াজী। মঞ্চে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা ফার্মাসিষ্ট রফিকুর রহমান, উপদেষ্টা মোরশেদ আলম ও ফিরোজ পাটোয়ারী, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান, সংগঠনের সাবেক সভাপতি আমিন খান জাকির প্রমুখ। শুরুতে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক নুরে আলম মনির।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ডা.দীপু মিন আরো বলেন, জননেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল। জননেত্রী বঙ্হবন্ধু কন্যার নেতৃত্বে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর উদ্যোগে নেওয়া হয়েছে। প্রতিটি জেলায় বিভিন্ন সেক্টরে উন্নয়নের কাজ এগিয়ে চলেছে। চাঁদপুরও তাতে অন্তভুক্ত। শহররক্ষা বাঁধকে আরো সম্প্রসারিত করার কাজ শুরু হবে শীঘ্রই। একটি মেডকেল কলেজ স্থাপন করা হয়েছে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। সড়ক উন্নয়নে ব্যাপক বিনিয়োগ করা হচ্ছে। চাঁদপুরকে একটি আধুনিক পর্যটন নগরী হিসেবে গড়ে তোলার কাজ চলছে। প্রবাসীরা যারা নিকট অতীতে বাংলাদেশ ঘুরে এসেছেন, তাঁরা অবশ্যই দেখতে সক্ষম হয়েছেন বাংলাদেশ উন্নয়নের সোপানে কতদূর এগিয়েছে। করোনার সময় প্রবাসীদের প্রেরিত সাহায্য *বাকি অংশ ৫৪ পৃষ্ঠায়*

জ্যাকসন হাইটসের ৭৩ স্ট্রীটকে 'বাংলাদেশ ওয়ে' নামকরণ চূড়ান্ত - ফাহাদ সোলায়মান

পরিচয় রিপোর্ট: জ্যাকসন হাইটসের বাংলাদেশী-আমেরিকানদের ব্যাবসায় সমৃদ্ধ ৭৩ স্ট্রীটকে 'বাংলাদেশ ওয়ে' নামকরণ চূড়ান্ত হয়েছে বলে জানিয়েছেন নিউ ইয়র্ক সিটি মেয়রের এশীয় উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য, স্থানীয় কম্যুনিটি বোর্ড মেম্বার এবং জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশানের সাধারণ সম্পাদক ফাহাদ সোলায়মান। তবে আগামী ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসের পরিবর্তে ২৬মার্চ ২০২৩ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবসে আনুষ্ঠানিকভাবে নামফলক উন্মোচন করা সম্ভব হবে বলে জানান ফাহাদ। গত ২২ সেপ্টেম্বর জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রের ২৫ অঙ্গরাজ্যে মুক্তি পেয়েছে 'পরাণ'

নিউ ইয়র্ক: বাংলাদেশে সাড়া জাগিয়ে এবার বিদেশেও দর্শক মাতাতে যাচ্ছে রায়হান রাফির সিনেমা 'পরাণ'। বায়োস্কোপ ফিল্মসের পরিবেশনায় ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে যুক্তরাষ্ট্রের ২৫টি অঙ্গরাজ্যের প্রায় ৭০টি সিনেমা হলে প্রদর্শিত হচ্ছে 'পরাণ'। এরই মধ্যে অগ্রিম টিকিট বিক্রি শুরু হয়েছে। গত ঈদুল আজহায় লাইভ টেকনোলজিস প্রযোজিত সিনেমাটি মুক্তি পায়। পরিবেশনা *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*